ঐতিহাসিক সিরিজ

শ্রী—
৪০৪

বিসমার্ক

প্রতিভামণ্ডিত জীবনী ও বুদ্ধি-চাতুর্য্য কাহিনী

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখো

বসুমতী-সাহি

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখো

চতুর্থ

কলি

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসু

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখো



বিস্মার্ক

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে কীর্ত্তিমান রাজনীতিবিশারদ জনগণের মধ্যে বিস্‌মার্ক দ্যুতিমান্ ভাস্কর। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার সমকালীন রাজনীতিক-গগনের অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারই রাজনীতিক প্রভা অন্য প্রভাহীন রাজনীতিক জ্যোতিষ্কে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে মহিমমণ্ডিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের গঠনই বিস্‌মার্কের প্রধান কীর্ত্তি। আজ জর্ম্মণীর যে ক্ষাত্রভাব জগতে নিন্দিত হইতেছে, তাহা বিস্‌মার্কের কীর্ত্তি। বিস্‌মার্ক ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের সন্তান ছিলেন এবং স্বয়ং ক্ষাত্রধর্ম্মেরই সেবক ছিলেন। বলং বলং ক্ষাত্রবলংই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাই তিনি তাঁহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে ক্ষাত্র-গৌরবে মণ্ডিত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং সেই ইচ্ছার প্রভাবে বর্ত্তমান ক্ষাত্রবৃত্ত জর্ম্মণীর উদ্ভব হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কৈশর দ্বিতীয় উইলিয়ম বিস্‌মার্কেরই মন্ত্র-শিষ্য। বিস্‌মার্কের মতই তাঁহার প্রতিকার্য্যে প্রতিফলিত। তবে কোন বিষয়ে সেই মত কার্য্যে প্রতিফলিত করিবার সময় এই কৈশরের সহি মনান্তর ঘটে। তাই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌ম হয়।

বিস্‌মার্ক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, ভগবানই তাঁহার সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। দেশের পুরুষপরম্পরাগত রাজনীতিক ও ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ব্যবস্থাতে বিস্‌মার্কের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা অধিক ছিল না। তিনি আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তি-বর্গ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও করিতেন না। মোটের উপর তাঁহার পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। তিনি কখনই নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি কি ভাবে কার্য্য করিতেন, কিরূপ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য সংগঠিত করিয়াছেন, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। এইরূপ মহৎ লোকের চরিত্রকথা পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আশা করি, পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই মহৎ জীবনের ঘটনাবলী বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

প্রকাশক।

বিস্‌মার্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যকথা

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বিস্‌মার্ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূরা নাম ওটো এডওয়ার্ড লিওপোল্ড ভন্ বিস্‌মার্ক। জর্ম্মণীর অন্তর্গত ব্রানডেনবার্গ প্রদেশের স্কোয়েনহসেন্ জমীদার-ভবনে বিস্‌মার্ক ভূমিষ্ঠ হন। এই নবজাত শিশুর জন্মগ্রহণের এক মাস পূর্ব্বে নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। মাতার ক্রোড়ে অথবা দোলায় এই শিশু যখন লালিত হইতেছিল, সেই সময় পল্লীবাসিগণ পুনরায় রণক্ষেত্রে অভিযানের উদ্যোগ করিতেছিল। রণ-কোলাহলের মধ্যেই এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

যে বংশে বিস্‌মার্ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন, ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজভক্ত বিস্‌মার্কবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

ওটো বিস্‌মার্কের পিতার নাম কার্ল উইল্‌হেলম্ ফ্রেড-রিক্ ভন্ বিস্‌মার্ক। ইঁহারা চারি সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। প্রথম-যৌবনেই বিস্‌মার্কের পিতা সেনাবিভাগ

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। চারি সহোদরের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগকালে বিসমার্কের পিতার অংশে স্কোয়েন-হসেন্ পড়িয়াছিল। তিনি এই পল্লী-নিবাসে পরম নিশ্চিন্ত-মনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীনির্ব্বাচন-কালে বিস্‌মার্কের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তিনি অভিজাত-বংশের কোন রমণীর পাণিগ্রহণ না করিয়া কোন সাধারণ ভদ্রলোকের ফ্রলিন্ মেনকেননাম্নী কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। অভিজাতবংশোদ্ভবা না হইলেও এই নারী হীনবংশের কন্যা নহেন।

বিস্‌মার্কের জননী ফ্রলিন্ মেনকেন ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে পরিণীতা হন। তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। বিস্‌মার্ক জননী হইতে বুদ্ধিমত্তা এবং জনক হইতে মানসিক প্রফুল্লতা, পরিহাসরসিকতা ও সদাশয়তা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। পিতা ও মাতা হইতে তিনি যে সদ্‌গুণরাশির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে এই মহাপুরুষ উত্তরকালে প্রুসীয় সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ও মহৎ করিয়া গড়িতে পারিয়াছিলেন।

বিসমার্কের জনক-জননী নিরাপদে ও সুখে জীবন-যাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কতিপয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুকাল পরেই তাঁহাদিগকে শোকসাগরে ডুবাইয়া চির-বিদায় লইয়াছিল। তাঁহারা সন্তানবিয়োগ-শোকে

যখন একান্ত অধীর, সেই সময় প্রুসিয়া বিদেশীর হস্তে যুদ্ধে পরাজিত হইল। ফরাসী সেনাদল স্কোয়েনহসেন্ অধিকার করিল। বিস্‌মার্কের জনক-জননী অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার বাসনায় অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাজেই নিরাপদে ও শান্তিতে পল্লী-জীবনযাপন তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই।

তাঁহাদের বহু সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনটি জীবিত ছিলেন। বার্ণহার্ড, ওটো এবং কন্যা মাল্‌ভিনা।

ওটোর অদৃষ্টে স্কোয়েনহসেনে বাস অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার যখন একবর্ষমাত্র বয়ঃক্রম, তখন পিতা তাঁহাদিগকে লইয়া পমিরানিয়ায় চলিয়া যান। নিপফ এবং কুলজ নামক দুইটি তালুক তাঁহার অংশে ছিল। কার্ল বিস্‌মার্ক অতঃপর এইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রুসিয়ার অভিজাত-বংশধরগণ তখন পমিরানিয়ায় বাস করিতে ভাল বাসিতেন। মার্ক অপেক্ষা পমিরানিয়া অরণ্যবহুল। এখানে শীকারের বিশেষ সুবিধা ছিল। এই পল্লীনিবাসে ওটো বিস্‌মার্কের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। এই প্রদেশের প্রধান নগর নৌগার্ড বিস্‌মার্কের পল্লীভবন হইতে পাঁচ মাইল দূরে। তখন যাতায়াতের প্রশস্ত রাজপথ এ অঞ্চলে ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে ইউরোপ সমুজ্জ্বল হইলেও পল্লীগুলি তখনও প্রাচীন যুগের আদর্শ অনুসারে হাল সভ্যতার কুহকে মুগ্ধ হয় নাই।

পুত্রগুলি সম্মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে দেশ ও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এই উচ্চাভিলাষ ওটোর জননীর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। ওটো বিসমার্ক পরিণামে যাহাতে মন্ত্রণা-কুশল, রাজনীতিক হইতে পারেন, তাঁহার জননী প্রথম হইতেই এইরূপভাবে ওটোকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে ওটো মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিদায় লইয়া বার্লিনের কোন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিবার জন্য প্রেরিত হন। সেখানে তিনি মনের শান্তিতে ছিলেন না। পল্লীর মুক্ত পবন, অবাধ-স্বাধীনতা, চিরনবীন বনরাজীর শ্যামহরিৎশোভা, বিহঙ্গকুলের মধুর কূজন ত্যাগ করিয়া নগরের কলকোলাহলের মধ্যে আসিয়া তাঁহার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া পড়িল। কচিৎ কোন কৃষাণকে হলহস্তে গমন করিতে দেখিলেই তাঁহার নয়নযুগল বাষ্পভারে অবরুদ্ধ হইয়া আসিত. তখন বাল্যের সেই গৃহ, প্রান্তর, বনের শ্যামশোভা মনে পড়িত; প্রকৃতির স্নেহশীতল ক্রোড়ে যে লালিত-পালিত হইয়াছে, নগরের কৃত্রিম শোভা তাহার চিত্তকে শান্ত করিতে পারিবে কেন? বিদ্যালয়ের কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া থাকিতে তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তখন জর্ম্মণরাজ্যে সবে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিতেছে। কাজেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সেই সময় হইতে সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে হইত; যুদ্ধস্পৃহা জাতীয় জীবনে প্রথম সঞ্চারিত হইতেছিল; ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায়

হউক, দেশের বিধান অনুসারে তখন হইতে সকলকে সামরিক শিক্ষার অধীন হইতে হইয়াছিল। কতিপয় লেখক তখন জর্ম্মণ-জাতিকে কঠোর শ্রমসহিষ্ণু বীরপুরুষে পরিণত করিবার জন্য লেখনীচালন করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়েই বিস্‌মার্ক বার্লিন নগরে ছাত্র-জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই বার্লিন নগরের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। জীবনে কখনও তিনি এই বিতৃষ্ণা দূরীভূত করিতে পারেন নাই।

কয়েক বৎসর পরে বিস্‌মার্কের জনক-জননী বার্লিন নগরে বাস করিতে আসিলেন। তখন উক্ত বিদ্যালয় হইতে বিস্‌মার্ক জনৈক শিক্ষকের গৃহে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। এইখানে অবস্থানকালে তিনি দক্ষতার সহিত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে বিস্‌মার্ক যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি "এবিটুরিয়েন্‌টেন্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক শিক্ষাবিভাগে তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে একবৎসরমাত্র অধ্যয়ন করিতে পারা যাইত। বিস্‌মার্কের ছাত্রজীবনের প্রশংসাপত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সতীর্থ ও শিক্ষকদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল।

পরবৎসর বিসমার্ক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "গটিন্‌জেন্‌" বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। গটিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ইতিহাস শিক্ষার জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বিসমার্কের জননী তাঁহাকে গটিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। এই সময় বিসমার্ক দীর্ঘে পূরা ছয় ফুট উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন। শরীর বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। শারীরিক সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রকারিতার জন্য তিনি তখনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; অস্ত্রক্রীড়া, অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও দৌড়ঝাঁপে সমধিক দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ভয় কাহাকে বলে, বিসমার্ক তাহা জানিতেন না। শিক্ষকদিগকে তিনি সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু ভয় করিতেন না। বিসমার্ক সদানন্দ, স্পষ্টভাষী ও উদারহৃদয় বলিয়া সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি অধিকাংশ কাল সমাজে মিশিতেন, পড়া-শুনায় ততটা মনোযোগ দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে তিনি হানোভেরীর সেনাদলে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় মারামারি ও সুরাপানের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি এই সময়ে ২৪ বার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবারমাত্র তিনি শরীরে সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন। দুষ্টামীর জন্য তিনি বহুবার কর্তৃপক্ষের দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অধিকাংশ জর্ম্মণের জীবন-গতির স্রোত ভিন্নপথে পরিচালিত হইয়া থাকে; কিন্তু বিস্‌মার্কের তাহা হয় নাই। অন্যের ন্যায় তিনি তাঁহার চিত্তের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া কয়েকটি মার্কিণ ও ইংরাজ ছাত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। গটিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ইংরাজ ও মার্কিণ ছাত্র ইতিহাস ও আইন অধ্যয়নার্থ আসিতেন। সতীর্থগণের মধ্যে শুধু মট্‌সির সহিত পরিণামেও তাঁহার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। অধিকাংশকালই তিনি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠে অমনোযোগ থাকিলেও বিস্‌মার্ক অধ্যয়নে বিরত ছিলেন না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। স্বল্পায়াসেই তিনি কোন এক বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন। মেধাবলে একবার অধীত বিষয় তিনি সহজেই মনে রাখিতে পারিতেন।

ভাষায় বিস্‌মার্কের প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছিল। আইন, সাহিত্য ও ইতিহাসে তিনি সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হেগেলের দর্শনশাস্ত্র তাঁহার চিত্তে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই জন্যই সমসাময়িক মনস্বীদিগের তুলনায় তাঁহার হৃদয় সরস ছিল। ছাত্রজীবনেই সংসার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল।

ইতিহাসপাঠে বিস্‌মার্কের প্রভূত আনন্দ জন্মিত। তিনি কখনও লেখনী চালনা করেন নাই বটে, কিন্তু উত্তর-কালে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করিবার সময় সকলেই বুঝিতে পারিত, তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান সুদূরপ্রসারী। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার তেমন আসক্তি ছিল না। তখনও জর্ম্মণীতে বিজ্ঞানের সমাদর হয় নাই।

গটিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে একবৎসর অধ্যয়ন করিবার পর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পর বৎসর মে মাসে তিনি বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এইখানেই তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'Doctor of Law' এই উপাধি লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করেন।

বাল্যকাল হইতে যে ভাবে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা চলিতে-ছিল, তাহাতে উত্তরকালে রাজনীতিকের পদে যে তিনি বৃত হইবেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা কাউণ্ট বিস্‌মার্ক বোলেন্‌ রাজসভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামরিক ও রাজকীয় বিভাগের যাবতীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত তাঁহার পারিবারিক সংস্রব ছিল। বিস্‌মার্কের প্রতিভা এবং সামাজিক অবস্থা উভয়ই তাঁহার ভাবী উন্নতির অনুকূল ছিল।

বিস্‌মার্ক প্রথমতঃ বিচার-বিভাগে নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া রাজ্যশাসন বিভাগে বদলী হন। নূতন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিস্‌মার্ক আয়লা-সেপল নগরে চলিয়া যান। কাউণ্ট আর্ণিস বইজেনবর্গ এই প্রদেশের প্রেসিডেণ্ট বা নায়ক ছিলেন। পরিণামে তিনি প্রুসিয়ার প্রধান সচিবপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কাউণ্ট আর্ণিসের সাহায্যলাভ ঘটিবে বলিয়াই বিসমার্ক আয়লা-সেপলে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পর বিস্‌মার্ককে পুনরায় বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তাহাতে বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি উত্তীর্ণও হইয়াছিলেন। যে যে গুণ থাকিলে লোকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে, বিস্‌মার্কে তাহার কোনটিরও অভাব ছিল না। তাঁহার বিচারবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া পরীক্ষকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক রাজনীতিকের কার্য্যভার-গ্রহণে সমুৎসুক জানিতে পারিয়া কাউণ্ট আর্ণিস তাঁহারই অনুরোধক্রমে বিভাগীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, যতই শ্রমবহুল এবং কঠিন কার্য্য হউক না কেন, বিস্‌মার্ককে সেই সকল কার্য্য শিক্ষা করিবার উপযুক্ত অবসর ও সুযোগ যেন দেওয়া হয়। রাজ্যপরিচালন-সংক্রান্ত সকল বিভাগের কার্য্যপ্রণালী আয়ত্ত করিতে বিস্‌মার্ক একান্ত

অভিলাষী। সুতরাং যুবক বিস্‌মার্ক সর্ব্বদাই যেন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বিস্‌মার্কের এই সৎসংকল্প দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে উপস্থিত হইলেন। বহু ইংরাজ ও ফরাসী ভদ্রলোক সস্ত্রীক অথবা একা বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিতেন। বিস্‌মার্ক ইংরাজী ও ফরাসীভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, কাজেই স্বল্পায়াসে তিনি এই সকল ভদ্র-পরিবারে মিশিয়া গেলেন। কাজকর্ম্ম পড়িয়া রহিল। তিনি বেলজিয়মে অথবা রাইন্ নদের তীরে সর্ব্বদাই শীকার অন্বেষণে অথবা ভ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। যে সময় আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, সে সময় তিনি দলে মিশিয়া নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিককাল এ ভাবে গেল না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া, তিনি ছুটীর দরখাস্ত করিলেন। আট দিনের জন্য ছুটী মঞ্জুর হইল, কিন্তু বিস্‌মার্ক চারি মাসকাল কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে দূরে রহিলেন। তার পর আবার দীর্ঘ অবকাশের জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু এ যাত্রা আর অবকাশ মিলিল না। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া অবিলম্বে কার্য্যভার গ্রহণের জন্য আদেশ করিলেন। পটস্‌ডাম্ নগরে বিস্‌মার্ক বদলী হইলেন। কিন্তু এখানেও

তিনি অধিককাল থাকিতে পারিলেন না। এত দিন তিনি সেনাবিভাগে কাজ করেন নাই; এখন বে-সরকারী সৈনিকের কার্য্যভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কয়েক সপ্তাহ পটস্‌ডাম্ নগরে অবস্থান করিবার পর তিনি ষ্টেটিন নগরে প্রেরিত হইলেন। বিস্‌মার্কের জননী তখন রোগশয্যায় শায়িতা, তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। মৃত্যুকালে বিস্‌মার্ক জননীর সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই কারণবশতঃই তিনি পটস্‌ডাম্ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সে সময়ে বার্লিন হইতে পমিরানিয়ায় যাইতে একদিন সময় লাগিত। এতদ্ব্যতীত টাকাকড়ির অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। বিস্‌মার্কের পিতা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। দিন দিন আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল যে, পরিশেষে স্কোয়েনহসেন্ পল্লীভবনের সংলগ্ন বহু জমী বিক্রয় হইয়া গেল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক মাতৃহীন হইলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাসহ পিতা স্কোয়েনহসেনে রহিলেন। দুই ভ্রাতা পমিরানিয়াস্থিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন।

সুতরাং চব্বিশ বৎসর বয়সে ওটো বিস্‌মার্ক সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহ পল্লীভবনে বসবাস করিতে লাগিলেন। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে বিস্‌মার্ক কৃতিত্ব দেখাইলেন। জমিদারী কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ

ভ্রাতৃযুগল বিনা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিন চারি বৎসর বিপুল পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারা সম্পত্তির ঋণ পরিশোধ করিলেন, অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি ঘটিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে উভয় ভ্রাতা সম্পত্তি বাটো-য়ারা করিয়া লইলেন। ওটোর ইচ্ছা ছিল, সম্পত্তির বিভাগ আরও পূর্ব্বে হইয়া যায়। কারণ, তিনি বুঝিয়া-ছিলেন, ভ্রাতার তুলনায় তিনি অধিক অর্থ সম্পত্তির উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, অথচ ভাগের সময় উভয়েরই অংশ সমান। ওটো বিস্‌মার্কের অংশে নিপফ তালুকটি পড়িল। গটিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান-কালে তিনি যে ভাবে জীবনযাপন করিতেন, সে অভ্যাস এখনও ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সর্ব্বদাই তিনি নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল ও উৎসব-ভোজের কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরিত। সুদূর নগর ও পল্লীর সকলেই তাঁহাকে 'খ্যাপা বিস্‌মার্ক' নামে অভিহিত করিত। তিনি অশ্বারোহী সেনাবিভাগে লেপ্টেনাণ্ট পদ অধিকার করিয়া-ছিলেন। সামরিক শিক্ষার সময় তিনি তাঁহার অমিত শৌর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। নদীর স্রোতে জনৈক সহিস অশ্বকে জলপান করাইবার জন্য নামিয়াছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সে প্রবল স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। বিস্‌-মার্ক সেতুর উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। সহসা এই দৃশ্য তাঁহার

দৃষ্টিপথে পতিত হইল, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়াই তিনি লম্ফপ্রদানে নদীগর্ভে পতিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গে তখন সেনানীর পরিচ্ছদ। নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া বহু কষ্টে তিনি হতভাগ্য মজ্জমান সহিসের প্রাণরক্ষায় সমর্থ হন। এই অসম সাহসিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটি পদক পুরস্কার দেন। বিস্‌মার্কের বন্ধুবর্গ তাঁহার অসাধারণ পাঠস্পৃহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বহু-বিষয়ে তিনি এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি মনস্বী স্পিনোজার যাবতীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উদারমতাবলম্বী বলিয়া বন্ধুবর্গের নিকট বিস্‌মার্ক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কার্য্য এবং মত বন্ধুগণ আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিত না।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারী হইতে যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুবহুল।

বিস্‌মার্কের হৃদয় এই সময়ে আদৌ প্রফুল্ল ছিল না। সর্ব্বদাই তিনি চঞ্চলভাবে উৎকণ্ঠিতচিত্তে থাকিতেন। নিজের মধ্যে তিনি একটা অদম্য শক্তি-সামর্থ্যের প্রভাব অনুভব করিতেন, কিন্তু উহা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র না পাইয়া তিনি ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত হইয়া গেলে বিস্‌মার্ক দেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

একবার তিনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ইহার পরবৎসর তিনি প্যারী নগরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্কের পুরাতন বন্ধু অসকার ভন্ আর্ণিসের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর বিস্মার্ক ভগিনীর নিকট যেরূপ স্নেহ-পূর্ণ মধুর পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, এরূপ পত্র সাধারণতঃ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। পত্রগুলিতে বিস্-মার্কের তদানীন্তন জীবনযাত্রার ঘটনা জানিতে পারা যায়। পত্রগুলি উদ্ধৃত করিবার স্থান এই গ্রন্থে নাই।

কৃষিকার্য্যে বিস্মার্ক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পমিরানিয়ার প্রাদেশিক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। স্কোয়েনহসেম্ যে প্রদেশে অবস্থিত, সেখানকার প্রাদেশিক সমিতিরও সভ্যপদে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কোন নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিবার সময় এই সমুদয় সমিতির সদস্যবর্গের পরামর্শ গৃহীত হইত। বিস্-মার্কের বন্ধুবর্গ এবং তাঁহার সহোদর তাঁহাকে পুনরায় রাজ-কর্ম্ম-গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, বিস্মার্ক এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইবার পর, অবশেষে বিস্মার্ক পুনরায রাজকার্য্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি "রেফারেণ্ডারে"র (আইন-পরী-ক্ষায় দুইবার উত্তীর্ণ হইবার পর জর্ম্মণরাজ্যে যাঁহারা

বিচারপতির প্রাথমিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন) কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল চাকরী করা তাঁহার ঘটিল না। উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল। শুনা যায়, একদিন বিস্‌মার্ক ছুটীর দরখাস্ত করিবার জন্য উপরিতন রাজপুরুষের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারী বিস্‌মার্ককে পার্শ্বস্থ কক্ষে এক ঘণ্টাকাল বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর যখন বিস্‌মার্ক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি অশিষ্টভাবের প্রশ্ন করিলেন, "কি চান?" বিস্‌মার্ক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আমি ছুটী লইব বলিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে বাসনা নাই, আমি কার্য্যে ইস্তফা দিব, আপনি অনুমতি দিন।" উপরিতন কর্ম্মচারী অথবা কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাঁহাদের মন যোগাইয়া চলা বিস্‌মার্কের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই সকল গুণ না থাকিলে চাকরীতে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে অসহিষ্ণুতা এবং উদ্ধতভাব ছিল। কাহারও অন্যায় আচরণ বা অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই ঘটনার পর হইতে রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালিত প্রুসীয় শাসননীতির উপর বিস্‌মার্কের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিস্‌মার্ক সন্নিহিত গ্রাম ও নগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন।

সেই সময় পমিরানিয়ায় একটা বিচিত্র ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই নূতন মতের প্রধান প্রবর্ত্তক হ্যার ভন্ থ্যাডেন্। তিনি নিপফের সন্নিহিত ষ্ট্রীগ্‌লাফ্ নামক স্থানে বাস করিতেন। বেলো-বংশের হ্যার ভন্ সেমট্ ও ভ্রাতৃ-ত্রয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। যুক্তিবাদের উপর তাঁহাদের সকলেরই নিদারুণ বিরক্তি জন্মিয়াছিল। এই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারকগণ জর্ম্মণরাজ্যে যুক্তিবাদ-ধর্ম্মের (ationtistic religion) মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। ভন্ থ্যাডেন্ এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা ইহাতে তৃপ্ত ছিলেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের ভাবমূলক প্রগাঢ় অভিব্যক্তির সন্ধান করিতেছিলেন। মনের ক্ষুধা শুধু যুক্তিবাদে মিটে না; প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। থ্যাডেন্ নিজ গৃহে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুধু যে কৃষাণ-সম্প্রদায় তাঁহার গৃহে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য সমবেত হইত, তাহা নহে; পল্লীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণও আসিতেন। লুথারের ধর্ম্মমত যাহাতে দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় এবং রাজাও সেই মতের পোষকতা করেন, ইঁহারা তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন। চতুর্থ ফ্রেডরিক্ উইলিয়ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধি-রোহণ করিলে এই মত আরও প্রবল হইয়া উঠিল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম অত্যন্ত ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে লুথারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতাবলম্বী সম্প্রদায় রাজসভায় বিশেষ প্রতিপত্তি ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক এই ধর্ম্মাবলম্বীদলের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হইলেন। তাঁহার বন্ধু মরিজ্‌ ভন্‌ ব্লাঙ্কেনবর্গ, থ্যাডেনের কন্যার পণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিস্‌মার্কও সেই সূত্রে প্রায়ই ট্রীগলাফে থ্যাডেনের ভবনে গমনাগমন করিতেন। ব্লাঙ্কেনবর্গের বিবাহ উপলক্ষে বিস্‌মার্ক হ্যানস ভন্‌ ক্লিষ্টের সহিত পরিচিত হন। পরিণামে ক্লিষ্ট বিস্‌মার্কের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

থ্যাডেনের গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত এবং ধর্ম্মকথা শ্রবণে বিস্‌মার্কের ধর্ম্মমতও দৃঢ় হইতেছিল। মাতার নিকট তিনি আদৌ ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করেন নাই। কারণ, তাঁহার জননীও যুক্তিবাদ-ধর্ম্মের উপাসিকা ছিলেন। থ্যাডেনের ভবনে সমবেত বন্ধুবর্গের সাহচর্য্য ও তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে বিস্‌মার্কের হৃদয়ে রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা সমধিক দৃঢ় হইতেছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও রাজতন্ত্রানুসারে দেশশাসন এই উভয়ের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, প্রথমতঃ তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু বিস্‌মার্ক এই উভয়বিধ ভাবের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে তিনি কোন মতেই রাজতন্ত্রমতের উপাসক হইতে পারিতেন না। বহুবর্ষ পরে তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন,—"আমি খ্রীষ্টান না হইলে সাধারণ-তন্ত্রের উপাসক হইতাম।" খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল বলিয়া

তিনি রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রতার (Socialism) পক্ষপাতী হইতে পারেন নাই। শুধু কল্পনা বা ভাবপ্রবণতার অধীন হইয়া কাজ করিবার লোক তিনি ছিলেন না। রাজসভার বাহ্য চাকচিক্য বা আড়ম্বর বিস্‌মার্ককে মুগ্ধ করিতে পারিত না। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় দৃঢ়চিত্ত লোক অত্যাচারীর শাসন মানিয়া চলিতে পারিত না। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া যদি রাজা আপনাকে ঘোষিত না করেন, তাহা হইলে তেমন রাজার রাজশক্তিকে বিস্‌মার্ক উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন। তিনি আত্মচিন্তা দ্বারা রাজশক্তির মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজার শক্তির উৎস কোথায়? হয় ভগবান্, নয় ত জনসাধারণ। যদি প্রজাশক্তি হইতে রাজশক্তির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে রাজতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালী সুবিধা বা অসুবিধা অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণের অভিমত, ভগবানের আদেশ নহে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম ফ্রঁলে পটকামার। ব্লাঙ্কেনবর্গের ভবনে এই সুন্দরীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ফ্রঁলে পটকামারের জনক-জননী অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বিস্‌মার্ক যখন এই যুবতীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন যুবতীর মাতা তনয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরেই

তাঁহার জীবনস্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। অতঃপর দেশের ইতিহাসের সহিত বিস্মার্কের জীবন-কাহিনী বিজড়িত জর্ম্মণীর উন্নতির ইতিহাস ও বিস্মার্কের জীবন-চরিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রবিপ্লব

(১৮৪৭ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ)

বিস্‌মার্ক প্রুসিয়ার রাজার অধীন প্রজা। প্রুসিয়া জর্ম্মণীর একটা অংশমাত্র। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখন জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে নাই। উহা তখন একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র ছিল। মধ্যযুগের নৃপতিগণ সমগ্র জর্ম্মণজাতির উপর কখনও স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। জাতিগত যে একতা পরিদৃষ্ট হইত, তাহা সংস্কারের আমলে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের যে নামটুকু ছিল, তাহাও রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য ভিয়েনার কংগ্রেসে জর্ম্মণ রাজনীতিকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ফ্রান্সিস্ "অষ্ট্রীয়ার সম্রাট" এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহার পুরাতন উপাধি গ্রহণে সম্মত হন নাই। এইজন্যই রাজনীতিকগণের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসানে জর্ম্মণী উনচল্লিশটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। ইউরোপের মধ্যে অষ্ট্রীয়া একটি বহুজনপূর্ণ বৃহৎ রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

অষ্ট্রীয়ার পরই প্রুসিয়া। তার পর স্যাক্সনী, হ্যানোভার, ব্যাভেরিয়া এবং উর্টেম্‌বার্গ প্রভৃতি। এই উনচল্লিশটি স্বতন্ত্র রাজ্যের বিধান ও শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সুতরাং এতগুলি রাজ্যের পরস্পর-বিরোধী শাসন-প্রণালী প্রভৃতির সমন্বয় করিয়া একই শাসননীতির দ্বারা সমগ্র সাম্রাজ্যকে পরিচালিত করা সম্ভবপর হইল না। অষ্ট্রীয়া অথবা প্রুসিয়া কেহ কাহারও আধিপত্য স্বীকার করিতে সম্মত ছিলেন না। ব্যাভেরিয়া এবং উর্টেম্‌বার্গের নৃপতি-গণও স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া কাহারও শাসনাধীন হইতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। বহিঃশত্রুর দ্বারা রাজ্য আক্রান্ত হইলে অথবা পররাজ্য হস্তগত করিবার প্রয়োজন হইলে, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিবেন, ভিয়েনা কংগ্রেসের ফলে এই মাত্র সম্ভবপর হইল। রাজ্যসমূহের যে বিষয়ে সাধারণ স্বার্থ পরিলক্ষিত হইত, সেই সব বিষয়ের মীমাংসার জন্য ডায়েট বা জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিকগণ স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে এই সমিতিতে মিলিত হইয়া স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের অভিমত প্রকাশ করিতেন। জর্ম্মণ-জাতির উপর তাঁহাদের কোন আধিপত্য ছিল না, সকলেই নিজ নিজ রাজার প্রজা। জর্ম্মণীর কোন স্বতন্ত্র সেনাদল ছিল না, আইন-কানুন ছিল না, এমন কি, ধর্ম্মমন্দির পর্য্যন্ত ছিল না। সাধারণের উন্নতিকর কোন কার্য্য জর্ম্মণীতে

তখন সম্ভবপর ছিল না। কারণ, কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির প্রত্যেক সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইত।

ভিয়েনা-কংগ্রেসে স্থিরীকৃত ব্যবস্থার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া জর্ম্মণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘটায় জর্ম্মণীতে তখন জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইতেছিল। লোকের চিত্ত যখন ভাবের প্রেরণায় পরিপূর্ণ, সেই সময় জাতীয় সমিতির অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিফলতা দেখিয়া সকলেরই হৃদয় ক্ষুব্ধ হইল। অসন্তোষবহ্নি ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, এই জাতীয় সমিতি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, ইহা দ্বারা কোনও সুফললাভের আশা নাই। শুধু লোকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই সমিতি শক্তিপ্রয়োগ করিতেই দক্ষ। প্রিন্স মেটারনিক নামক জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক সেই সময় জর্ম্মণীতে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি দেখিলেন, জর্ম্মণগণের মধ্যে জাতীয় জীবনের যেরূপ উন্মেষ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে উদার মত ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, ভবিষ্যতে ইহাতে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের স্বার্থের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। তিনি সংকল্প করিলেন, শুধু অষ্ট্রীয়ার নহে, সমগ্র জর্ম্মণীর মধ্যে এই মতের প্রচার যাহাতে বন্ধ হয়, তাহা করিতেই হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে

প্রুসিয়ার তদানীন্তন রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম মেটারনিকের চক্রান্তে মুগ্ধ হইয়া দমননীতির অনুসরণ করিলেন। অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া উভয়ে মিলিয়া জাতীয় সমিতির সদস্যগণকে বাধ্য করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা জর্ম্মণীতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তাঁহাদের মতানুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল, সমগ্র দেশে যে প্রজাতন্ত্রমূলক মতের বিকাশ হইতেছিল, তাহা তাঁহারা বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।

ইহার ফলে জর্ম্মণীতে ঘোরতর অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রুসিয়ার উপরেই লোকে খড়্গহস্ত হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মণ রাজ্যে নানারূপ অশান্তির সূত্রপাত হইল। অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া প্রাচীন প্রণালীতে তখনও রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু সমগ্র দেশের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। জর্ম্মণীর দক্ষিণাংশস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পার্লামেণ্ট দ্বারা দেশশাসন করিতে লাগিলেন। প্রুসিয়াতেও যাহাতে পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, উদারমতাবলম্বিগণ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়ার বৃদ্ধ রাজা ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র চতুর্থ উইলিয়ম যেমন পণ্ডিত, তেমনই মহৎহৃদয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বহুবিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সত্ত্বেও তিনি স্বদেশীয়গণের নবজাত কামনার সার-বত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; সে বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতিও ছিল না। রুসো ও লুই ব্লাঙ্কের পরিবর্ত্তিত রাজনীতির যাঁহারা উপাসক ছিলেন, রাজা চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সকলেই আশা করিয়াছিল, তিনি অবিলম্বে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া দেশশাসনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবেন; কিন্তু অযথা বিলম্বে সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, তখন লোকের মনে তাহার জন্য বিশেষ আনন্দ জন্মিল না।

প্রুসিয়ারাজ এইরূপে দেশমধ্যে যে শক্তির উদ্বোধন করিলেন, তাহার পরিচালন করিবার সামর্থ্য তাঁহার রহিল না। তিনি আশা করিয়াছিলেন, অভিজাত সম্প্রদায় নাগরিক এবং কৃষাণদিগের নির্ব্বাচিত সে সকল প্রতিনিধি লইয়া সমিতি গঠিত হইবে, তাহাতে তাঁহার সিংহাসন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার রাজসভায় সমবেত হইয়া সসম্মানে রাজাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে তাঁহার রাজমহিমা চরিতার্থ হইবে এবং রাজ্যের গৌরব বাড়িবে। অর্থের প্রয়োজন হইলে সভ্যবৃন্দ সমবেত হইয়া রাজার পক্ষে ভোট দিবেন, তার পর যে যাঁহার স্থানে চলিয়া যাইবেন। তখন রাজা ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি গুরুতর ভ্রম করিয়াছিলেন। জর্ম্মণজাতি বহু দিন হইতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পার্‌লামেণ্ট

পরিচালিত শাসননীতির ফলাফল সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা দেশমধ্যে উক্তরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের কামনা করিতেছিল, কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অন্যভাবে রাখিতে চাহেন। জর্ম্মণ জনসাধারণ বুঝিয়াছিল, এখন তাহারা নাবালক শিশু নহে,—তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, সমর্থ পুরুষ, নিজের দেশশাসন ও সংরক্ষণ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য তাহাদের আছে, কিন্তু রাজা তাহাদিগকে যেন দুগ্ধপায়ী শিশুর ন্যায় দেখিতেছেন। রাজা পূর্ব্বে লোকের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সমিতির প্রতিষ্ঠায় তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত হইলেন। সমগ্র জর্ম্মণীর অধিকাংশ অধিবাসী রাজার নিকট হইতে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পাইবার জন্য তাঁহার স্বাক্ষরিত ঘোষণালিপি চাহিল, কিন্তু রাজা বলিলেন, তিনি প্রজাবর্গকে স্বায়ত্ত-শাসনের দলিল লিখিয়া দিতে পারিবেন না।

রাজার বক্তৃতার সময় বিস্‌মার্ক সভায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি জনৈক সদস্যের পরিবর্ত্তে এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায়, উক্ত সদস্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া বিস্‌মার্ককে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করেন। পার্‌লামেণ্ট-প্রবেশকালে তিনি অপরিণতবয়স্ক যুবকমাত্র, কেহই তাঁহার নাম অবগত ছিল না। কোন দলে তিনি মিশেন নাই। পামিরানিয়ায় অবস্থানকালে বন্ধুবর্গের সাহায্যে

তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে যে মতের পোষণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল। উদারনীতিকগণের বক্তৃতা শ্রবণে বিস্‌মার্ক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নহেন। রাজস্বসম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বনযোগ্য, তাহার বিচার করিয়া গবমেণ্টকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, উদারনীতিকগণ রাজার ঘোষণার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশ্য, সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিয়াছিল। জমিদারগণের নিকট নগরবাসী প্রতিনিধিবর্গকে ভোটে প্রায়ই পরাজিত হইতে হইত। সাময়িক সভার অধিবেশনে তাঁহারা সমবেত হইয়া কোন বিষয়ের আলোচনা করিবেন, সে অধিকারও তাঁহাদের ছিল না। অর্থের গুরুতর অভাব বোধ না করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বাধ্য ছিলেন না। সমিতির উদারনীতিক সভ্যগণ এজন্য শুধু যে অধিকতর ক্ষমতার প্রার্থী ছিলেন, তাহাও নহে, তাঁহারা সেই ক্ষমতা রাজার নিকট দাবী করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার রেলপথ-বিস্তারের জন্য যখন রাজা ঋণগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, তখন সমিতির সভ্যগণ বলিলেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা প্রকৃত সভ্য বলিয়া এখনও পরিগণিত নহেন, কাজেই ঋণ করিতে সম্মতি দিবার অধিকার সভ্যবর্গের নাই।

বিসমার্ক ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, এবং রাজার

ব্যবহারে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, প্রুসিয়ার পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু তথাপি বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা শোভন নহে। বন্ধুভাবে রাজার নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সদস্যগণ যখন বলিলেন যে, প্রুসিয়ার জনসাধারণ বিদেশীর হস্ত হইতে দেশ উদ্ধারের জন্য রণক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পুরস্কারস্বরূপ সাধারণতন্ত্রমূলক রাজ্যশাসনের অধিকার প্রজাবর্গ লাভ করিয়াছে। এই কথায় বিসমার্ক ঘোরতর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"বৈদেশিক শক্তির অধীনতায় প্রুসিয়ানগণ কালযাপন করিয়াছিলেন, পরহস্তে দেশের স্বাধীনতা লাঞ্ছিত হইয়াছিল, প্রজাবর্গ বিদেশীর দ্বারা নিগৃহীত, পীড়িত ও অপমানিত হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা অগৌরবকর লজ্জাজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? শুধু এই স্মৃতি মনে উদিত হইলেই হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, হৃদয়ে ঘৃণা ও লজ্জার সঞ্চার হয়, তখন শুধু বিদেশীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষের সঞ্চারই হইয়া থাকে। অন্য কোন বৃত্তির বিকাশ হয় না।"

কেহ কেহ যখন বলিলেন যে, সে সময় বিসমার্ক জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাই এরূপ বলিতেছেন, তখন বিসমার্ক বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন,—

"সত্য বটে, আমি সে সময় জন্মগ্রহণ করি নাই, তদানীন্তন আন্দোলন ব্যাপারে আমি যোগ দিতে পারি নাই, সেই জন্য আমার চিত্তে নিদারুণ দুঃখ হইতেছে বটে, কিন্তু আজ আমি আপনাদের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে সে দুঃখের ভার কিছু লঘু হইয়া গেল। আমার বিশ্বাস ছিল, যে নীচ দাসত্বের বিরুদ্ধে আমার দেশবাসী যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষেত্র প্রুসিয়ার বাহিরে ছিল: কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা সত্য নহে; জন্মভূমির বক্ষের উপরেই আমরা দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। এ কৈফিয়তে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

রাজনীতিক্ষেত্রে বিসমার্কের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন —উদারনীতিক দলের নেতা জর্জ্জ ভন্ ভিস্কো। তিনি স্বাধীনচেতা, নির্ভীক এবং সাধুচরিত্র বলিয়া জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তির ফলে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। বিসমার্ক বিশবৎসরকাল এই প্রবল শক্তিমান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া পরিণামে জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন।

ভিস্কো উদারনীতিকদলের প্রধান ভরসাস্থল, ইংরেজের জাতীয় ইতিহাস তিনি নখদর্পণে রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের পার্‌লামেণ্ট মহাসভা তাঁহার আদর্শ ছিল, কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড ও প্রুসিয়ার রাজনীতিক্ষেত্র

সম্পূর্ণ বিভিন্ন-পথাবলম্বী। ইংলণ্ডের জনসাধারণ প্রাচীন রাজ-আদেশ এবং ঘোষণার দোহাই দিয়া অনেক সুবিধা পাইবার অধিকারী হইয়াছিল; কিন্তু প্রুসিয়ার রাজাই সর্ব্বময় কর্ত্তা; প্রজাবর্গের স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তি রাজার অনুকম্পার উপরই নির্ভর করে।

বিসমার্ক যদিও তাঁহার প্রতিযোগীর ন্যায় অধিক অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু এই সত্যটুকু তিনি বুঝিয়াছিলেন। নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালরূপেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রুসিয়ার যাহা কিছু সমস্যা, তাহা ইংলণ্ডের দিকে তাকাইয়া সমাধান করিতে গেলে চলিবে না। নিজের দেশের অবস্থা ও রীতিনীতি আলোচনা করিয়াই সেই সব সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা করিলেই গোলে পড়িতে হইবে। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, প্রুসিয়ায় আজ তাহা সম্ভবপর নহে। শতাব্দব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব এবং আত্মকলহের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ উইলিয়ম অয়ঞ্জের হস্তে কতিপয় সর্ত্তে রাজমুকুট সমর্পণ করিয়াছিল। উইলিয়ম তদনুসারে কাজ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নহে। আমাদের রাজার ক্ষমতা অপরিসীম, তাঁহার রাজস্বত্ব কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে। প্রজার

অনুগ্রহের ফলে আমাদের দেশের রাজা সিংহাসন অধিকার করেন নাই; ভগবানের আশীর্ব্বাদেই তিনি প্রুসিয়ার রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। আমাদের অসীম ক্ষমতাশালী, ভগবানের দ্বারা নির্ব্বাচিত, মহামান্য রাজা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে কতিপয় স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজার পক্ষে বিসমার্ক অকুণ্ঠিতচিত্তে দণ্ডায়মান হইতেন। একবার ইহুদীদিগকে কতিপয় বিষয়ে অধিকার প্রদান করিবার প্রস্তাব হয়। তাহাতে তিনি বলেন,—

"আমি ইহুদীদিগের শত্রু নহি। যদি তাহারা আমার শত্রুতাচরণে উদ্যত হয়, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে সম্মত আছি; কোন কোন বিষয়ে আমি তাহাদিগকে ভাল-বাসি, শ্রদ্ধা করি ও বহু বিষয়ে তাহাদিগকে অধিকার দিতে আমি পশ্চাৎপদ নহি; কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের ইচ্ছামত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজ্যে শাসনক্ষমতা আমি তাহাদিগকে দিতে পারিব না। ইহা আমার কুসংস্কার হইলেও তর্ক করিয়া—যুক্তির দ্বারা সে সংস্কার হৃদয় হইতে দূরীভূত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আজ যদি কোনও ইহুদী আমাদের মহামহিম শ্রীরাজার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিরূপে পরিগণিত হন এবং তাঁহার সম্মুখে আমাকে দাঁড়াইতে হয়, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই

আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, বাস্তবিকই আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। নিম্ন স্তরের জনসাধারণের সহিত এ বিষয়ে আমার মনোভাবের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নহি।"

তার পর বিসমার্ক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজ্যসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

যে রাজ্যের মূলে ধর্ম্মের সংস্রব নাই, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ তাঁহাদের নামের পশ্চাতে প্রায়ই লিখিয়া থাকেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে। আমি উহা শূন্যগর্ভ বাক্য বলিয়া মনে করি না। আমার তখনই মনে হয়, মর্ত্ত্যধামে ভগবান্ রাজার হস্তে প্রজাপালনের জন্য যে ন্যায়দণ্ড অর্পণ করিয়াছেন, নৃপতিগণ সেই দণ্ড ধারণের সময় ভগবানের দান শপথ সহকারে গ্রহণ করিতেছেন, স্বীকারোক্তিস্বরূপ ভগবানের আশীর্ব্বাদ এই বাক্যটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, খ্রীষ্টের উপদেশের অনুভূতিই রাজ্যের চরম উদ্দেশ্য। ইহুদীদিগের সাহায্যে আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। * * রাজ্যের মূল ভিত্তি—খ্রীষ্টধর্ম্ম যদি আমাদের রাজ্য হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতেই আমাদের দেশের রাজবিধান অদ্ভুত হইয়াছে, সুতরাং ভদ্রমহোদয়গণ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের অনিষ্টসাধন করিবেন না।

বিসমার্কের প্রতিযোগিগণ তাঁহার এই পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে নানারূপ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পার্লামেণ্টের কার্য্য সে বৎসরের মত সমাপ্ত হইলে, বিস্মার্ক জয়মাল্য ও প্রশংসার পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া পামেরানিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে টোরী দলের তিনি প্রধান ভরসাস্থল ও স্তম্ভ-স্বরূপ, লোকে এইরূপ মনে করিল। আগষ্ট মাসে তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিসমার্ক নবপরিণীতা ভার্য্যা সহ দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন, অষ্ট্রীয়া হইতে নবদম্পতি ইতালীতে গমন করিলেন। ভিনিস নগরে অবস্থানকালে প্রুসিয়ার রাজার সহিত বিস্মার্কের দেখা হয়। এই তরুণ রাজনীতিকের প্রশংসা পূর্ব্বেই রাজার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি বিসমার্কের সহিত কয়েকবার আলাপ করিয়াছিলেন। শীতের প্রারম্ভেই নবদম্পতি স্কোয়েন্‌হসেনে ফিরিয়া আসিলেন। উভয়ে তখন রাজ-নীতির সকল-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চিন্তচিত্তে পল্লীভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মার্ক দেশের সেবায়, সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া পল্লী-লক্ষ্মীর অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে রাজনীতির রণক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর দেশের

সেবা করিবার পর তবে তিনি বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে প্যারী নগরীতে রাষ্ট্রবিপ্লব আবির্ভাব হয়। অত্যল্পকালমধ্যেই এই রাষ্ট্রবিপ্লবের উত্তালতরঙ্গ জর্ম্মণীকেও ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বিস্মার্ক প্রথমতঃ শুনিতে পাইলেন যে, জর্ম্মণ দেশের দক্ষিণাংশে ঘোরতর অশান্তি ঘটিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ আসিল, ড্রেস্‌ডেন্‌ এবং মিউনিকের অবস্থা শোচনীয়। কয়েক দিবস পরে সংবাদ রটিল, অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরেই রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। অষ্ট্রীয়ার পরই প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝটিকা প্রবাহিত হইল। রাজা অঙ্গীকার করিলেন, প্রজাবর্গকে কোন কোন বিষয়ে শাসনাধিকার দিবেন। কিন্তু সাধারণ-তন্ত্র-প্রতিষ্ঠাকামী জন-সাধারণ তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। রাজপথে প্রজা ও রাজসেনাদলের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধিল। রাজা জনসাধারণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সেনাদলকে নগরসীমা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। প্রুসিয়ারাজ দুর্গমধ্যে বন্দীর মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। জনতা তাঁহার উদ্দেশ্যে নানারূপ অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রাজা নীরব রহিলেন। রাজভ্রাতা নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজ্যের বাহিরে প্রেরিত হইলেন; জনসাধারণ তখন উন্মত্তবৎ। উক্ত সংবাদ শ্রবণে তাহারা

যেরূপ উত্তেজনা ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। মুদ্রাযন্ত্র তখন স্বাধীন। সংবাদপত্র তখন যথেচ্ছ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ কে পালন করিবে? স্বাধীন জর্ম্মণী—রাজতন্ত্রতার পাশ-বিমুক্ত জর্ম্মণী, তখন জয়োল্লাসে বিভোর; খণ্ড খণ্ড রাজ্য তখন প্রজাতন্ত্রতার বন্ধনে এক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গতিরোধ করিবে কে? বহু দিনের ঈপ্সিত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। এখন সমগ্র জর্ম্মণী এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে, একই রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহারা সম্মিলিত শক্তি লাভ করিয়াছে, এখন তাহারা ইংলণ্ড ও ফ্রন্সের সমকক্ষ। আজ তাহারা মুক্ত—স্বাধীন,শীঘ্রই তাহারা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিবে। জনসাধারণের এই মতে বিস্‌মার্ক কিন্তু সায় দিতে পারিলেন না। তিনি রাজতন্ত্রতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, যে রাজতন্ত্রতাকে তিনি সমধিক শ্রদ্ধা করেন, সর্ব্বদোষ সত্ত্বেও দেশের যে রাজাকে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পুষ্পচন্দনে মনে মনে পূজা করিয়া থাকেন, আজ সেই রাজতন্ত্রতা ধূলি-ধূসরিত, সেই রাজা লাঞ্ছিত, অপদস্থ হইতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রে পরাজিত হইলে সে অপমানের প্রতিশোধ দিবার অবকাশ পাওয়া যায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা তো সেরূপ নহে। এ শত্রু যে তাঁহারই স্বদেশবাসী। প্রুসিয়ার প্রজাগণই আজ ইউরোপের

সমক্ষে তাহাদের রাজাকে বিদ্রূপভাজন, হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। এই ত সে দিন তিনি রাজা ও প্রজার সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। রাজার প্রতি প্রজার বিশ্বাস যাহাতে অবিচলিত থাকে, সে সম্বন্ধে কত কথা—কত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; সে বিশ্বাস কি আর ফিরিয়া আসিবে না? বহু রাজসৈন্য ও প্রজার শোণিতপাত হইয়া গিয়াছে; এখন রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে কি? দেশের অগৌরব—অপযশ, সে ত তাঁহার নিজেরই অপযশ। ক্রোধে, ক্ষেভে বিস্মার্ক অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

দুইটিমাত্র চিন্তা বিস্মার্কের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম চিন্তা—রাজাকে সাহস ও উৎসাহদান। দ্বিতীয় চিন্তা,—যাহাদের জন্য দেশে এই ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাদিগকে রীতিমত শাস্তিপ্রদান। রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব বা সহানুভূতি নাই। অবিলম্বে তিনি রাজাকে সেই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে তাঁহার রাজভক্তি ও রাজ-প্রেম উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজা বুঝুন, এখনও তাঁহার পক্ষে এমন লোক আছে, যাঁহাদের প্রতি তিনি নির্ভর করিতে পারেন—বিশ্বাস করিতে পারেন। শুনা যায়, বিসমার্কের উক্ত পত্রখানি রাজা তাঁহার টেবিলের

উপর খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। পত্র লিখিবার পর বিস্মার্ক বার্লিনে চলিয়া গেলেন। প্রয়োজন হইলে তিনি রাজার জন্য অস্ত্রধারণেও পরাঙ্মুখ হইবেন না, এই সংকল্প তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন, রাজা নিরাপদে আছেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রুসিয়া অতঃপর জর্ম্মণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইল, রাজা এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, প্রুসিয়ার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

পটসডাম নগরে বিসমার্ক রাজসভার পূর্ব্বতন বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষণ্ণচিত্তে নৈরাশ্যভাবে প্রপীড়িত হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছেন। রাজা নিজেই যখন তাঁহাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন রাজতন্ত্রতা রক্ষার আর উপায় কোথায়? কেহ কেহ রুস-সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি প্রুসিয়ান সেনাদলের পরিচালন করিয়া রাজতন্ত্রতা রক্ষার জন্য প্রুসিয়ায় আসিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রয়োজন হইলে রুস-সম্রাট প্রুসীয় সেনাদল সহ প্রুসিয়ার রাজারও বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিসমার্কের পুরাতন বন্ধু কাউণ্ট আর্ণিস তখন উদারনীতিক দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। দিনেমারগণের বিরুদ্ধে সেল্‌সউইল্‌হলষ্টনের জনসাধারণ বিদ্রোহ-ঘোষণা

করিয়াছিল, তাহাদিগের সাহায্যার্থ প্রুসীয় সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রুসীয় মন্ত্রি-সভা মন্ত্রণা করিতেছিলেন। পোল্যাণ্ডবাসীদিগকে এ বিষয়ে তাঁহারা উৎসাহদানেও পশ্চাৎপদ হন নাই। বিস্‌মার্ক রাজার জন্য একা দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি স্কোয়েন্‌হসেনে ফিরিয়া গিয়া রাজভক্তি-মূলক এক আবেদনপত্র লিখিলেন। তাহাতে লোকের স্বাক্ষর করাইয়া লইবার জন্য—রাজাকে আশ্বাস দিবার জন্য বিস্‌মার্ক যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করিলেন না। তার পর তিনি বার্লিন নগরে ফিরিয়া গেলেন। রাজা প্রজাবর্গকে যে অধিকার সম্প্রতি দিয়াছেন, তজ্জন্য রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য তখন বার্লিনবাসিগণ এক সভার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। বিস্‌মার্ক একা তাহার প্রতিবাদ করিলেন।

বার্লিনের অবস্থা তখন ভীষণ। নবগঠিত জাতীয় রক্ষি-সেনাদল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নগরমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। ভদ্রবেশে কোন ব্যক্তি তখন রাজ-পথে বাহির হইতে সাহস করিতেন না। বহু পোলাণ্ডবাসী বিপ্লবকারী নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা অনেকেই সম্প্রতি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রাজধানীতে তখন বিশৃঙ্খলা বিরাজিত; সাধারণতন্ত্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট।

বিস্মার্ক উপায়ান্তর না দেখিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীন্তন গবর্মেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। মাসের পর মাস চলিয়া গেল। ক্রমশঃ বার্লিন নগরে ঘোরতর অরাজকতা জন্মিল। গবর্মেণ্টের শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। বিসমার্ক দেখিলেন, এই উত্তম অবসর! এখন তাঁহার বক্তব্য যদি জনসাধারণমধ্যে প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিণামে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। বিস্মার্ক কতিপয় বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া শ্বশুরালয়ে একটি সভার অনুষ্ঠান করিলেন। বার্লিনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। জাতীয় সমিতির কার্য্যের প্রতিবাদ করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সমিতিতে রক্ষণশীলদলের কথা দূরে থাকুক, মধ্যপথাবলম্বীরাও কোন কথা বলিবার অবকাশ পাইতেন না। কোন কথা বলিতে উদ্যত হইলেই জনসঙ্ঘ তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিত। কাজেই জাতীয় সমিতিতে রক্ষণশীলদলের কোনও সদস্য যোগদান করেন নাই। তাঁহারা একে একে বিস্মার্কের প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির সদস্য হইলেন। বিস্মার্ক দেখিলেন, তাঁহাদের মতের প্রচার করিতে হইলে সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য যথাযথরূপে সম্পাদিত হইবার নহে। তখন নূতন প্রুসীয় গেজেট বা ক্রিউজ জিটংএর

আবির্ভাব হইল। বিস্‌মার্ক প্রায়ই এই সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন।

উদারনীতিকগণ রক্ষণশীলদলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ইঁহারা রাজতন্ত্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে মত প্রচার করিতেছেন। রক্ষণশীলদলের মুষ্টিমেয় সদস্য রাষ্ট্রবিপ্লবের ভীষণ যুগে সাহসসহকারে আপনাদের মত প্রচার করিতে কার্য্যক্ষেত্রে যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। অবৈধ উপায়ে সেই মত প্রচার না করিয়া বিধিসঙ্গতভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া ভালই হইয়াছিল। তাঁহাদের ব্যবহারে দেশের লোক বুঝিতে পারিল যে, দেশের অভিজাতসম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান। তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে ভীত—অবসন্ন নহেন। রাজা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহারা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তখন রক্ষণশীলদলের আবির্ভাবের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।

প্রথমতঃ তাঁহাদের তাদৃশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইল না। কারণ, রাজার সহায়তালাভ না ঘটিলে রক্ষণশীলদল রাজতন্ত্রতার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সফল-মনোরথ হইতে পারেন না। রাজা তখনও উদারনীতিকগণের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিস্‌মার্ক এই সময়ে প্রায়ই রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময় তিনি প্রায়ই রাজা এবং সপক্ষদলের মনে বক্তৃতার দ্বারা সাহসসঞ্চার করিলেন।

কিন্তু তাঁহার পরামর্শ শীঘ্র সুফল প্রসব করিল না। রাজা সহসা তাঁহার প্রস্তাবানুসারে কোন কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না। শরৎকালের প্রারম্ভে বার্লিনের উন্মত্ত জনতা অস্ত্রাগার আক্রমণ করিল। তখন রাজার এমন অবস্থা যে, রাজ্য-সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তাঁহার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। তিনি উদারনীতিকদলের ক্রীড়নক মাত্র! সেনাদলের সামরিক কর্ম্মচারিগণ নব পার্‌লামেণ্টের নিয়মাধীন থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মন্ত্রিসভায় এক নূতন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল। উক্ত অসন্তুষ্ট সামরিক কর্ম্মচারিগণ সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন। প্রুসিয়ার অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় ভিয়েনায় একটা ঘটনা সংঘটিত হইল। অষ্ট্রীয় সেনাদল সহসা ভিয়েনা নগর অবরোধ করিয়া সামরিক আইন জারী করিল। তাহারা বলপূর্ব্বক রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের শাসন-ক্ষমতাকে পদদলিত করিল। প্রজাতন্ত্রমূলক গবর্মেণ্ট বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। এই ঘটনা দেখিয়া প্রুসিয়ার রাজারও হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনিও অষ্ট্রীয়ার ন্যায় প্রজাতন্ত্রমূলক গবর্মেণ্টের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। বিস্‌মার্কের পরামর্শানুসারে রাজা মন্ত্রিনির্ব্বাচন করিলেন। তাঁহাদের উপরেই কার্য্যভার সমর্পিত হইল। তন্মধ্যে রাজার জনৈক খুল্লতাত কাউণ্ট ব্রাণ্ডেনবার্গ এবং ওটো ভন মানটিউফেল উল্লেখযোগ্য। বিসমার্ক স্বয়ং

নির্লিপ্ত থাকিয়া ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গকে নানারূপে উৎসাহিত করিতেছিলেন। লিওপোল্ড ভন্ গালিক্ রাজার নিকট বিস্‌মার্কের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকেও অন্যতম মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা বলিয়াছিলেন, বিসমার্ক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। এখন নহে—পরে তাঁহাকে কাজে লাগিবে। বিস্‌মার্কের বক্তৃতার ভাষা একবার শুনিলেই লোকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। স্যাক্‌সনীর সচিব কাউণ্ট বিউষ্ট এই সময় বার্লিনে ছিলেন। বিস্‌মার্কের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অষ্ট্রীয়ার সাধারণতন্ত্রের নেতা রবার্ট ব্লমের প্রতি অষ্ট্রীয়া গবর্‌মেণ্টের অপরিণামদর্শিতার নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, "রবার্ট ব্লমকে হত্যা করিয়া অষ্ট্রীয় গবর্‌মেণ্ট অত্যন্ত অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।" তাহাতে বিস্‌মার্ক উত্তর করিলেন, "আপনারই ভ্রম হইতেছে। আমি শত্রুকে আমার কবলগত হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলি।"

বিস্‌মার্কের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। প্রুসিয়ার রাজা তাঁহার পরামর্শানুসারে মন্ত্রিদল গঠন করিলেন। কাউণ্ট ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলেন। প্রুসীয় সেনাদল ব্যাঙ্গেনের অধীনতায় পুনরায় বার্লিনে প্রবেশ করিল। বার্লিন নগর অবরুদ্ধ হইল। তখন ব্রাণ্ডেনবার্গ নগরে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু সমিতির

সদস্যগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন সভাস্থল হইতে সকলকে বলপূর্ব্বক বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। ব্রাণ্ডেনবার্গ নগরের অধিবেশনে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না থাকায় সভার কার্য্য স্থগিত রহিল। তখন রাজা নিজের আদেশে নূতন সভার আহ্বান করিলেন। সেনাদল তাঁহার সহায়তা করিল। তখন বিনারক্তপাতে রাজা তাঁহার পূর্ব্বক্ষমতা লাভ করিলেন। বিস্মার্ক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। তিনি রাজাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছিলেন,—"সাহস প্রকাশ ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।"

বিস্মার্ক নবগঠিত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। ওয়েষ্টহেভেল জেলার পক্ষ হইতে তিনি সভায় স্থান পাইলেন। তিনি বিপ্লবপন্থী দলের প্রতিযোগিতায় কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। বর্ত্তমান সমিতির সদস্যগণের মধ্যে চরমপন্থী দল তখনও বিশেষ প্রবল ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, "বার্লিননগরকে এখন আর অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ১৮ই মার্চ্চ তারিখের রাষ্ট্রবিপ্লবে যাহারা যোগদান করিয়াছিল এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সকল রাজনীতিক অপরাধীকে রাজা ক্ষমা করুন। এই মর্ম্মে ঘোষণা-লিপি প্রচারিত হউক।" বিস্মার্ক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, "এখনও ক্ষমা প্রকাশের অবসর ঘটে নাই। উভয়

পক্ষের বিরোধের—সংঘর্ষের সমাপ্তি এখনও হয় নাই।" তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "প্রুসীয় সেনাদল হইতে যতটুকু অনিষ্টের আশঙ্কা, স্বাধীনমত প্রকাশের সময় অস্ত্রধারী জনসাধারণের দ্বারা তদপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি ও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অপরাধীকে ক্ষমা করিবার অধিকার সমিতির সদস্যবর্গের নাই। এক রাজাই সে ক্ষমা প্রকাশ করিতে পারেন। বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রকাশ করিলে প্রজাবর্গ আইনের ভয় রাখিবে না। তাহারা ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।"

এ সম্বন্ধে বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা-শ্রবণে সভাস্থ সকলেই বিস্‌মার্ককে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা অচিরে সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ২২শে মার্চ্চ তিনি বক্তৃতা করেন। পরদিন নোভায়ার যুদ্ধ শেষ হয়। ইতালীর দেশহিতৈষীদিগের শেষ আশা সেই যুদ্ধে সমাধিলাভ করিয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরে অষ্ট্রীয় সেনাদল লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগকে পরাজিত করিয়া বিপ্লবপন্থী দলের নেতৃবর্গকে উপযুক্ত শিক্ষা ও শাস্তি দিয়াছিল। রুস-সম্রাটের প্রেরিত সেনাদলের সাহায্যে অষ্ট্রীয়ার নবীন নরপতি হঙ্গেরীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রুসীয় সেনাদল স্যাক্সনী ও বেডেনের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যর্থ হইয়া গেল,

তাহার ফলে সামরিক শক্তির প্রভুত্ব বাড়িয়া গেল, কঠোর শাসনে দেশবাসী নিপীড়িত হইতে লাগিল। বিদ্রোহের অবসানে সর্ব্বত্র এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

প্রুসিয়ারাজ সংযতভাবে স্বরাজ্যে স্বীয় ক্ষমতার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অন্যত্র যেরূপ কঠোর শাসননীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, তিনি সেরূপ করেন নাই। দেশমধ্যে দলাদলি ও সংঘর্ষ ছিল বটে, কিন্তু কোন পক্ষই রাজবিধানের সীমা লঙ্ঘন করিতেন না।

ভন্ গার্লাক এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ সামরিক দলের নেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া একটা স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়াছিলেন। প্রুসিয়ার রাজার কনিষ্ঠ সহোদর প্রিন্স চার্লস্ ফ্রেডারিক সেই দলের নেতা ছিলেন। তাঁহারা পার্লামেণ্টের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারমূলক রাজতন্ত্রতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে বিস্মার্ক গবর্মেণ্টের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কৃষককুল অনেক স্থলে 'চাক্রাণ' মতে জমীদারের জমী ভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রুসিয়া-রাজ্যের অনেক স্থলে ভূস্বামিগণ প্রজাবর্গের মধ্যে জমী বিলি করিয়া দেন,তাহারা জমীর কিছু কিছু খাজনাও দেয় এবং প্রয়োজন হইলে জমীদারের কার্য্য করিয়া থাকে। গভর্মেণ্ট প্রস্তাব করিলেন যে, ভবিষ্যতে কৃষকেরা জমীদারকে এরূপভাবে খাজনা

দিবে না এবং ভূস্বামীর কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে চাকরাণভোগী কৃষকগণ তাঁহাদের কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে না। বিসমার্ক এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া যুক্তি দ্বারা দেখাইলেন যে, এরূপ প্রস্তাব ন্যায়ানুমোদিত নহে। প্রুসিয়ার ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অন্যায় আক্রমণ হইতেছে বলিয়া তিনি প্রমাণ সহকারে দেখাইলেন যে, প্রুসিয়া-রাজ্য এই অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত এবং দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। দেহের শোণিতপাত করিয়া প্রুসিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় প্রুসিয়ার রাজসিংহাসন গঠিত করিয়াছেন। ইঁহারা স্বাধীনতার বিরোধী নহেন। রাজ্যরক্ষায় তাঁহারা প্রধান সহায়। দেশের লোক যেন ভ্রমে পড়িয়া স্বদেশ-হিতৈষণার সহিত উদারনীতির খিচুড়ী পাকাইয়া না বসেন। এতদুভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাজ্যের রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাহারা অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে? প্রুসীয় অভিজাত-সম্প্রদায় প্রাণপাত করিয়া চেষ্টা না করিলে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা পাইত কি? সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর অভিজাত-সম্প্রদায়ের নাবালক বংশধরগণ সেনানায়কের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। রাজ্যের কল্যাণার্থ অভিজাত-সম্প্রদায়ের সমর্থ, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন

কাজেই বংশের শিশুরাই সেনানায়ক হইয়াছিল। অভিজাত-সম্প্রদায়ের যে সকল বিশেষ অধিকার ছিল, তাঁহারা তাহাতে বঞ্চিত হইলেও প্রজাতন্ত্রশাসনানুরাগীদিগের ন্যায় দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। রাজ্যের প্রতি, রাজার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হয় নাই। তাঁহারা চিরকালই রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, রাজার যথার্থ হিতচিকীর্ষু ছিলেন।

তাঁহার বক্তৃতার যুক্তির গভীরতা শত্রু মিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। সকল সমাজের, সকল স্তরের, সর্ব্ববিধ দলের লোকের সহিত তিনি অসঙ্কোচে মিশিতেন। দম্ভ বা অহঙ্কার তাঁহাতে অত্যল্পই পরিদৃষ্ট হইত। বিরুদ্ধদলের লোকের সহিত দেখা হইলে তিনি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তৎসম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। একদা কোনও সাধারণ ভোজনাগারে প্রজাতন্ত্রপক্ষের বিশিষ্ট চরমপন্থী নেতা ইষ্টারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে থাকেন। সহসা ইষ্টার প্রস্তাব করেন যে, "একটা সর্ত্ত হউক, রাজনীতিক সংঘর্ষে যে পক্ষই জয়লাভ করুক না কেন, পরস্পর পরস্পরের জীবন রক্ষা করিবেন। যদি প্রজাতন্ত্রাবলম্বীরা জয়লাভ করেন, বিস্মার্কের প্রাণদণ্ড হইবে না। আর যদি রাজতন্ত্রাবলম্বিগণ জয়-মাল্য লাভ করেন,তাহা হইলে ইষ্টারকেও

যেন ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিতে না হয়।" বিসমার্ক উত্তরে বলিলেন, "না, তাহা হইবে না। যদি আপনার দল প্রাধান্ত লাভ করে, আমার জীবনধারণের কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ, সেরূপ জীবন-রক্ষার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আর যদি আমরা জয়লাভ করি, আপনাকে ফাঁসী দিতে ভুলিব না; কিন্তু তাই বলিয়া ফাঁসীর সময় শিষ্টাচারও বিস্মৃত হইব না।"

বিসমার্কের বক্তৃতাশক্তি তেমন ওজস্বিনী ছিল না। বক্তার যে সকল বাহ্য গুণ থাকা দরকার, তাঁহার তাহা ছিল না। তাঁহার শরীর যেরূপ বলিষ্ঠ ছিল, কণ্ঠস্বর তেমন ছিল না। তাঁহার কথা বহু দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইত না। তাঁহার তর্কশক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। বিসমার্কের বক্তৃতাগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হওয়ায় জর্ম্মণীর সাহিত্যের একাংশ পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বিষয়টিকে তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে এমন উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেন যে, কাহারও বুঝিতে আর বিন্দুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না। ভাষার ভঙ্গীই বা কি বিচিত্র! বাস্তবিক যত দিন জর্ম্মণভাষা পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে, বিস্মার্কের প্রবন্ধগুলি তত কাল ভাষাসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা

[১৮৪৯ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ]

বিস্‌মার্ক শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতির সংস্কার লইয়াই সময়াতিপাত করিতেন না; পররাষ্ট্র-নীতির পর্য্যালোচনাও করিতেন। পররাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রুসীয় গবর্মেণ্ট কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধেও বিস্‌মার্ক অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিস্‌মার্কের মৌলিক চিন্তাশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

জর্ম্মণীর রাষ্ট্রবিপ্লবের দুইটি দিক্ ছিল। উদারনীতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রবিপ্লবকারিগণ জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠাকল্পেই সমধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। ক্ষমতাশালী গবর্মেণ্টের সাহায্যলাভে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জগতের কাছে এতটা হেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফরাসী, ইংরাজ এবং রুসগণের ন্যায় তাঁহারা জাতীয় শক্তির সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের সাহায্যলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন একটি শাসনশক্তির প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যাহাকে সমগ্র জর্ম্মণ-দেশ সম্মান ও ভয় করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের গবর্মেণ্টের অনুমোদনক্রমে বিধাননির্দ্দেশকরী সমিতি ফ্রাঙ্কফোর্টে বসিয়া বিগত ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই বিষয়ের আলোচনায়

ব্যাপৃত ছিল। ভিয়েনা-কংগ্রেসের বৈঠকে রাজনীতিকগণ যে কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সমিতির সদস্যগণ কি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন? কার্য্যসিদ্ধির পথে তিনটি গুরুতর বিঘ্ন ছিল। প্রথম বাধা ——প্রজাতন্ত্রাবলম্বী সম্প্রদায়। তাহারা প্রজাতন্ত্রতা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার শাসননীতির প্রতিষ্ঠার অনুকূল মতাবলম্বী নহে। সমগ্র জর্ম্মণ জনসাধারণের মধ্যে তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে স্বমতপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সমুদয় বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা ক্রমশঃ দমিত হইল। সমিতিতে তাহাদের দল কোন প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিঘ্ন অষ্ট্রীয়াকে লইয়া। জর্ম্মণীর খানিকটা অংশ অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র জর্ম্মণী লইয়া যদি নূতন রাজ্য সংগঠন করিতে হয়, তাহা হইলে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের মধ্য হইতে তাহার একাংশ বাহির করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু অষ্ট্রীয়গবর্মেণ্ট এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন; অধিকন্তু নূতন নিয়মাবলী ঘোষণা করিয়া অন্যান্য প্রদেশকে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্টস্থিত সমিতির সদস্যগণ অষ্ট্রীয়া-সম্রাটকে এ বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশসমূহকে বাদ দিয়া জর্ম্মণীর বাকী অংশগুলি লইয়া একটা নূতন রাজ্য গঠন করিবার চেষ্টা

করিলেন। তখন একটা প্রশ্ন উঠিল, অষ্ট্রীয়া কি এ ব্যাপারে অনুমোদন করিবেন? নবগঠিত জর্ম্মণী—যাহাতে অষ্ট্রীয়ার কোন সম্বন্ধ নাই—এমন জর্ম্মণ-রাজ্যগঠনে অষ্ট্রীয়া কি আপত্তি করিবেন না? এ কার্য্যে বাধা দিবার শক্তি যদি তাঁহার থাকে, তাহা হইলে কখনই তিনি ইহা সংগঠিত হইতে দিবেন না। তৃতীয় বিঘ্ন—নবগঠিত রাজ্যে গবর্মেণ্টের সহিত ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র রাজ্যের গবর্মেণ্টের সম্বন্ধ তখন কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে? ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতা কি হ্রাস হইবে না? এত দিন ধরিয়া স্ব স্ব রাজ্যে তাঁহারা অখণ্ডপ্রতাপে স্বরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। নবগঠিত জর্ম্মণীর গবর্মেণ্টের হস্তে কোন কোন বিষয়ের ক্ষমতা নিশ্চয়ই অর্পিত হইবে, তাহা হইলে প্রত্যেক রাজ্যের কর্ত্তাদিগের সেই সেই বিষয়ের ক্ষমতা হ্রাস পাইবেই। এ সমস্যা দূরীভূত হইবার উপায় কি? জাতীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাব করিলেন, প্রজা-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া, বিদ্রোহ এবং বিপ্লব বাধাইয়া রাজন্যবর্গকে নবগঠিত বিধানের অনুবর্ত্তী করিতে বাধ্য করা হউক। এ কার্য্যে শুধু একটি শক্তির সাহায্য পাইলেই সমাধা হইবে। সে শক্তি প্রুসীয় সেনাদল। প্রুসিয়ার রাজা কি এ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন?

জর্ম্মণ সমিতির নববিধান ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পরিণতি প্রাপ্ত হইল। সমিতির প্রেসিডেণ্ট বা নায়ক বহু

চেষ্টা এবং কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, নূতন জর্ম্মণীর একজন বংশানুক্রমিক সম্রাট থাকিবেন। তিনি বংশপরম্পরানুক্রমে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড পরিচালন করিবেন। সদস্যবর্গ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তখন স্থির হইল, প্রুসিয়ার রাজাকে প্রথম জর্ম্মণ-সম্রাট-পদে নিয়োজিত করা হইবে। এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে বার্লিন নগরে সমিতির প্রতিনিধি প্রুসিয়ারাজকে জর্ম্মণীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রস্তাব লইয়া উপনীত হইলেন। রাজার উত্তরের উপর জর্ম্মণীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল। এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেই প্রুসিয়ারাজ বিপ্লবপন্থী দলের নেতার স্থান অধিকার করিবেন। তখন অন্যান্য রাজাকে নূতন বিধানমতে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইত। প্রয়োজন হইলে অষ্ট্রীয়ার সহিত তাঁহার এজন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেও হইত। সমিতির এই প্রস্তাব তিনি যদি পরিগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে শুধু প্রুসিয়া নহে, পার্‌লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে তিনি সমগ্র জর্ম্মণীর শাসনদণ্ড পরিচালনের অধিকারী হইতেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি প্রতিনিধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন যে, জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ লইয়া সে সমিতি গঠিত, তাহার সদস্যবর্গ তাঁহাকে জর্ম্মণ-সম্রাট উপাধি প্রদান করিতে পারেন না—

তাঁহাদের সে অধিকারই নাই। সমতুল্য রাজা অর্থাৎ জর্ম্মণীর রাজগণ যদি আজ তাঁহাকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিতেন, তবে তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

প্রুসিয়ার পার্লামেণ্টে রাজার এই অভিমত লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিল। সদস্যবর্গ রাজার নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে, ফ্রাঙ্কফোর্টস্থিত সমিতির সম্রাট উপাধি অর্পণ করিবার অধিকার আছে; রাজা উক্ত সমিতির প্রস্তাব পরিগ্রহণ করুন। এই সময়ে বিস্মার্ক কার্য্যক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দলে স্বল্পসংখ্যক লোক হইলেও তিনি সাহসে ভর করিয়া প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইলেন। রাজা ফ্রাঙ্কফোর্টস্থিত সমিতির প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন কি না করিবেন, এ বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার প্রুসিয়ার সমিতির সদস্যগণের নাই বলিয়া তিনি বহু যুক্তি অবতারণা করিলেন।

বিস্মার্ক দেখিলেন যে, প্রুসিয়ার রাজা যদি সমিতির প্রস্তাব অনুসারে জর্ম্মণ-সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্যবর্গের মতানুসারে চলিতে হইবে। তাহা হইলে রাজার স্বাধীন কার্য্যকরী শক্তি আর থাকিবে না। পদে পদে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের বিধান মানিয়া চলিতে হইবে। বিস্মার্ক প্রুসিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার একমাত্র মন্ত্র ছিল, "প্রুসিয়া প্রুসিয়াই থাকিবে।" ফ্রাঙ্কফোর্ট

পার্‌লামেণ্টের প্রদত্ত রাজমুকুট অত্যন্ত মহার্ঘ ও উজ্জ্বল প্রভাময় বটে ; কিন্তু প্রুসিয়ার স্বর্ণ-মুকুট ভাঙ্গিয়াই তাহা নির্ম্মিত হইবে।

বিস্‌মার্কের বক্তৃতার পর প্রুসিয়া জর্ম্মণীর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের গবর্মেণ্টকে পরামর্শসভায় আহ্বান করিলেন। নূতন করিয়া সকলে ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক কাজ করিবেন, প্রুসিয়ার রাজার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজা হ্যারভন রাডোইজকে মন্ত্রিপদে নির্ব্বাচন করিলেন। রাডোইজ অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেমন সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শী, তেমনই সুপণ্ডিত ছিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্‌লামেণ্টে তিনি রক্ষণশীলদলের নেতা ছিলেন।

বিস্‌মার্ক কিন্তু প্রথমাবধিই এই নূতন মন্ত্রী রাডোইজকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রাষ্ট্রবিপ্লবকে বিস্‌মার্কের ন্যায় রাডোইজ ঘৃণা করিতেন বটে, কিন্তু এই উভয় রাজনীতিকের চরিত্রের সম্পূর্ণ পার্থক্য ছিল। রাডোইজ নীতিপ্রভাবে জর্ম্মণীর সংস্কার করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক ভাবিতেন, তাহা সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু রাডোইজ যেরূপ পণ্ডিত এবং চতুর রাজনীতিক, তাহাতে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য নহে। এজন্য বিস্‌মার্কের দৃঢ়ধারণা জন্মিয়াছিল, রাডোইজ যে প্রণালীতে

কাজ করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ প্রুসিয়ার ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রুসিয়ার উন্নতি এবং মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল। যাহাতে প্রুসিয়ার মঙ্গল ও উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই, সে বিষয়ে বিস্‌মার্ক সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ প্রভৃতি রাজ্যকে তিনি বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দেখিলেন, যে প্রণালীতে কাজ হইতেছে, তাহাতে কালে প্রুসিয়ার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে। প্রুসিয়ার রাজা পরিণামে পার্‌লামেণ্টের ক্রীড়নক মাত্র হইবেন। প্রুসিয়ান্‌গণ তখন আর শুধু প্রুসিয়ার অধিবাসী থাকিবে না; তাহারা জর্ম্মণ বলিয়া জনসমাজে আত্মপরিচয় দিবে। ইহাতে বিস্‌মার্কের ঘোরতর আপত্তি ছিল। আমরা প্রুসিয়ান্‌, প্রুসিয়ান্‌ই থাকিব, এই তাঁহার একমাত্র মন্ত্র। বিভিন্ন রাজ্য সম্মিলিত হইয়া যুক্ত-জর্ম্মণ সাম্রাজ্য হয়, এই মতের সহিত বিস্‌মার্কের আদৌ সহানুভূতি ছিল না।

তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, বর্ত্তমানে প্রুসিয়ার পূর্ব্বপ্রচলিত বিধান ও রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ভাবে প্রুসিয়াকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে—তাহাকে প্রজাশক্তির অধীন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে প্রুসিয়ার সর্ব্বনাশ হইবে। নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইলে, প্রুসীয় গবর্মেণ্টের কোন স্বাতন্ত্র্য, কোনও ক্ষমতা থাকিবে না। পরিণামে প্রুসিয়ার গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক

সমিতির ন্যায় ক্ষীণ-বীর্য্য হইয়া পড়িবে। তখন প্রুসিয়ারাজ্য ও মন্ত্রিসভাকে পার্‌লামেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রুসীয় পার্‌লামেণ্টের স্কন্ধে যে গুরুতর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যভার অর্পণ করা আছে, তাহা তখন জর্ম্মণীর সাধারণ পার্‌লামেণ্টের অধিকারে চলিয়া যাইবে—মোট কথা, প্রুসিয়ার ভবিষ্যৎ গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। প্রুসিয়ার রাজার কোনও প্রভাবই তখন থাকিবে না। তখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জর্ম্মণীর পার্‌লামেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজাকে চলিতে হইবে, তখন আপত্তি করিলে চলিবে না। এমন কি, প্রুসিয়ার এই বীর সেনাদলও তখন শুধু প্রুসিয়া রাজ্যের অধীনতায় থাকিবে না। যদি সর্ব্বস্বই গেল, তবে এরূপ নীতি অবলম্বনে প্রুসিয়ার কি লাভ হইল ?

রাডোইজ যে নীতি অবলম্বন করিতে বাসনা করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইতে চলিল। চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ যেরূপ শত্রুবৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাতে সকলের সহিত বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিবার মত শক্তি প্রুসিয়ার ছিল না। প্রুসিয়ার প্রস্তাবে অন্যান্য রাজা উদাসীন রহিলেন। অষ্ট্রীয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। হ্যানোভার ও স্যাক্সনীর রাজদ্বয় মিত্রতাবন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, সমগ্র জর্ম্মণী যদি যোগদান করে, তবেই তাঁহারা সম্মত হইতে পারেন। ব্যাভেরিয়া

সে প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টাবিংশতিটি রাজ্য প্রুসিয়ার পক্ষে রহিল। নূতন সমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য এই আটাশটি রাজ্য হইতে প্রতিনিধি লইয়া এর্‌ফোর্ট নগরে একটা অধিবেশন হইল। বিস্‌মার্কও এই প্রতিনিধি সভার একজন নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন, তিনি প্রুসিয়ার স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তথায় সমবেত হইলেন।

অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধাচরণে সমিতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। অষ্ট্রীয়া বলিলেন যে, পুরাতন 'ডায়েট' বা পার্‌লামেণ্ট ফ্রাঙ্কফোর্টে পুনরায় আহ্বান করা হউক। প্রুসিয়া তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, উক্ত পার্‌লামেণ্টের ন্যায়সঙ্গত অস্তিত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন তাহার অধিবেশন হইতে পারে না। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়ার অবলম্বিত রাজনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অষ্ট্রীয়া চাহেন, পুরাতনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, প্রুসিয়া নূতনত্বের পক্ষপাতী, অষ্ট্রীয়ান্‌গণ সশস্ত্র ছিল। হেসির সন্নিহিত স্থানে প্রুসিয়ান ও ব্যাভেরিয়ান্‌দিগের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গেল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি গুলী-বর্ষণ করিলেন। অষ্ট্রীয় রাজ-দূত বার্লিন নগর ত্যাগে আদিষ্ট হইলেন। তিনি যদি অষ্ট্রীয় গবর্মেণ্টের আদেশ পালন করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইত। অষ্ট্রীয় রাজদূত সে আদেশ পালন না করিয়া বার্লিনে প্রুসিয়ার রাজার সহিত স্বয়ং দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ

করিতে উপদেশ দিলেন। মন্ত্রিসভার মত দ্বিধা বিভক্ত হইল। রাডোইজের পক্ষে কেহই দাঁড়াইলেন না। মন্ত্রি-সভার অন্যান্য সদস্য—বন্ধুবর্গ পূর্ব্বাপর রাডোইজের রাজ-নীতির উপর বিরূপ ছিলেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত মিত্রতা থাকে, ইহা তাঁহাদের সকলেরই অভিপ্রেত ছিল। সমর-সচিব বলিলেন যে, "অষ্ট্রীয়ার সহিত এখন যুদ্ধ করা সঙ্গত নহে।" এই ঘোরতর সমস্যার সময় বিস্‌মার্ক রাজসকাশে আহূত হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কি পরামর্শ দিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার শান্তি স্থাপিত হইল। রাডোইজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

যে কতিপয় ব্যক্তি মন্ত্রিসভার কার্য্যের সমর্থন করিয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে বিস্‌মার্ক অন্যতম। রাডোইজের ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাডো-ইজের মতে চলিলে প্রুসিয়ারাজ্য নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পতিত হইত, বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই কথা সভার সমক্ষে প্রচার করিয়া দিলেন। যুদ্ধের জন্য তিনিও ভীত ছিলেন না। প্রকৃষ্ট কারণ থাকিলে তিনি কখনই যুদ্ধের বিপক্ষে মত দিতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোনও গুরুতর কারণ উপস্থিত হয় নাই। প্রুসিয়ার কোনও লাভ নাই। অনর্থক কেন অনিষ্টকর যুদ্ধে প্রুসিয়া লিপ্ত হইবে?

এই বক্তৃতাতেই বিস্‌মার্কের ভবিষ্যতের পথ মুক্ত হইয়া

গেল। অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে বিস্মার্ক মত প্রকাশ করিয়াছেন, গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার উদ্দেশ্যের পার্থক্যমাত্র ছিল না; সুতরাং বিস্মার্কের সাহায্যে গবর্মেণ্ট নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে চাহিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। প্রুসিয়া যখন প্রাচীন পার্লামেণ্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মত দিয়াছিলেন, তখন সেখানে গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে একজন দূত প্রেরণ করা আবশ্যক। এ কার্য্যের জন্য বিস্মার্কের মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর কোথায় মিলিবে? প্রুসীয় গবর্মেণ্ট তখন বিস্মার্ককে ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রুসীয় রাজদূতরূপে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

বিস্মার্ক এ প্রস্তাবে উপেক্ষা করিলেন না। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফ্রাঙ্কফোর্ট

[১৮৫১ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ]

বিস্‌মার্ক ছত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রুসীয় রাজার দূতরূপে প্রেরিত হন। তখন তিনি কূটরাজনীতিতে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নাই; রাজকার্য্য কিরূপে পরিচালন করিতে হয়, তাহাও তিনি জানিতেন না। ফ্রাঙ্কফোর্টে আসিবার পর দুই মাসকাল তিনি সেক্রেটারীরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার অধীনে তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তিনি বিস্‌মার্ককে রাজকার্য্য পরিচালন করিবার প্রণালী শিখাইয়া দেন নাই। কাজেই বিস্‌মার্ক যখন রাজদূতপদে পাকা হইলেন, তখন তিনি কোন কার্য্যই জানিতেন না।

ফ্রাঙ্কফোর্টের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বিস্‌মার্ক সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নগরটি জর্ম্মণ-রাজনীতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত হইলেও সমস্ত জর্ম্মণীর প্রভাব সেখানে পরিদৃষ্ট হইত না। বিভিন্ন জাতির সমবায়ে সেখানকার সমাজ গঠিত হইয়াছিল। জর্ম্মণীর অকর্ম্মণ্য বিলাসী রাজপুত্রগণ এখানে আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে বাস করিতেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজনীতির আলোচনা

অপেক্ষা এখানে ষড়্‌যন্ত্রের আলোচনাই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কূট-রাজনীতির প্রধান অঙ্গ দৌত্য। দক্ষ গুপ্তচর না থাকিলে রাজনীতিকগণ কখনই মন্ত্রণা-কুশলতার পরিচয় দিতে পারেন না। বিস্‌মার্ককে এ বিদ্যা শীঘ্রই আয়ত্ত করিতে হইল। সংবাদপত্রগুলিকে হস্তগত করার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রে প্রুসীয় গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্যের অনুকূল প্রবন্ধ যাহাতে বাহির হয়, বিস্‌মার্ককে সে চেষ্টা করিতে হইত এবং প্রুসীয় গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যদি কোনও সংবাদপত্রে কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তবে তাহার গুপ্ত লেখককে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন। বিস্‌মার্ক এ সকল বিষয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পুলিসের প্রদত্ত সংবাদে বিস্‌মার্কের আদৌ কোন আস্থা ছিল না। তিনি জীবনে কখনও পুলিস-বিভাগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন, তাহাদের সাহায্যেই রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে বিস্‌মার্ক অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সে সময় জর্ম্মণীর যাবতীয় রাজনীতিক পরস্পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন; পরস্পর পরস্পরকে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

করিতেন। এ জন্য বিস্‌মার্ক তাঁহার পত্নীকে সতর্ক হইয়া পত্র লিখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। ডাক-বিভাগে তাঁহার নামে যত পত্র আসিত, সমস্তই পূর্ব্বে গোপনে অপর পক্ষ পড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেন।

সংবাদপত্র-পরিচালকবর্গের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। তিনি ধ্রুব বুঝিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্র জনসাধারণের অভিমত ব্যক্ত করে না; শুধু গবর্মেণ্টের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে মাত্র। গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধ মত যদি কোন সংবাদপত্রে বাহির হয়, তখনই বুঝা উচিত যে, বিরুদ্ধ পক্ষ সেই পত্রের সম্পাদক প্রভৃতিকে অর্থাদি দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্‌মার্কের অবস্থা অত্যন্ত সমস্যা-বিজড়িত হইয়াছিল। প্রুসিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া ফ্রাঙ্কফোর্টে পার্‌লামেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সভায় প্রুসীয় রাজদূতের অবস্থান প্রুসিয়ার দীনতার পরিচায়ক। বিসমার্ক অষ্ট্রীয়ার প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করিবেন, এইরূপ ভাবিয়া ফ্রাঙ্কফোর্টে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তথায় আসিয়া দেখিলেন, অষ্ট্রীয়া তাঁহার প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে চাহেন না। যে অষ্ট্রীয়ার জন্য তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বাক্য ও কার্য্য দ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই অষ্ট্রীয়া এখন তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। বিস্‌মার্ক দেখিলেন, কৃতজ্ঞ বন্ধুর পরিবর্ত্তে

ফ্রাঙ্কফোর্টে চতুর শত্রু বিরাজিত। অষ্ট্রীয়ার রাজদূত শুধু অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্যস্থাপনের জন্যই সচেষ্ট, প্রুসিয়া কিসে পরিণামে অধীন সামন্তরাজ্যে পরিণত হইবে, অষ্ট্রীয়ার রাজদূত কেবল তাহারই উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। প্রুসিয়া যে কোনও বিষয়েই অষ্ট্রীয়ার সমকক্ষ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অষ্ট্রীয় রাজদূত নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছিলেন। পার্‌লামেণ্ট সভায় এবং সামাজিক ব্যাপারে সর্ব্বত্রই তিনি প্রুসিয়ার মানের খর্ব্বতা-সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বিস্‌মার্ক অষ্ট্রীয়-রাজদূত কাউণ্ট থন্ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর বহু চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্কফোর্টে কিছু কাল বাস করিবার পর বিস্‌মার্কের পত্নী ও সন্তানসন্ততি তথায় আগমন করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত বিসমার্ক অন্তরঙ্গভাবে মিশিতেন। প্রায়ই তাঁহার গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান হইত। তাঁহার প্রাসাদদ্বার বন্ধুবান্ধবদিগের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত।

পার্‌লামেণ্টের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। এরূপ ভাবে সভায় বাদানুবাদ ও বক্তৃতা করিয়া জীবনযাপন বিস্‌মার্কের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। একবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভিঙ্কের সহিত তাঁহার তীব্রভাষায় বাদানুবাদ হয়। ভিঙ্কে বিসমার্ককে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। উত্তরে বিস্‌মার্কও তাঁহাকে কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে বিস্‌মার্ক ভিঙ্ককে

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। চারি দিন পরে উভয়ের মধ্যে পিস্তল-যুদ্ধ হয়; কিন্তু কোন পক্ষই আহত হন নাই।

এই সকল কারণে পার্লামেণ্টের উপর বিস্মার্ক এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহার প্রতিনিধি হইবার আদৌ চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তিনি নবপ্রবর্ত্তিত লর্ড সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। গবর্মেণ্টের পক্ষে তিনি ভোট দিতেন বটে; কিন্তু আর কখনও বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন নাই। মন্ত্রিসভার প্রেসিডেণ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্মার্কের বক্তৃতা পার্লামেণ্ট-সভায় আর কখনও শ্রুত হয় নাই।

বিসমার্ক স্বমত-ঘোষণায় কখনও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। যেরূপ নীতির অবলম্বন তাঁহার বিবেচনায় সুসঙ্গত বোধ হইত, তিনি স্পষ্টভাষায় নির্ভীকভাবে তাহা ব্যক্ত করিতেন। অবিলম্বে তিনি জর্ম্মণীর বৈষয়িক ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিলেন। কোনও জটিল বিষয়ের পরামর্শের প্রয়োজন হইলে বিস্মার্ক বার্লিন নগরে আহূত হইতেন।

এই সময়ে তিনি জর্ম্মণী-সম্বন্ধে অভাবনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি প্রুসিয়া ব্যতীত অন্য স্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু জর্ম্মণীর রাজনীতিক্ষেত্রের কেন্দ্র-স্থলে থাকিয়া ক্রমশঃ তিনি সমগ্র জর্ম্মণীর রাজনীতিক মত এবং অবস্থা-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

বিস্‌মার্ক যতই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন, ততই তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল যে, অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব ব্যাপার। অষ্ট্রীয়ার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া বিস্‌মার্ক দুঃখিত হইলেন না, অনুতাপও জন্মিল না। প্রুসীয় গবর্মেণ্ট এরূপ স্থলে ভবিষ্যতে কি ভাবে কার্য্য করিবেন, বিস্‌মার্ক তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তি অত্যন্ত সহজ ও সরল। গবর্মেণ্টকে তিনি স্পষ্টই জানাইলেন যে, অষ্ট্রীয়া প্রুসিয়ার শত্রু। রাজনীতিক্ষেত্রে মন্ত্রণাকৌশলেই হউক অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহাদির দ্বারাই হউক, শত্রুকে পরাজিত করিতে হইবে—তাহার মন্দ অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে হইবে। একা প্রুসিয়া এ কার্য্য করিতে অসমর্থ, সুতরাং মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে; কিন্তু জর্ম্মণীর মধ্যে বিশ্বস্ত মিত্রের সংখ্যা অত্যল্প, কোনও রাজ্যের প্রতি বিস্‌মার্কের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল না। বরং তাহাদের সহিত শত্রুতা করিতে বিস্‌মার্ক সম্মত ছিলেন। কিন্তু বন্ধুত্ব?—'পয়োমুখং বিষকুম্ভবৎ' তাহা-দিগের সংস্রব হইতে দূরে থাকাই বিস্‌মার্ক শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। মিত্রশক্তি বাহির হইতে সঞ্চয় করিতে হইবে। দেশের মধ্যে তাহা দুষ্প্রাপ্য, বৈদেশিক রাজ্যের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি না করিলে চলিতেছে না। রুসিয়ার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অষ্ট্রীয়া বন্ধুর সাহায্যে প্রুসিয়াকে পরাজিত করিয়াছিল।

এখন প্রুসিয়াকেও সেইরূপ কিছু করিতে হইবে। রুসিয়া অথবা ফ্রান্স অথবা যদি সম্ভব হয়, উভয়েরই সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শত্রু দমন করা চাই।

বিস্‌মার্ক যেমন রাজভক্ত ছিলেন, তেমনই তাঁহার প্রকৃতিতে দেশাত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। জন্মভূমিকে তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞান করিতেন। রাজার রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কত চেষ্টা করিয়াছিলেন। আভ্য-ন্তরীণ বিপদ, আত্ম-কলহ প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। এখন শুধু উদারনীতিকদলের সহিত সংগ্রাম করিয়া বৃথা সময় ও শক্তির অপচয় করিবার প্রয়ো-জন কি? অন্যান্য শত্রু প্রুসিয়াকে ধ্বংস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে; অষ্ট্রীয়া প্রুসিয়ার গৌরব ও উচ্চা-কাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, আর সময় নাই। বিসমার্ক স্বদেশের—জন্মভূমির গৌরবরক্ষার জন্য সেই ভীষণ রাজনীতিক বিগ্রহে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে তিনি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যেমন দৃঢ় অধ্য-বসায় ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ নির্ভীক চিত্তে তিনি রাজনীতির কুটিলপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইউরোপের বিশাল রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাচ্য-সমস্যা

লইয়া যখন ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখনই বিস্‌মার্কের মন্ত্রণাকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রুসিয়া তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার সংকল্প করেন। ফ্রান্সও অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের প্রতিবাদে যোগদান করেন। প্রুসিয়াও প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন; সুতরাং ইউরোপের সমবেত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে রুসিয়া একা দাঁড়াইলেন।

বিস্‌মার্ক প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন, প্রুসিয়া অকারণ এই বিগ্রহে লিপ্ত হইতেছেন। ইহাতে প্রুসিয়ার কোনও লাভ নাই, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তা করিলে প্রুসিয়া রুসিয়ার বিষ-দৃষ্টিতে পড়িবেন। তার পর তৃতীয় নেপোলিয়ন যদি অকস্মাৎ মন্ত্রণানীতির পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে পরিণামে প্রুসিয়াকে একাকী রুসিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে; তখন রুসিয়া প্রুসিয়ার অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিফল দিয়া বৈর-নির্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার অবকাশ পাইবেন; কারণ, ফ্রান্স ও রুসিয়ার মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে, জর্ম্মণীর উপর দিয়াই ঝড় বহিয়া যাইবে। যুদ্ধে যে পক্ষই জয়লাভ করুন না কেন, ক্ষতি জর্ম্মণীরই হইবে। প্রুসিয়া অথবা অন্যান্য জর্ম্মণ-রাজ্যের ইহাতে কোনও স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না। বিনা স্বার্থে এ যুদ্ধে লিপ্ত হইবার আবশ্যক কি? ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ডের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রুসিয়া আত্মবিসর্জ্জন

করিবেন কেন? ড্যানিউব নদে অষ্ট্রীয়ার প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য প্রুসিয়ার যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? বিস্‌মার্ক সঙ্কল্প করিলেন, তিনি ঠিক বিপরীত নীতি অবলম্বন করিবেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত রুসিয়ার বিরোধ বাধিলে প্রুসিয়া কখনই অষ্ট্রীয়ার পক্ষসমর্থন করিবেন না, বরং রুস-সম্রাটের সহিত এখন এই সুযোগে বন্ধুত্ব-স্থাপনই সঙ্গত। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা হইবে না। এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রুসিয়া তাঁহার প্রনষ্ট পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার করিতে পারিবেন। বিস্‌মার্ক প্রুসীয় গবর্মেণ্টকে উপদেশ দিলেন যে, আসন্ন বিরোধের সময় প্রুসিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন এবং বিভিন্ন জর্ম্মণ-রাজ্যের সহিত এই সুযোগে সম্মিলিত হউন। যদি যোগ দিতেই হয়, রুসিয়ার পক্ষাবলম্বনই সুসঙ্গত।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহা-সমস্যার দিন ঘনাইয়া আসিল, এক দল রুস-সৈন্য মলডাভিয়া এবং ওয়ালাসিয়া অধিকার করিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কৃষ্ণসাগরে স্ব স্ব বহুতর রণ-পোত প্রেরণ করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অষ্ট্রীয়ার সাহায্য চাহিলেন। অষ্ট্রীয়াকে বাধ্য হইয়াই সাহায্য করিতে হইল; কারণ, রুসিয়ার সেনাদল যখন ড্যানিউব নদের তীরে সমবেত হইয়াছে, তখন অষ্ট্রীয়ার বিপদ আসন্ন। কিন্তু প্রুসিয়া এবং অন্যান্য জর্ম্মণ-রাজ্যের সহায়তালাভ করিতে না পারিলে অষ্ট্রীয়া একাকীই বা কিরূপে রুসিয়ার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন? অষ্ট্রীয়া সকলের নিকট

সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু অন্যান্য জর্ম্মণ-রাজগণ অষ্ট্রীয়ায় আনুকূল্য করিতে সম্মত হইলেন না। প্রুসিয়া উৎসাহ দিলেও তাঁহারা অকারণ পরের স্বার্থ-রক্ষার জন্য সমরানলে ঝাঁপ দিতে সম্মত হইবেন না জানাইলেন।

এখন প্রুসিয়ার কর্ত্তব্য কি? তিনি কোন্ পক্ষে যোগ দিবেন? জনসাধারণ প্রতীচ্য শক্তিপুঞ্জের দিকে ঢলিয়া পড়িল। তাহারা রুস-সম্রাটকে ভয় করিত। তাঁহার প্রভাবে প্রুসিয়ার কল্যাণ সাধিত হইবে না বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রুসীয় সম্রাট যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, জনসাধারণের মন হইতে এখনও তাহার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। তাহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সাহায্য করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু প্রুসিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় রুস-সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রুস-সম্রাটই প্রুসিয়াকে সাধারণতন্ত্রের প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন রুসিয়ার অনুকূলে প্রুসিয়া অবশ্যই অস্ত্রধারণ করিবে।

রাজসভায় উভয়পক্ষের মত তুল্যরূপে আলোচিত হইতে লাগিল। প্রুসিয়ার রাজা সহসা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। রাণী রুসিয়ার পক্ষে দাঁড়াইলেন, প্রুসিয়ার রাজার সহোদর ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিলেন। রাজা স্বয়ং রুস-সম্রাটকে ভক্তি করিতেন; নেপোলিয়ানকে ভয়

করিতেন। ইংলণ্ডের সহিত সখ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, এ বাসনাও তাঁহার ছিল। সচিববৃন্দের মধ্যেও মতবিরোধ ঘটিল। বন্‌সেন ইংলণ্ডের পক্ষাবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, গার্‌লাক বলিতেছিলেন, রুসিয়ার সাহায্য করাই সঙ্গত। রুস-সম্রাট এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন উভয়েই প্রুসীয় রাজ-সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী এবং তাঁহার স্বামী রাজাকে সতর্ক করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "ইউরোপের প্রতি—মানবজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে প্রুসিয়া-রাজ যেন বিস্মৃত না হন। প্রুসিয়া যদি এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যোগদান করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ ঘটিবে না, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।" রাজা মহা সমস্যায় পড়িলেন; কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি ইংরাজের পক্ষসমর্থন করিবেন মনে করিয়া রাত্রিকালে শয়ন করিতে যান, প্রভাতে উঠিয়া মনে করেন, রুসিয়ার পক্ষসমর্থন করিবেন।

এইরূপ অবস্থায় বিস্‌মার্ক রাজসমীপে আহূত হইলেন। তিনি বরং রুসিয়ার সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ইংলণ্ডের সহায়তা করিতে সম্মত নহেন। অন্ততঃ নিরপেক্ষভাবে থাকাই প্রুসিয়ার পক্ষে সমীচীন, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ফরাসী-রাজদূত বিস্‌মার্ককে ভীতি-প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, পরিণামে প্রুসিয়ার সহিত এই ব্যাপার লইয়া ফরাসীর যুদ্ধ ঘটিতে পারে।

বিস্মার্ক তাহাতে নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন যে, "প্রুসিয়া সে ভয়ে কাতর নহে।"

কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হইল না। অব্যবস্থিতচিত্ত প্রুসিয়া-রাজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। একবার তিনি রুসের পক্ষ, আবার তিনি ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মার্চ্চ মাসে ইংরাজ-পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে অকস্মাৎ হতবল হইতে হইল। লণ্ডন নগরে বন্‌সেন্ আহূত হইলেন। মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ইংরাজ-পক্ষসমর্থনকারী বলিন্ পদচ্যুত হইলেন। প্রুসিয়ার রাজার সহোদর রাজার বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। নিষ্প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে বন্দী করা হইবে, এমন কথাও রাজা সহোদরকে জানাইলেন। রুসিয়ার সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধ-সম্ভাবনা মিটিয়া গেল। বিসমার্ক সন্তুষ্টচিত্তে ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অগোচরে প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, প্রয়োজন হইলে প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়াকে সেনাবলসহ সাহায্য করিবেন। বিস্মার্ক যখন শুনিলেন, তখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রি-সভা ইচ্ছাপূর্ব্বকই এ কথা বিস্মার্ককে জ্ঞাপন করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন, এ প্রস্তাবে বিসমার্ক কখনই অনুমোদন করিবেন না।

রাজার এই হঠকারিতায় বিস্মার্ক দুঃখিত হইলেন। তিনি রাজার চিত্তের দুর্ব্বলতার কথা অবগত ছিলেন; দুঃখিত

হইলেও বিস্মার্কের রাজ-ভক্তি হ্রাস পাইল না। এরূপ অবস্থায় অন্য লোকের মনে রাজভক্তি হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু বিস্মার্ক অকাতরে তাহা সহ্য করিলেন। রাজার সম্বন্ধে তিনি কোনও দিন কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রুসিয়ারাজ সর্ব্বদাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আজ তিনি স্ত্রীর কথা শুনিয়া এক কাজ করিতে উদ্যত, পরক্ষণেই ভ্রাতার পরামর্শ শুনিয়া ঠিক তাহার বিপরীত কার্য্য-সম্পাদনে ব্যস্ত। মন্ত্রিগণ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। রাজা যখন যাহার কথা শুনিতেছেন, তখন তাহার কথা অনুসারেই কার্য্য করিতে চলিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী নীরবে সমস্তই দেখিতেছেন, কোনও কার্য্যে প্রতিবাদ করিতেছেন না।

বিস্মার্ক এ দিকে মনে মনে একটা চাল চালিবার সংকল্প করিতে লাগিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রুসিয়া ফরাসী-রাজ্যের সহায়তা লাভ করিতে পারেন। এরূপ চেষ্টা করিলে দোষ কি?

তৃতীয় নেপোলিয়ন ধীরে ধীরে যেরূপ শক্তি-সঞ্চয় করিতেছিলেন, তদ্দৃষ্টে জর্ম্মণগণের হৃদয়ে সন্দেহ ও আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছিল। জর্ম্মণগণ জানিতেন, ফ্রান্স তাঁহাদের চিরশত্রু। তৃতীয় নেপোলিয়ান যখন ফরাসী সাধারণতন্ত্রকে দমন করিয়া আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক

সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন, তখন জর্ম্মাণগণের চিত্তে পূর্ব্ব অবিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। নেপোলিয়নের নামে জর্ম্মণগণের হৃদয়ে পূর্ব্ব-শত্রুতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেই আশঙ্কা করিল, বর্ত্তমান নেপোলিয়ন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় শুধু যুদ্ধনীতিই অবলম্বন করিবেন। রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। সকলেরই মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ইউরোপের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে দিবেন না; দুর্ব্বল রাজ্য করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী নেপোলিয়ন যে ভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে জর্ম্মণগণের সহানুভূতি তাঁহার প্রতি উদ্রিক্ত হয় নাই। রক্ষণশীলদল তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সাধারণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া তিনি ফ্রান্সের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন; উদারনীতিকগণকেও স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের ক্ষমতা তিনি চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এজন্য জর্ম্মণীর রক্ষণশীলদল তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কেহই তাঁহাকে বিধিসম্মত রাজা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বলপূর্ব্বক ফ্রান্সের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন।

বিস্‌মার্ক কিন্তু তাহা ভাবিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ফ্রান্সকে শাসন করিতে হইলে মিষ্ট কথায় চলিবে

না; দৃঢ়চেতা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজার প্রয়োজন। তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধে প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। নেপোলিয়ন যে সর্ব্বগ্রাস করিতে উদ্যত, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না, বরং তৃতীয় নেপোলিয়নের আবির্ভাবকে তিনি প্রুসিয়ার পক্ষে কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লব তাঁহারই চেষ্টায় দমিত হইয়াছে। এই সূত্রে জর্ম্মণীর সহিত ফ্রান্সের যে যোগ ছিল, তাহাও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রুসিয়ারাজ্য নিরাপদ হইলেই হইল। অন্যদেশ উৎসন্ন যাউক, বিস্মার্ক তজ্জন্য কাতর নহেন।

বিস্মার্ক স্বপক্ষীয় দলকে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, কোনরূপেই ফ্রান্সের সম্রাটকে যেন উত্যক্ত বা বিরক্ত করা না হয়। বিস্মার্ক নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা করিতে যাইতেছেন বলিয়া দেশের লোক বহুদিন তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিল। তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার নামে নানারূপ কুৎসাও রটাইল। অর্থগ্রহণ করিয়া তিনি স্বদেশকে ফ্রান্সের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, এরূপ অপবাদও কেহ কেহ তাঁহার উপর আরোপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিস্মার্ক সে সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি প্রুসিয়ার ভাবী মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রিমিয়া-যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে নেপোলিয়ন ইউরোপের রাজেন্দ্র-সমাজের উপযুক্ত আসন পাইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। প্রুসিয়ার সহিত

মিত্রতাবন্ধন সুদৃঢ় হয়, সম্রাট নেপোলিয়ন সেরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্ক প্যারী নগরে প্রেরিত হইলেন। উভয় রাজ্যের মিত্রতা-বন্ধন কিসে সুদৃঢ় করা যায়, সেই বিষয়ের আলোচনাই বিস্মার্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহুদিন পরে উভয় রাজ্যের মন্ত্রণা-কুশল রাজনীতিকগণ বন্ধুভাবে একত্র মিলিত হইলেন। বিস্মার্ক প্রুসিয়া-রাজের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, ফ্রান্সের অধীশ্বরকে একবার প্রুসিয়ায় নিমন্ত্রণ করিয়া লওয়া হউক। প্রুসিয়ার অধিপতি এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। বিস্মার্ক পুনঃ পুনঃ রাজাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রুসিয়ার স্বাভাবিক শত্রু অষ্ট্রিয়া। কারণ, অষ্ট্রীয়ার স্বার্থ প্রুসিয়ার স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে রাজাকে তিনি কোন মতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। বিস্মার্কের পত্রের উত্তরে রাজা লিখিতে লাগিলেন, "জর্ম্মণীর স্বাভাবিক শত্রু ফ্রান্স। রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতিনিধি স্বয়ং নেপোলিয়ন; সুতরাং প্রুসিয়ার অধিপতির সহিত বিপ্লববাদিদলের প্রতিনিধি নেপোলিয়নের সদ্ভাব মৈত্রী হইতেই পারে না।" মন্ত্রী গার্লাকও বিস্মার্ককে লিখিলেন, "আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, এক ব্যক্তির নিমিত্ত কেন যে নিজের মত বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হয় ত বিস্‌মার্ক ঠিক গার্‌লাকের ন্যায়ই মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, কিন্তু এ কয় বৎসরে তিনি অনেক দেখিয়াছিলেন, অনেক শিখিয়াছেন। এখন তিনি জগতের রীতি-নীতি গতিবিধি যথেষ্ট দেখিয়াছেন। প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে আত্মরক্ষা করিতে গেলে, অনেক কৌশলজালবিস্তারপূর্ব্বক শক্তি-সংগ্রহ করিতে হয়। আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় ব্যক্তিগত মত বিসর্জ্জন দিতে হয়, নহিলে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না। ফ্রান্স যদি আজ জর্ম্মণরাজ্য আক্রমণ করে, প্রুসিয়া কি রুসিয়ার সাহায্য পাইবে? অষ্ট্রীয়ার সহায়তালাভও যে ঘটিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার একটা বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। আত্মরক্ষার জন্যই এই নীতি অবলম্বনীয়। বিস্‌মার্ক এই ভাবে রাজার নিকট দীর্ঘ-লিপি প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। রাজা অথবা গার্‌লাক তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে এই হইল যে, বিস্‌মার্কের পুরাতন বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজসভায় তাঁহার আসন টলমল করিতে লাগিল। তাঁহার স্পষ্ট বক্তৃতাবশতঃ অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। গার্‌লাক বলিলেন, "আপনার সহিত আমার মতের মিল এখন আদৌ নাই। উভয়ে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি।"

দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া পত্র ব্যবহারের পর পরস্পরের চিঠির আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গেল। বিস্মার্কের বোধ হইল, তিনি এখন সম্পূর্ণ একা—নির্ব্বান্ধব। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে সাগ্রহে অভিনন্দন করিত, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পাইলে ধন্য হইত, এখন সেই সকল বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে দেখিলে সরিয়া যাইতে চাহে। গার্লাককে তিনি যে শেষ পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি এত দিন রাজার এবং সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলাম; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; সবই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজা এখন আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন না। মহিলাগণ ও ভদ্রলোকেরা আমার সহিত কর-কম্পনকালে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এত দিন আমাকে সকলেই রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিতেন, আমার সাহায্য রাজ্যের প্রয়োজনীয় ছিল; এখন আর সে ভাব দেখিতে পাই না। শুধু প্রধান মন্ত্রী ম্যান্‌টিউফেল এখন আমার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহার ব্যবহারে বুঝিতেছি, পূর্ব্বে তিনি আমাকে যত-দূর স্নেহ করিতেন, এখন তাহা আরও বাড়িয়াছে।

সম্ভবতঃ বিস্মার্কের উক্তির মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্যই রাজানুগ্রহ হইতে তখন বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রুসিয়ার সৌভাগ্য-ক্রমেই এমন হইয়াছিল। এত দিন যাঁহারা রাজ্যের

কর্ণধার ছিলেন, তাঁহাদের অভিনয় শেষ হইয়া আসিতেছিল। প্রুসিয়ার অদৃষ্টাকাশে-নবজীবনের তরুণ সূর্য্য ক্রমশঃ দেখা দিতেছিল, পাঠকবর্গ পরে তাহা দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেণ্টপিটারস্‌বার্গ ও প্যারী

(১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে প্রুসিয়া অধিপতির স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার পক্ষে রাজকার্য্য-পরিচালন অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন তিনি তাঁহার সহোদরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর রাজ্যের শাসন-ভার সমর্পণ করিলেন। রাজ সহোদর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা লাভ করিবার পর বিস্‌মার্ককে লইয়া মন্ত্রিদল গঠনের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সে যাত্রা উহা কার্য্যে পরিণত হইল না। যাহা হউক, ম্যান্‌টিউফেল মন্ত্রিপদ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, রাজসহোদর নূতন মন্ত্রিদল গঠন করিয়া প্রিন্স হোহেন্‌জোলারণকে প্রধান সচিব-পদে নিযুক্ত করিলেন। এই পরিবর্ত্তনে সকল দলের লোকেই সন্তুষ্ট হইল। শুধু রক্ষণশীলদলের যাঁহারা অন্ধভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ম্যান্‌টিউফলের মন্ত্রিত্বে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্‌মার্কও এই পরিবর্ত্তনে অসন্তুষ্ট হন নাই।

নবগঠিত মন্ত্রিসমাজ বিসমার্ককে ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে চলিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; বিস্‌মার্কও পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি শাসনভার

গ্রহণ করিয়াই অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রকাশ্য কলহে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। বিস্‌মার্ক ফ্রাঙ্কফোর্টে থাকিলে অষ্ট্রীয়ার সহিত একযোগে কার্য্য করিবার চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা। বিগত আট বৎসর ধরিয়া বিস্‌মার্ক যে ভাবে ফ্রাঙ্কফোর্টে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অগোচর ছিল না। বিশেষতঃ সমস্যা আসন্নপ্রায়, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর রাজনীতিক ক্যাভর সম্রাট্ নেপোলিয়নের সহিত গোপনে নির্জ্জনে দেখা করেন। বিচক্ষণ রাজনীতিক-যুগলের মধ্যে একটা রফা হইয়া গিয়াছিল। অষ্ট্রীয়ানদিগকে ইতালী হইতে বিতাড়িত করিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাভরের নিকট অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পায়েডমণ্টবাসীদিগকে তিনি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। বিস্‌মার্কও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা-বন্ধনেও প্রুসিয়াকে বাঁধিতে সম্মত ছিলেন। পায়েডমণ্টবাসীদিগের প্রতি সহানুভূতিপরবশ হইয়া তিনি এ কার্য্যে উদ্যত হন নাই। অষ্ট্রীয়া প্রুসিয়া এবং পায়েডমণ্ট উভয়েরই শত্রু। উভয়ের স্বার্থ যখন একই, তখন পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় হইতে কোন বাধা জন্মে না। কিন্তু প্রুসীয় গবর্মেণ্ট এই নীতির অনুসরণ

সঙ্গত মনে করিলেন না। রক্ষণশীল দল অপেক্ষা উদার-নীতিক দলের গবর্মেণ্ট ইতালীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমর্থনে অধিকতর মনোযোগী হইবেন, এইরূপ ধারণা স্বাভাবিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। ক্যাভর সহজে বুঝিতে পারিলেন যে, ম্যান্‌টিউফেলের কর্তৃত্বকালে তাঁহারা যেরূপ সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, নূতন গবর্মেণ্ট উদারনীতিক হইলেও সেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন না। বরং অষ্ট্রীয়ার পক্ষেই প্রুসিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

যুদ্ধ ক্রমশঃ আসন্ন হইয়া উঠিল। রাজভ্রাতা ইতিমধ্যে সমগ্র প্রুসীয় সেনাদলকে যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি অষ্ট্রীয় সম্রাটকে জানাইলেন যে, তাঁহার সেনাদল সুশিক্ষিত হইয়াছে এবং তিনি নিরপেক্ষ থাকিতে চাহেন। অষ্ট্রীয়া অনায়াসে ইতালীতে অষ্ট্রীয় অধিকার সুদৃঢ় করিতে পারেন। বিনিময়ে জর্ম্মণ পার্‌লামেণ্টের তিনি নেতা হইতে চাহেন। অষ্ট্রীয়া যদি প্রুসিয়ার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেন, তাহা হইলে হয় ত যুদ্ধ নিবারিত হইত; নয় ত সমগ্র জর্ম্মণীর সেনাদল প্রুসীয় রাজ্যের অধীনতায় বীরবিক্রমে ফরাসী সেনাদলকে রাইন নদের তীরে আক্রমণ করিত। কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাট্ প্রুসিয়ার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, প্রুসিয়া যদি তাঁহার সেনাবাহিনীকে পার্‌লামেণ্টের দ্বারা স্থিরীকৃত সেনাপতির অধীনতায় পরিচালিত হইতে

দেন, তাহা হইলে অষ্ট্রীয়া প্রুসিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ প্রস্তাবে কোনও প্রুসীয় রাজনীতিক কখনও সম্মত হইতে পারেন না। প্রুসিয়া তখন বুঝিতে পারিলেন, অষ্ট্রীয়া তাঁহাকে কিরূপ অবহেলা ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিস্‌মার্ক এতদিন যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাহা যথার্থ বলিয়া সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। প্রুসিয়ার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করা অপেক্ষা অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করাও বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

পরিণামে তাহাই ঘটিল। প্রুসিয়ার সাহায্যে লম্বার্ডি রক্ষা অপেক্ষা উহা প্রত্যর্পণ করিয়া অষ্ট্রীয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বিস্‌মার্ক সেই বৎসর বসন্তকাল সেণ্টপিটার্‌সবার্গে অতিবাহন করিলেন। তিনি প্রুসিয়ার রাজদূতপদে নিযুক্ত হইয়া সেণ্টপিটার্‌সবার্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রুস-সম্রাট্‌ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্কার লইয়াই বিব্রত ছিলেন। বৈদেশিক রাষ্ট্র-নীতির দিকে তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সুতরাং বিস্‌মার্কেরও সেণ্টপিটার্‌সবার্গে আসিবার পর রাজনীতি-ব্যাপারে অধিক-তর মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হয় নাই। জুন মাসে তিনি মস্কো-ভ্রমণে গমন করিলেন; কিন্তু সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, যুদ্ধ আসন্ন

এবং প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছেন। বিস্মার্ক ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পরামর্শানুসারে গবমেণ্ট কাজ করিতেছেন না। বিস্মার্কের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। ফ্রাঙ্কফোর্টে অবস্থান-কালে মানসিক উদ্বেগ এবং অনিয়মিত আহার ও অনিদ্রাবশতঃ শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়াছিল; সেণ্টপিটার্‌সবার্গে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি ছুটি লইয়া বার্লিন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার জন্য নগরে আসিলেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় বিস্মার্ক দশ দিন পরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহাকে রাজ-ভ্রাতার সহিত ওয়ারস্ গমন করিতে হইল। সেখান হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই দিন বিশ্রাম করিতে না করিতেই বিস্মার্ক পমিরানিয়ায় পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে পমিরানিয়া হইতে বার্লিন এবং তথা হইতে পুনরায় সেণ্টপিটার্‌সবার্গে গমন করিলেন। দুর্ব্বল শরীরে এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম করায় বিস্মার্ক আবার রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন। এবার তিনি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। এই রোগে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যৌবনের উৎসাহ, নবীনতা ও প্রফুল্লতা তিরোহিত হইল। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। পরিহাস-রসিকতা

এবং সদানন্দভাব পীড়ার প্রভাবে লুপ্ত হইয়া গেল। পীড়া হইতে আরোগ্যলাভের পর তাঁহার মতের প্রতিকূল বিষয়েও তিনি নীরবে গবর্মেণ্টের পক্ষে ভোট দিতে লাগিলেন, কারণ, গবর্মেণ্টের পক্ষাবলম্বন তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ সময় তিনি পুরাতন বন্ধুবর্গের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজনীতিক মতবিরোধই তাহার কারণ।

প্রুসিয়ার বৃদ্ধ রাজা দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গার্‌লাকও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বিস্‌মার্ক প্রুসিয়ায় ফিরিয়া গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তখনও তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, কাজেই সমাজে বড় একটা মিশিতে পারিতেন না। কিন্তু রুস-রাজসভায় তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। স্বয়ং রুস-সম্রাট্ এবং তাঁহার পরিজনবর্গ বিস্‌মার্কের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন।

এ দিকে প্রুসিয়ার রাজনীতিক মতের পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতেছিল। নবযুগের মন্ত্রি-সমাজের মন্ত্রণানীতি প্রথমতঃ প্রুসিয়ার জনসাধারণ সাগ্রহে বহন করিয়া লইয়াছিল। রাজ-ভ্রাতা রাজদণ্ড পরিচালনা করিবার সময় প্রথমতঃ যেরূপ উদারনীতির বাহ্য পরিচয় দিয়াছিলেন, বাস্তবিক অন্তরে তিনি ততদূর উদারনীতিক ছিলেন না। এই ব্যাপার উপলক্ষে মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজভ্রাতার মতানৈক্য

ঘটিতেছিল। তিনি অগ্রজের ন্যায় দেশের প্রচলিত বিধান ও নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য-শাসন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। রাজার ক্ষমতা মন্ত্রি-সমাজের মতের দ্বারা পরিচালিত হইবে, তিনি ইহার বিরোধী ছিলেন। রাজার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইতে তিনি দিবেন না। এ দিকে সচিব-বৃন্দ ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহারা পার্‌লামেণ্টের নিয়মানুসারেই চলিবেন; কাজেই রাজ-ভ্রাতার সহিত তাঁহাদের মত-বিরোধ ঘটিতে লাগিল। সেনাদল-সংস্কারের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় উভয় পক্ষের মতবিরোধ স্পষ্টীকৃত হইল।

রাজ-ভ্রাতা নিজে এক জন বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষ ছিলেন। সেনাদলের অবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। সুতরাং কোন্ কোন্ বিষয়ের সংস্কার করিলে সেনাদল শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, তিনি তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই উপলক্ষে সমর-সচিব বানস্ কর্ম্মত্যাগ করেন। জেনারেল ভন্ রুন্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। মন্ত্রি-সমাজ ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য সচিব উদারনীতিক ছিলেন, সেনাপতি রুন সংরক্ষণ-দলের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। রাজভ্রাতা অল্পদিনেই রুনের পরামর্শানুরে কাজ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে মন্ত্রি-সমাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। প্রধান সচিব রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আপনাকে দূরে রাখিলেন। কাজেই মন্ত্রি-সমাজ নেতৃবিহীন হইল।

বিস্‌মার্ক এ দিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সপরিবারে রুসরাজধানী সেণ্টপিটারস্‌বার্গে নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করিতেছিলেন। এখন কোনও বিষয়ে কেহ তাঁহার কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। রাজভ্রাতা পর-রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার কোন মতামত জানিতে চাহিতেন না। সুতরাং বিস্‌মার্ক নীরবে শান্তিতে বিদেশে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। ভন্ রুন্ মন্ত্রি-সমাজে প্রবেশলাভ করায় পরিণামে বিস্‌মার্কের উপকার হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিতেছি।

সেনাদলের সংস্কার লইয়া দেশের মধ্যে উদারনীতিক ও রক্ষণশীলদলের বিলক্ষণ মতবিরোধ চলিতেছিল, বিস্‌মার্ক সে বিষয়ের কোন সংবাদই পাইতেন না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে বিস্‌মার্ক তারযোগে সংবাদ পাইলেন যে, সেনাপতি রুন্ অবিলম্বে তাঁহাকে প্রুসিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য লিখিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি দীর্ঘপত্রও তিনি পাইলেন, তাহাতে সমস্ত কথার স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। ভ্রাতার মৃত্যুর পর প্রতিনিধি রাজভ্রাতা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে সমগ্র প্রজার অভিনন্দন তিনি গ্রহণ করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রি-সমাজ তাহাতে আপত্তি জানাইয়াছেন। উদারনীতিকদল বলিতেছেন, ইহাতে পূর্ব্বাচরিত প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সুতরাং রক্ষণশীল

দলের সহিত এ বিষয় লইয়া উদারনীতিক দলের ঘোরতর সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা। জেনারেল রুনের একান্ত ইচ্ছা, বিস্‌মার্ক অবিলম্বে যেন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিস্‌মার্ক তখনই সেণ্টপিটার্‌সবার্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি তারযোগে সংবাদ পাঠাইলেন, পত্রও লিখিলেন। পত্রের শেষাংশে লিখিলেন, যদি রাজা আমার মতানুসারে, অন্ততঃ আংশিকভাবে কার্য্য করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আনন্দের সহিত কার্য্যভার গ্রহণ করিব।

৯ই জুলাই বিসমার্ক বার্লিন নগরে উপনীত হইলেন। তখন গোলযোগ থামিয়া গিয়াছিল। বার্লিন নগর হইতে রুন্ পমিরানিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন। রাজা বেডেন্ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। প্রজার নিকট হইতে রাজা প্রজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন না, শুধু অভিষেক হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। সুতরাং বিস্‌মার্কের সচিবপদে নিযুক্ত হইবার সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। বিস্‌মার্ক জানিতে পারিলেন যে, সেণ্টপিটার্‌স্‌বার্গ হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইবে, কিন্তু কোন্ পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইবে, তাহা তখন তিনি জানিতে পারিলেন না। পরদিবস রাজা তাঁহাকে বেডেন নগরে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া, বিস্‌মার্ক তথায় যাত্রা করিলেন। রাজনীতিসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে বিস্‌মার্কের সহিত

রাজার পরামর্শ করিবার ছিল। বিস্মার্ক রাজার সহিত দেখা করিলেন; তিনি রাজাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

বিস্মার্ক পররাষ্ট্র-সচিবের পদপ্রার্থী ছিলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাকে এবারেও সে পদে নিয়োগ করিলেন না। অপর এক ব্যক্তি পররাষ্ট্রসচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্যাভিষেক-উৎসব সমাপ্ত হইবার পর বিস্মার্ক সেণ্টপিটারস্‌বার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। নিজের শরীর ভগ্ন, সন্তানগণেরও স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বিস্মার্ক অত্যন্ত মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন।

এ দিকে প্রুসিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কট সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পার্‌লামেণ্টের সহিত রাজার মতানৈক্য ঘটিতে লাগিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে পার্‌লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে দেশ শাসিত হইবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, এখন আবার সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। পরিণামফল কি হইবে, কেহই তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিল না। তবে এইটুকু বুঝা গেল যে, শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, পার্‌লামেণ্ট ও রাজা এই উভয় পক্ষের প্রাধান্যলাভের চেষ্টায় পরিণামে রাজাকে পার্‌লামেণ্টের প্রস্তাবে বাধ্য হইয়া অনুমোদন করিতে হইবে। রাজা সহজে নিজের মত পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ধ্রুব

বিশ্বাস ছিল, সেনাদলের সংস্কার না করিলে দেশ রক্ষা করা কঠিন কার্য্য হইবে, অথচ বলপূর্ব্বক নিজের মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি বিরোধী ছিলেন।

১০ই মে বিস্‌মার্ক বার্লিন নগরে উপনীত হইলেন। রাজার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ দেখিলেন, এ সঙ্কট হইতে এক বিস্‌মার্ক ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা তাঁহাকেই প্রধান সচিবপদে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রুন্ বিস্‌মার্কের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কয়েকজন সহ-যোগীও রুনের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। বিস্‌মার্ক পর-রাষ্ট্র-সচিবের পদপ্রার্থী ছিলেন। অন্য কোনও সচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না। রাজা কিন্তু তখনও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাকে ভয় করিতেন।

দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি কিছুই স্থির হইল না। বিস্‌মার্ক অধীর হইয়া উঠিলেন। পনের দিন পরে বিস্‌মার্ক প্রুসিয়ার রাজদূতপদে নিযুক্ত হইয়া প্যারী নগরীতে যাত্রা করিলেন। ৩০শে মে তিনি প্যারীতে পৌঁছিলেন। রাজা তাঁহাকে পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু ১৫ দিনের পর আরও ১৫ দিন অতীত হইয়া গেল, তথাপি বিস্‌মার্ক সে সম্বন্ধে কোনও কথা আর জানিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে বিস্‌মার্ক একবার লণ্ডনে বেড়াইতে গেলেন। লণ্ডনে গিয়া বিস্‌মার্ক মিঃ ডিজ্‌রেলীর সহিত পরিচিত হইলেন। ডিজ্‌রেলী অল্পদিনের পরিচয়েই বিস্‌মার্ককে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে পরিণামে বিচক্ষণতা ও রাজনীতিকুশলতার পরিচয় দিয়া জগতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন, ডিজ্‌রেলী বিসমার্কের কথা-বার্ত্তার ভাবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বিস্‌মার্ক সমগ্র জুলাই মাস প্যারীতে অবস্থান করিলেন। তিনি একাই তথায় ছিলেন; পত্নীকে পর্য্যন্তও তথায় লইয়া যান নাই; গভর্মেণ্ট হইতে একটি ভৃত্য পর্য্যন্ত পান নাই। এই সকল কারণে সে সময় তাঁহাকে আহারাদি সম্বন্ধেও নানারূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক যখন দেখিলেন যে, পররাষ্ট্র-সচিবের পদে রাজা তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেছেন না, রাজদূতপদেও পাকাপাকি রকমে বাহাল করিতে বিলম্ব হইতেছে, তখন তিনি ছুটীর দরখাস্ত করিলেন। তিনি রুন্‌কে লিখিলেন যে, রাজা তাঁহাকে এখন চাহিলেন না, যখন তাঁহার সহায়তালাভ গবর্মেণ্টের একান্ত আবশ্যক হইবে, রাজা যেন তখন তাঁহাকে আহ্বান করেন।

বহু কষ্টে বিস্‌মার্ক ছুটী পাইলেন। তিনি দেড় মাসের ছুটী লইয়া ম্যান্‌সিবাষ্টিনে চলিয়া গেলেন। এ সময়ে দেশের কোনও সংবাদ তিনি রাখিতেন না; এমন কি, জর্ম্মণীর

কোনও সংবাদপত্র পর্য্যন্ত তিনি পাঠ করিতে পান নাই। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি টুসোঁতে আসিলেন। সমুদ্রসলিলে অবগাহন এবং নির্ম্মল পার্ব্বত্যবায়ু সেবন করিয়া বিস্‌মার্ক পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। উদ্বেগহীন, কর্ম্মহীন জীবনযাপন করিয়া তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্যও ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি আবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় রুন্‌কে তিনি লিখিলেন যে, গবর্মেণ্ট যদি পাকাপাকি কোনরূপ বন্দোবস্ত না করেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন।

উক্ত পত্র প্রেরণ করিবার দুই দিন পরে তিনি পুনরায় একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। রুন্ তাঁহাকে অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ২০শে তারিখে তিনি বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন। বিস্‌মার্ক যে ঘোর দুর্দ্দিনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা আসন্ন। সেনাসংস্কার-ব্যাপার লইয়া পার্‌লামেণ্টের সহিত রাজার যে বাদানুবাদ চলিতেছিল, ভোটে তাহা উপেক্ষিত হইল। রাজা তথাপি নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি সেনাদল-সংস্কারের জন্য তখনও জেদ করিতেছিলেন। যখন মন্ত্রিবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, তখন রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, “এরূপ অবস্থায় তিনি গবর্মেণ্টের পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন।” রুন্ সেই সময়ে বিস্‌মার্ককে সাহায্য করিবার জন্য আসিতে লিখিয়াছিলেন। রাজা দেখিলেন,

মন্ত্রিবর্গ এবং পারলামেণ্টের সকলেই তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি পারলামেণ্টের মতে সায় দিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। রুন্ বলিলেন যে, "এখন বিস্মার্ককে প্রধান সচিবপদে বরণ করিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইতে পারে।" রাজা বলিলেন, "বিস্মার্ক ত এখন এখানে নাই।" রুন্ বলিলেন, "না, তিনি এখন বার্লিনেই উপস্থিত আছেন।" রাজা তখন পটস্ডাম্ নগরে বিসমার্ককে আসিবার জন্ত আদেশ প্রচার করিলেন। বিস্মার্ক রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি তখন টেবিলের ধারে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে কাজগপত্র বিস্তৃত। রাজা তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পারলামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের মত রাজমতের প্রতিকূল। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রধান সচিবের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না? বিস্মার্ক বলিলেন যে, "অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন, তিনি রাজাদেশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" রাজা তখন বিস্মার্ককে প্রধান সচিবের পদে নিয়োগ করিলেন। অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে তিনি প্রধান সচিব এবং পররাষ্ট্র-সচিব এই উভয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংঘর্ষ।

[১৮৬২—১৮৬৩]

বিস্‌মার্ক যখন প্রধান সচিবের পদ গ্রহণ করিলেন, তখন দেশের ঘোরতর দুর্দ্দিন। এরূপ গুরুতর অবস্থায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা সাহসিক ব্যক্তিরও হৃদয় কম্পিত হইত। রাজা তাঁহাকে শেষ অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক সমগ্র দেশবাসীর বিরুদ্ধে রাজাকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে লর্ড-সভার কতিপয় সদস্য ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার শত্রু ছিলেন। প্রুসিয়ার এবং সমগ্র ইউরোপের লোকমত তাঁহার প্রতিকূল। সকলেই ভাবিয়াছিল, বিস্‌মার্ক অবিলম্বে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। রাজাও অবশেষে পার্‌লামেণ্টের মতে চলিবে। সমগ্র দেশ-বাসীর বিরুদ্ধে রাজা একা কি করিতে পারেন? বিস্‌মার্ক চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। তিনি রাজার সাহায্যার্থ প্রধান সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রাজা কি শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিবেন? কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কতিপয় দিবস পরে বিসমার্ক লিডেন নগরে রাজার সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি দেখিলেন, রাজা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে রহিয়াছেন।

পার্লামেণ্টের সহিত আর বিরোধ না করিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। তিনি বলিলেন, "বৃথা প্রতিবাদে ফল কি? আমি কল্পনানেত্রে দেখিতেছি, অবিলম্বে আমার প্রাসাদের সম্মুখেই আপনার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইবে; তার পর আমার পালা।" বিস্‌মার্ক বলিলেন, "মহারাজ! আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ঘাতকের কুঠারে প্রাণত্যাগ করিতে কাতর নহি। আমি লর্ড ষ্ট্রাফোর্ডের ন্যায় মরিব। মহারাজও প্রথম চার্লসের ন্যায় প্রাণ দিবেন—ইহাতে অগৌরবের বিষয় কি আছে? ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাত্মাদের ন্যায় দেশের জন্য প্রাণসমর্পণ করিব, তজ্জন্য ক্ষোভের কারণ নাই।"

দেশের লোক বিস্‌মার্কের নিয়োগে প্রথমতঃ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা-শ্রবণে পার্লামেণ্টের সদস্যবর্গ হতাশ হইয়াছিলেন। কল্পনার দ্রুত-পরিবর্ত্তনশীল গতি এবং চিন্তার মৌলিকতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা করিয়াছিল। স্বদেশহিতৈষী সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ তাঁহার বক্তৃতায় বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া অসন্তুষ্টও হইয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে পোল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ রুসীয় গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। পশ্চিম-ইউরোপখণ্ডের সকলেই তাহাদের এই উত্তেজনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অষ্ট্রীয়া

একযোগে রুস সম্রাটের নিকট এ সম্বন্ধে আবেদন করিলেন। প্রুসিয়াও যাহাতে তাঁহাদের দলে আসেন, সেরূপ চেষ্টাও হইল। বিস্‌মার্ক তখন অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার বুঝাপড়া শেষ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা আবশ্যক। কারণ, অষ্ট্রীয়ার সহিত বিরোধ করিতে হইলে, অষ্ট্রীয়া যাহাতে অন্য মিত্রশক্তির সহায়তা লাভ না করিতে পারেন, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হয় ফ্রান্স, নয় ত রুসিয়ার সহিত প্রুসিয়ার বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা। পোল্যাণ্ডে যদি রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সকল কাজই বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি জানিতেন, "পোল্যাণ্ডের শুভাশুভের সহিত প্রুসিয়ার জীবন-মরণের সম্বন্ধ।" পোল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ যদি রুসিয়ার সহিত এক হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রুসিয়ার বিপদ্ অধিক। প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীন পোল্যাণ্ড পরিণামে প্রুসিয়ার পক্ষে শুভদায়ক হইবে না বটে, কিন্তু রুসসৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়া পোল্যাণ্ডবাসিগণ যদি ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রুসিয়ার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। সুতরাং বিস্‌মার্ক ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার সহিত যোগদান করা সঙ্গত মনে করিলেন না। বিস্‌মার্কের পরামর্শানুসারে রাজা স্বহস্তে রুস-সম্রাটের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন যে, বর্ত্তমান সমস্যায় রুসিয়া

ও প্রুসিয়া উভয়েরই তুল্য ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা—উভয়েরই একই স্বার্থ, সুতরাং এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের জন্ম উভয় রাজ্য একই প্রকার নীতি অবলম্বন করিবেন।

রুসিয়ার সহিত প্রুসিয়ার এ বিষয়ে গোপনে একটি সন্ধি হইল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রুসীয় এবং রুসীয় সেনাদল বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্ম সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিবে। ইতিমধ্যে দুই দল প্রুসীয় সৈন্ত যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পোল্যাণ্ডের সীমান্ত-প্রদেশে সমবেত হইল।

রুসিয়ার সহিত প্রুসিয়ার এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ শীঘ্রই সাধারণে প্রকাশিত হইল। জন-সাধারণ এবং পার্লামেণ্টের সদস্যবর্গ এ সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। গবর্মেণ্ট কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজের দায়িত্বে এইরূপ গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া চারিদিক্ হইতে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। বিস্‌মার্কের মন্ত্রণা শুনিয়া রাজা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে একা রুসিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপে প্রুসিয়ার দ্বিতীয় মিত্র কেহ রহিল না। ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিস্‌মার্ক বিচলিত হইলেন না। পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন করিলেন না। প্রুসিয়ার ভাবগতিক দেখিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রস্তাব করিলেন যে, অষ্ট্রীয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স একযোগে

প্রুসিয়ার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হউক। লর্ড রসেল্ নেপোলিয়নের এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড রসেলের জন্যই প্রুসিয়া এ যাত্রা ঘোরতর বিপজ্জাল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল; বিস্‌মার্ক আজীবন তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিস্‌মার্কের অবস্থা তখন আশাপ্রদ নহে। তাঁহার মন্ত্রিত্ব তখন টল্‌মল্ করিতেছিল। কিন্তু সকলের তীব্র আক্রমণ হইতে বিস্‌মার্ক আত্মরক্ষায় উদাসীন রহিলেন না। এই সময়ে তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। অতি কষ্টে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে-ছিলেন। রাজ্যের এবং রাজসভার অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই সর্ব্বদা তাঁহাকে রাজার অপ্রিয়ভাজন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কেহই তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না।

এ দিকে বিস্‌মার্ক রুস-সম্রাটের দৃঢ়-বন্ধুত্ব লাভ করি-লেন। সম্রাট্ তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। বর্ত্তমান ব্যাপারে তিনি বিস্‌মার্ককে রুস-সাম্রাজ্যের হিতা-কাঙ্ক্ষী জানিয়া তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইলেন। অষ্ট্রি-য়ার ও প্রুসিয়ার ব্যবহারে কত পার্থক্য! ভূতপূর্ব্ব রুস-সম্রাট্ অষ্ট্রীয়াকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই উপকারের পুরস্কারস্বরূপ অষ্ট্রীয়া এখন রুসিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিতে সমুদ্যত। কিন্তু প্রুসিয়া আজ

তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারিতেছেন না।

নেপোলিয়ন প্রস্তাব করিলেন যে, পোল্যাণ্ডবাসীদিগের সহিত যোগ দিবার জন্ত একদল ফরাসী সেনা লিথুয়ানিয়ায় অবতীর্ণ হইবেন। বিসমার্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জানাইলেন যে, ফ্রান্স যদি সেনাদল লিথুয়ানিয়ায় প্রেরণ করেন, তাহা হইলে প্রুসিয়ার সহিত ফ্রান্স যুদ্ধ-ঘোষণা করিতেছেন, এই-রূপ বুঝিতে হইবে। রুস-সম্রাট্ নেপোলিয়নের এই প্রস্তাব শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি প্রুসিয়ার রাজার নিকট পত্রযোগে জানাইলেন যে, রুস-সেনাদলের সহিত প্রুসীয় সেনাদল মিলিত হইয়া ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়াকে আক্রমণ করা যাউক। এ বড় প্রলোভন! বিসমার্ক অতিকষ্টে এই প্রলোভন দমন করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার কূট-রাজনীতি-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, রুসিয়ার সহিত যোগ দিয়া যদি প্রুসীয় সেনা-দল ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে প্রুসিয়াকেই নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে; ক্ষতি প্রুসিয়াকেই সম্পূর্ণরূপে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সন্ধির সময় রুস-সম্রাট দৌত্যভার নিজের স্কন্ধেই গ্রহণ করিবেন। রুসের সুবিধা অসুবিধা দেখিয়াই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। অষ্ট্রীয়ার সহিত যদি যুদ্ধ বাধে, এ ইচ্ছা বিসমার্কের বিলক্ষণ ছিল; কিন্তু সন্ধি-স্থাপনের সময় তাঁহারই নির্দ্দেশমত সন্ধি

হইবে, বিস্‌মার্ক সেই ক্ষমতা নিজের হস্তে রাখিতে চাহেন। সুতরাং বিস্‌মার্ক রুস-সম্রাটের ঐরূপ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে প্রুসিয়ারাজকে নিষেধ করিলেন।

প্রুসীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণের সহিত বিস্‌মার্কের মত-বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠিল। রাজার মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন না। প্রুসিয়ার নিয়ম-প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। সচিবগণ পার্লামেণ্টের সদস্য না হইলেও যে কোন সময় সভায় উপস্থিত হইয়া যোগদান করিয়া বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাহাতে কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিত না। সভার প্রেসিডেণ্টের পার্শ্বে উচ্চাসনে তাঁহারা উপ-বেশন করিতেন; অন্যান্য সদস্যের সহিত তাঁহারা বসিতেন না। প্রকৃতপক্ষে বিস্‌মার্ক এবং তাঁহার সহকারীরা পারলা-মেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। একবার কোন বিষয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সভার প্রেসিডেণ্টের সহিত বিস্-মার্কের মতবিরোধ ঘটে। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আলোচ্য বিষয়ের সহিত বিস্‌মার্কের বক্তৃতার কোন কোন বিষয়ে আদৌ সামঞ্জস্য নাই—তিনি শুধু অবান্তরকথার আলোচনা করিতেছেন। প্রতিবাদে বিস্‌মার্ক বলেন, "সভাপতি মহাশয় আমার বক্তৃতায় বাধা দিতে পারেন না, আমি তাঁহার অধীন নহি। আমার উপরওয়ালা মাত্র একজন, তিনি আমাদের রাজা। শুধু তাঁহারই আদেশ আমি অবনতমস্তকে পালন করিতে বাধ্য; আর কাহারও কথায় আমি আমার বক্তব্য

বিষয় বন্ধ করিতে পারি না।" এই বিষয় লইয়া সভাপতির সহিত বিস্‌মার্কের বিলক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধ হয়। সভাপতি বলেন যে, সভাগৃহে তাঁহারই প্রাধান্য বজায় থাকিবে। তিনি রাজমন্ত্রীর বক্তৃতা বন্ধ করিতে পারেন না সত্য, কিন্তু বাধা দিতে পারেন। বিস্‌মার্ক তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা না করিয়া আপন বক্তব্য বিষয় বলিয়া চলিলেন। সভাপতি তখন বলিলেন যে, বিস্‌মার্ক যদি তাঁহার আদেশানুসারে বক্তব্য বিষয় বন্ধ না করেন, তাহা হইলে তিনি তখনই সভা ভঙ্গ করিবেন। বিস্‌মার্ক তখন বলিলেন, "সভাপতি মহাশয় যদি সভার কার্য্য স্থগিত রাখেন, অবশ্য আমি তাহাতে বাধা দিতে পারি না। যাহা হউক, আমার বক্তব্য আমি দুইবার বলিয়াছি। তৃতীয়বার বলিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই।" অতঃপর সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল, আর কোন গোলযোগ ঘটিল না।

উক্ত ঘটনার কতিপয় সপ্তাহ পরে রুনের সহিত সভাপতির ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু রুন্ বিস্‌মার্কের মত নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। বিস্‌মার্ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন নাই; শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; রুন্ তাহা পারিলেন না। তিনি সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেন। সভাপতি রুনের বক্তৃতায় বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন, রুন্ তাঁহার কথা কাটিতে চাহিলেন না। সভাপতি তখন ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার যখন

ইচ্ছা হইয়াছে, মন্ত্রী বক্তৃতা বন্ধ করিবেন, তখন তাঁহার নিরস্ত হওয়াই উচিত। যদি তিনি আমার কথা না শুনিয়া বক্তৃতা করিতে চাহেন, তাহা হইলে কাজেই আমাকে টুপী পরিতে হইবে। সভাপতি টুপী মস্তকে ধারণ করিলে, বুঝিতে হইবে, সে দিনের মত কার্য্য স্থগিত রহিল।" রুন্ বলিলেন, 'সভাপতি টুপী পরিতে চাহেন পরুন, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, আমি কিন্তু আমার বক্তব্য না বলিয়া থামিব না ; কারণ, পার্‌লামেণ্টের বিধান অনুসারে আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই।" তখন উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। রুন্ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি নিজের জেদ বজায় রাখিতে গেলেন। তখন সভাপতি টুপী আনয়ন করিবার আদেশ দিয়া আসন পরিত্যাগ করিলেন। টুপী আসিলে তিনি উহা মাথায় পরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সদস্য আসন ত্যাগ করিলে, সভাভঙ্গ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি যে টুপী পরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নহে। এই টুপীটা খুব বড় ছিল, মাথায় রাখিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত আবৃত হইয়া গেল। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে প্রচণ্ড হাস্যরোল চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইল।

উক্ত ঘটনার পর সভাপতি বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবিষ্যতে সভাগৃহে নিয়ম ও শৃঙ্খলা সংরক্ষিত না হইলে তিনি

সভার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এ বিষয় লইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পারলামেণ্টের বহু পত্রব্যবহার হইল। কিন্তু কোন পক্ষই নূন্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। রাজার নিকট শেষে ব্যাপারটি পেশ করা হইল। তিনি মন্ত্রিবর্গের পক্ষেই সায় দিলেন।

বিস্‌মার্কের পরামর্শ অনুসারে রাজা নূতন আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাতে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ হইল। এতদিন সংবাদপত্রসমূহ যথেচ্ছ মত প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু নূতন আইন প্রচারিত হইবার পর তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। পার্‌লামেণ্টের অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। তখন রাজা ও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিরোধ বাধিল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে প্রজাসাধারণ যথেষ্ট স্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু নূতন বিষয় প্রচারিত হইবার পর তাহাদের স্বাধীনতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। তখন প্রজাবর্গের নেতৃগণ রাজার নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইল, রাজাদেশের বিরুদ্ধে নেতারা মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ তখন পূর্ব্বপ্রুসিয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলেন; নগরবাসিগণ তাঁহার অভিনন্দনের কোনও আয়োজন করিল না। এখন পার্‌লামেণ্টের সহিত মন্ত্রিবর্গের বিরোধ নহে—এ বিরোধ রাজার সহিত সমগ্র দেশবাসীর।

সহসা দেশবাসিগণ অবগত হইল যে, যুবরাজ তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। যুবরাজ বিস্‌মার্ককে কোনও দিন দেখিতে পারিতেন না। বিস্‌মার্কের স্পষ্টবাদিতায় তিনি বিরক্ত ছিলেন। রাজা তাঁহার বিশেষ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া, যুবরাজ বিস্‌মার্ককে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। যুবরাজের ইংরাজ-কুটুম্বগণ বিস্‌মার্ককে অনুকূল চক্ষে দেখিতেন না, সে জন্যও তিনি বিস্‌মার্কের প্রতি আরও হতশ্রদ্ধ হইলেন। সংবাদপত্র সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী প্রণয়নকালে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাতে যুবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

যুবরাজ অতঃপর প্রচার করিলেন যে, গবর্মেণ্টের যে সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল, এখন তিনি তাহা আর পরিচালন করিবেন না। সমস্ত রাজক্ষমতা তিনি পরিত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, প্রচলিত গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুবরাজ যেন দণ্ডায়মান না হন। তাহাতে ফল শুভ হইবে না। যুবরাজ পিতার নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করিবেন না; কিন্তু গোপনে সে চেষ্টায় বিরত হইলেন না। মন্ত্রিবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। যুবরাজ ও বিস্‌মার্কের মনোমালিন্য বহু দিন বিদ্যমান ছিল।

বিস্মার্ক স্বদেশবাসীকে বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে পরিণামে ফল কিরূপ হইবে, তাহা তিনি সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুদ্রাকরবিধান প্রচলিত হইবার পর সংবাদপত্রের সুর ফিরিয়া গেল। যাহারা পূর্ব্বে গবর্মে্ণ্টের বিরুদ্ধাচারী ছিল, তাহারা ক্রমশঃ সুর নরম করিয়া গবর্ণমেণ্টের তরফেই কয়তা দিতে আরম্ভ করিল। প্রকাশ্য সভা-সমিতির অধিকাংশ ক্রমশঃ বন্ধ হইল। দেশের মধ্যে অশান্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু শৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোথাও সংঘটিত হইল না।

জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল, এরূপভাবে বহুদিন চলিবে না। উদারনীতিকগণ ভাবিয়াছিলেন, পরিণামে তাঁহাদেরই জয়লাভ ঘটিবে। তখন রক্ষণশীলদলের কার্য্যকলাপের প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় লওয়া চলিবে। রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ যখন সিংহাসনাধিরোহণ করিবেন, তখন স্বায়ত্তশাসন জয়যুক্ত হইবে।

বিস্মার্ক পারলামেণ্টকে প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রূপ করিতেন। তাহাতে সকলেরই চিত্ত তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণ লুব্ধ আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া তখনও জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের আনুকূল্য করিতে ভুলিল না। রাজা দেশভ্রমণে বাহির হইলে জনসাধারণ তাঁহার অভিনন্দনে বিরত হইল। বরং সচিববৃন্দকে রাজা

যাহাতে কর্ম্মচ্যুত করেন, তজ্জন্য তাহারা রাজার নিকটে আবেদন করিতে লাগিল ; কিন্তু গবর্মেণ্টের কার্য্যকলাপের প্রতি ক্রমশঃ লোকের বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল।

ইংলণ্ডের লোকমত তখন প্রুসিয়ার রাজার অনুকূলে ছিল না। প্রুসিয়ানগণ ইংরাজের অনুকরণ করিয়াছিল। কাজেই তাঁহাদের প্রতি ইংরাজের সহানুভূতি জন্মিবে, ইহা স্বাভাবিক। ইংরাজগণ বলিতেছিলেন, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রজার হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপন করিতেছেন, প্রুসিয়ার রাজা এইরূপ ভাবেই কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না কেন ? ইংলণ্ডের অনুকরণ করিলেই ত প্রুসিয়ার সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটে, রাজাও প্রজার নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠেন।

সেনাদলবৃদ্ধির প্রস্তাব লইয়া পার্লামেণ্টের সহিত রাজা বা গবর্মেণ্টের বিরোধ। প্রুসীয় পার্লামেণ্ট সেনাদল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, রাজা বলেন যে, সেনাদলবৃদ্ধি না করিলে প্রুসিয়া জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে পারিবে না। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের যেমন নৌবল নহিলে চলে না, প্রুসিয়ার পক্ষেও সেইরূপ সেনাদলের বিশেষ প্রয়োজন।

লোকে বলিয়া থাকে, প্রুসিয়ার রাজা ও পার্লামেণ্টের এই বিরোধ উপলক্ষেই সমগ্র ইউরোপে সামরিক শক্তির উদ্বোধনের সূত্রপাত হয়, অর্থাৎ এই সময় হইতেই বিভিন্ন রাজ্য আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যদল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন।

অবশ্য কথাটা সত্য, তবে সম্পূর্ণ নহে—আংশিকভাবে সংঘর্ষের দোষ একা প্রুসিয়ার নহে। প্রথমতঃ অষ্ট্রীয়াই সৈন্যদল সংগ্রহে ব্রতী হয়েন, রুসিয়ার সহায়তায় অষ্ট্রীয়া নিয়মিত সেনাদল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাহার দেখাদেখি ফ্রান্সও সেনাদল সংগ্রহে মনোযোগী হন। প্রুসিয়া তখন আত্মরক্ষার্থ সেনাদলের সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। এই বিষয় লইয়া পার্‌লামেণ্টের সহিত প্রুসিয়ার রাজার যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য বিস্‌মার্ককে অপরাধী করা চলে না। তিনি সে জন্য দায়ী নহেন। তিনি প্রধান সচিবপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রিসমাজ এই বিরোধের সৃষ্টি করেন। যদি দুই বৎসর পূর্ব্বে বিস্‌মার্ক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আদৌ উপস্থিত হইত কি না সন্দেহ। উদারনীতিকদলের নেতৃবর্গ ভ্রমক্রমে প্রথম এই বিরোধের সৃষ্টি করেন। সে সময় বিস্‌মার্ক যদি কর্ত্তৃত্বভার পাইতেন, তাহা হইলে সামান্য চেষ্টাতেই তিনি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন। গবর্‌মেণ্ট ও পার্‌লামেণ্টের বিরোধ কোন না কোন উপায়ে মিটাইয়া দিতে পারিতেন; রাজার ঘোরতর বিপদের সময় বিস্‌মার্ক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, রাজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সে দুর্দ্দিনে তিনি রাজাকে সাহায্য না করিলে প্রুসিয়ার কি অবস্থা হইত, তাহা কল্পনা করা যায় না।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্লেজউইগ্ হলষ্টেন্।

[১৮৬৩—১৮৬৪]

মন্ত্রিপদে অধিরূঢ় হইবার পূর্ব্বে বিস্‌মার্ক বলিয়া আসিতেছিলেন যে, পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে যতই দৃঢ়তার সহিত রতিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যাইবে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ততই উন্নত হইবে—দেশবাসীর দেশাত্মবোধ ততই বর্দ্ধিত হইবে। প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। পার্‌লামেণ্টের সহিত গবর্‌মেণ্টের সংঘর্ষ চলিতেছিল বলিয়া, বিস্‌মার্কের সাহায্য রাজার প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজা তাঁহাকে কোনরূপেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ, বিস্‌মার্ক মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলে রাজা নিঃসহায় হইয়া পড়িবেন, তখন পার্‌লামেণ্টের মতানুসারে তাঁহাকে চলিতেই হইবে। বিসমার্ক এইরূপ সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া, শত্রুপক্ষ যাহাতে রাজার উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ না পান, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বিরুদ্ধপক্ষ সর্ব্বদাই বিস্‌মার্কের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত থাকিতেন এবং রাজার নিকট অবসর পাইলেই বিস্‌মার্কের নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহার প্রভাবকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেন।

বিস্মার্ক আপন মনে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। দেশে যে পার্লামেণ্ট আছে—ইহা মনে করিয়া তিনি কোনও দিন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না।

জুলাই মাসের শেষভাগে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট প্রস্তাব করিলেন যে, জর্ম্মণীর রাজন্যবর্গ লইয়া একটা মিত্র-সমিতি গঠিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জর্ম্মণ রাজগণ একত্রে সম্মিলিত হইয়া এই সমিতি কি ভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইবে, তাহার আলোচনা করিবেন। প্রুসিয়া-রাজ এই সম্মিলনে যোগদান করিবেন কি না? রাজা প্রথমতঃ নানা কারণে এই সম্মিলনে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দুই দিন পরে রাজার নামে যথারীতি নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। ফ্রাঙ্কফোর্টে সভার অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যে প্রস্তাব করিবেন, সমবেত রাজগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন না। অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের প্রস্তাবিত বিষয়টি তাঁহার সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভ-দায়ক, সুতরাং তাহা কার্য্যে পরিণত করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রুসিয়ার রাজা এই সম্মিলনে যোগদান না করিলে সমস্তই পণ্ড হইবে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট সুতরাং প্রুসিয়ার রাজাকে আহ্বান করিবার জন্য স্বতন্ত্র দূত প্রেরণ করিলেন। প্রুসিয়ার রাজা পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন,

এখন যাহাতে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সভায় যোগদান করেন, তজ্জন্য এই দূত প্রেরিত হইল। রাজা তখন ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্নিহিত বেডেন নগরে বাস করিতেছিলেন। প্রুসিয়ার নৃপতি এবার বিষম সমস্যায় পড়িলেন। জর্ম্মণীর ত্রিশ জন নৃপতি একযোগে সানুনয়ে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এক জন নরপতি স্বয়ং আসিয়াছেন। এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা বড়ই দুরূহ। ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিস্‌মার্কের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বুঝিলেন, যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু এত বড় প্রলোভন দমন করাও কঠিন। রাজার আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজাও সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন; কিন্তু বিস্‌মার্ক একা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করিলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর বিস্‌মার্কের জয় হইল, রাজা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

যথাসময়ে রাজগণের কংগ্রেসের বৈঠক বসিল। নৃপতিবৃন্দ বহু বৎসর পরে অমাত্যগণের প্রভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বয়ং দেশের অবস্থার আলোচনার অবসর পাইলেন। তাঁহাদের সচিবগণও ফ্রাঙ্কফোর্টে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এ সভায় কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। বিস্‌-মার্কের প্রভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে বিস্ময় এবং ঈর্ষার সঞ্চার হইল। বিস্‌মার্ক তাঁহার রাজার জন্য যাহা

করিয়াছিলেন, ইঁহারা স্ব স্ব রাজার জন্য সে কাজ করিতে পারেন নাই। বিস্‌মার্ক প্রুসিয়ার রাজাকে যদি এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে বাধা না দিতেন, তাহা হইলে প্রুসিয়ার গৌরবজনক অবস্থালাভ ঘটিত কি না সন্দেহ।

জর্ম্মণীতে অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে কে প্রাধান্য লাভ করিবে, এই ঘটনা হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়। বিস্‌মার্ক এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। অষ্ট্রিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া প্রুসিয়াকে জর্ম্মণীর ভবিষ্যৎ সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্লেজউইগ্‌ হলষ্টেন-সমস্যা তাঁহার অভীষ্টলাভে অন্তরায় হওয়াতে বিস্‌মার্ক নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

হলষ্টেন্‌ জমীদারী জর্ম্মণীর অন্তর্গত ছিল। এই জমীদারীর মালিক (ডিউক অব হলষ্টেন) ডেন্‌মার্কেরও রাজা ছিলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। যিনি হলষ্টেনের ডিউক, তিনিই ডেন্‌মার্কের সিংহাসনের অধিকারী হইতেন। ডেন্‌মার্ক-রাজ্যের সহিত হলষ্টেনের এই যে যোগ, ইহা প্রথমতঃ ব্যক্তিগত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ শ্লেজউইগের জমীদারীও ডেন্‌মার্কের রাজার অধিকারভুক্ত হইল। শ্লেজউইগ্‌ প্রদেশ জর্ম্মণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। হলষ্টেনের আমীর-ওমরাহগণ ধীরে ধীরে শ্লেজউইগ্‌ প্রদেশে জর্ম্মণ-ভাষা এবং জর্ম্মণীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন, সুতরাং কালক্রমে সমগ্র শ্লেজউইগ্‌ প্রদেশ জর্ম্মণীর প্রভাবে

প্রভাবিত হইয়া উঠিল। বহুকাল পূর্ব্বে ডেন্‌মার্কের কোন রাজা হলষ্টেন ও শ্লেজ্‌উইগ্‌ প্রদেশে একই প্রকার রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রচলন করিয়া যান; তাহার ফলে এই দুই প্রদেশ সর্ব্ববিষয়ে প্রায় অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। একই রাজার শাসনে এই প্রদেশযুগল শাসিত হইয়া আসিতেছিল। দেশাচার একই প্রকারের, ভাষাও এক, সুতরাং শ্লেজ্‌উইগ্‌ এবং হলষ্টেন এই প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসীরা একই শাসনকর্ত্তার অধীনে কালযাপন করিবার দাবী করিত। ডেনমার্কের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ তাহারা স্বীকার করিতে চাহিত না, তাহাদের এই দাবী সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আপত্তি হইলেও সে কথা লইয়া বেশী আলোচনা বা সংঘর্ষ উপস্থিত পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার লইয়া প্রথম গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দিনেমারগণ এত দিন শ্লেজ্‌উইগ্‌ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, কিন্তু উদারনীতিক মতের প্রাদুর্ভাবকালে জননায়কগণ শ্লেজ্‌উইগ্‌ প্রদেশ জর্ম্মণ-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সেই প্রদেশে পুনরায় দিনেমারের প্রভাব বিস্তার করিবার সঙ্কল্প করেন। তাহাতে যদি হলষ্টেন প্রদেশের কোনও ক্ষতি হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন না। দিনেমার জন-নায়কগণের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে শ্লেজ্‌উইগ্‌ ও হলষ্টেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় হলষ্টেন ও

শ্লেজউইগ্‌বাসিগণ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার উপলক্ষে বিপ্লববহ্নিও প্রজ্বলিত হইল। প্রুসিয়া সেই বিপ্লবে বিদ্রোহিগণের সহায়তা করিয়াছিল। জর্ম্মণীর অভিজাত-সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ একবাক্যে এই বিপ্লবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শাসন-সমস্যা ব্যতীত উত্তরাধিকার ব্যাপার লইয়া সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল। ডেন্‌মার্ক রাজবংশের পুরুষশাখা অপত্যহীন হইয়া পড়িতেছিল। এ জন্য ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে একটা নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় যে, রাজবংশের কন্যার সন্তান-সন্ততি পরে রাজ্যাধিকার লাভ করিবেন। কিন্তু শ্লেজউইগ্‌ ও হলষ্টেন প্রদেশে প্রাচীন নিয়মানুসারেই কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। নূতন নিয়ম এতদিন সেখানে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ডেন্‌মার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর হলষ্টেনের সহিত ডেন্‌মার্কের সংস্রবসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কারণ, তিনি অপুত্রক। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্য শাখার কেহ ডেন্‌মার্কের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা। তখন হলষ্টেনের সহিত শ্লেজউইগের চিরা-চরিত প্রথাও বিলুপ্ত হইবে না কি? হলষ্টেন ও শ্লেজ-উইগ্‌বাসিগণ মত প্রকাশ করিলেন যে, এই উভয় প্রদেশ একই সূত্রে গ্রথিত থাকিবে। ইহাদিগের সংস্রব কিছুতেই ছিন্ন করিতে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু দিনেমারগণ সঙ্কল্প করিলেন যে, শ্লেজউইগ্‌ প্রকৃতপক্ষে ডেন্‌মার্কের অন্তর্ভুক্ত

উহাকে স্বরাজ্যের শাসনাধীন রাখিতেই হইবে। ডেন্‌মার্কের রাজা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজ বংশের অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ডেন্‌মার্কের যিনি সিংহাসনে বসিবেন, তিনিই এ উভয় প্রদেশেরও স্বত্বাধিকার লাভ করিবেন। এ বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে? যাহার শক্তি বেশী, তাহারই কথামত কাজ হইবে ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

জর্ম্মণী অপেক্ষা ডেন্‌মার্কের শক্তি তখন বেশী। প্রুসিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থ সেনাদল পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু গতিক বুঝিয়া সেনাদলকে ফিরাইয়া আনিতে হইল। ইহার পর ইউরোপীয় কংগ্রেসে এই সমস্ত সমাধান করিবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। সেবার লণ্ডননগরে কংগ্রেসের বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, ক্রীশ্চিয়ান্ প্লকসবর্গ ভবিষ্যতে সমগ্র ডেন্‌মার্কের রাজা হইবেন। লণ্ডনের সন্ধিপত্রে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়াও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্টের ডায়েট বা পার্‌লামেণ্ট সেই সন্ধির কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন না। সেই সময়ে ডেন্‌মার্কও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, শ্লেজউইগ হলষ্টেন এবং ডেন্‌মার্ক রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবেন। শ্লেজউইগের জর্ম্মণ অধিবাসীদিগের প্রতি দিনেমারগণ কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না। দিনেমারগণ জর্ম্মণদিগকে বিদ্বেষনেত্রে অবলোকন করিতে

লাগিলেন। জর্ম্মণভাষা শ্লেজউইগ্ প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তাঁহারা সেই ভাষাশিক্ষার প্রচলন বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। নব নব বিধান প্রণয়ন করিয়া শ্লেজউইগ হলষ্টেনের অধিবাসীদিগকে অসুবিধায় নিক্ষেপ করিলেন। হলষ্টেনের অধিবাসীরা পার্লামেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিল; দিনেমারগণের এই সকল অত্যাচার ও অবিচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্লেজউইগ হলষ্টেনের অধিবাসিগণ আবেদন করিল। জর্ম্মণগণ দিনেমারগণের হস্ত হইতে শ্লেজউইগ হলষ্টেন প্রদেশদ্বয়কে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমগ্র জর্ম্মণজাতি অনুকম্পা ও উত্তেজনার আতিশয্যে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

বিসমার্ক কিন্তু এই আন্দোলন ও উত্তেজনায় কোনরূপ যোগদান করিলেন না। শ্লেজউইগ হলষ্টেন ব্যাপারে প্রথমতঃ তাঁহার কোনও স্বার্থ ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বাপর ধারণা ছিল, এই প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসিগণ তাহাদের বিধানসঙ্গত রাজার আদেশপালনে বিমুখ—বিদ্রোহী। তিনি মনে মনে বরং ডেন্‌দিগের পক্ষেই ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, যদি শ্লেজউইগ হলষ্টেন ব্যাপার লইয়া প্রুসিয়ার সহিত ডেন্‌মার্কের যুদ্ধ বাধে, তবে ক্ষতি সম্পূর্ণই প্রুসিয়ার হইবে। প্রুসিয়ার তীরভূমি দিনেমারগণ রণপোত-বহরের দ্বারা ছাইয়া ফেলিবে। যদি প্রুসিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহা হইলে ফ্রাঙ্কফোর্টের ডায়েট বা পার্লামেণ্ট প্রবল হইয়া

উঠিবে। আর যুদ্ধে পরাজিত হইলে প্রুসিয়ার মাথায় কলঙ্ক-পসরা বিরাজ করিবে। বিসমার্ক যত দিন ফ্রাঙ্কফোর্টে ছিলেন, তত দিন তিনি ব্যাপারটিকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন, যুদ্ধ যাহাতে না বাধে, সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রি-পদে আরূঢ় হইয়াও তিনি এই নীতিরই অনুসরণ করিতে-ছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একটা নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল, তদ্দ্বারা হলষ্টেন প্রদেশ ডেন্মার্ক রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গেল। হলষ্টেনের সহিত কোনও সংস্রব রহিল না। জনসাধারণ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া জর্ম্মণ পারলামেণ্টে তাহাদের আবেদন পেশ করিল। জর্ম্মণ জাতীয় সম্প্রদায় এই ঘটনা উপলক্ষে ডেন্মার্কের সহিত যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বিসমার্ক ওলডেন্বার্গের ডিউকের নিকট পত্র লিখিলেন। তিনি তখনও শান্তিরক্ষার প্রয়াসী। দিনে-মারগণের উপর তিনি চাপ দিতে লাগিলেন, ইংলণ্ডও এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিলেন। কিন্তু ডেন্মার্কের গব-র্মেণ্ট বিসমার্কের প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তিনি শান্তি-রক্ষার জন্য দিনেমারগণকে যে পন্থার অনুসরণ করিতে অনু-রোধ করিয়াছিলেন, দিনেমারগণ তদনুসারে কার্য্য করিতে চাহিলেন না। বরং শ্লেজউইগ প্রদেশ যাহাতে ডেন্ রাজ্যের আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তদনুরূপ আর একটা নিয়ম প্রচা-রিত হইল। ইহাতে জর্ম্মণীর সহিত ডেনমার্কের সন্ধিবন্ধন

ছিন্ন হইয়া গেল, একটা যুদ্ধ-সম্ভাবনা ঘটিল। ইতিমধ্যে ডেন্‌মার্কের রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল যে, ক্রীশ্চিয়ান প্লকৃসবার্গ সিংহাসনাধিরোহণ করিবেন। কিন্তু সেই সময় শ্লেজউইগ-হলষ্টেনের আর একজন দাবীদার আবির্ভূত হইলেন। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পরদিবস অগষ্টেনবার্গের ডিউকের জ্যেষ্ঠপুত্র ফ্রেডরিক ঘোষণাপত্র দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, অষ্টম ফ্রেডরিক নামধারণ পূর্ব্বক তিনি শ্লেজউইগ প্রদেশের ডিউকত্বের দাবী করিতেছেন। এই অভিনব ব্যাপারে জর্ম্মণগণ মনে করিল, এই ব্যক্তিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইনি উভয় প্রদেশের ডিউকত্ব লাভ করিলে শ্লেজউইগ-হলষ্টেন চির-দিনের জন্য ডেন্‌মার্কের শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এক লণ্ডনের সন্ধিপত্রই যা বাধা। কিন্তু সমগ্র জর্ম্মণী যদি অগষ্টেনবার্গের সহায়তা করে, তাহা হইলে পুরাতন সন্ধিপত্র কোনও কাজে লাগিবে না।

লণ্ডনের সন্ধিপত্র অস্বীকার করিবার জন্য বিস্‌মার্ক অনুরুদ্ধ হইলেন। প্রয়োজন হইলে প্রুসীয় সেনাদল অগষ্টেনবার্গের সাহায্যার্থে ডেন্‌মার্কের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিবে, জনসাধারণ এবং পার্‌লামেণ্ট এরূপ প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বিসমার্ক ইহাতে আদৌ সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, প্রুসিয়ারাজ যখন সন্ধিপত্রে

স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন কোনও ক্রমে সন্ধিপত্র অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিসমার্ক ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, জর্ম্মণগণের অনুরোধক্রমে যদি তিনি সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া অগষ্টেনবার্গের ডিউকের সহায়তা করেন, তাহাতে ফল কি হইতে পারে? শুধু ডেন্‌মার্কের সহিত যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহা নহে, রুসিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডের অজেয় রণপোতবহরের সহিত যুদ্ধে প্রুসিয়া কখনই জয়লাভে সমর্থ হইবে না। প্রুসিয়ার ইহাতে কোনও স্বার্থ বিজড়িত নহে। অগষ্টেনবার্গের ডিউক শ্লেজউইগ-হলষ্টেনের ডিউকত্ব লাভ করিলেই বা কি, না করিলেই বা কি? প্রুসিয়ার কোনও লাভ নাই; বরং ক্ষতি যথেষ্ট। সুতরাং বিসমার্ক জর্ম্মণীর জনসাধারণের এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। অষ্ট্রীয়াও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনিও সন্ধিভঙ্গ করিতে চাহিলেন না। কাজেই চিরশত্রুতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে প্রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রীয়ার মতের সামঞ্জস্য দেখা গেল।

কিন্তু প্রিন্স অগষ্টেনবার্গের প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্শনে বিসমার্ক কিছু বিচলিত হইলেন। প্রুসীয় রাজ-বংশের সকলেরই সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, যুবরাজের পত্নীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। রাজা স্বয়ং প্রিন্সের পক্ষপাতী। তিনি শ্লেজউইগ এবং হলষ্টনের ডিউকত্ব লাভ করেন, রাজা মনে মনে সে কামনা করিতেন। প্রিন্স বার্লিনে আগমন

করিলে, রাজা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। লণ্ডনের সন্ধিপত্রে রাজা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি দুঃখিত। তবে যাহাতে সে সন্ধিপত্র বাতিল হয়, রাজা সে চেষ্টা করিতেছেন, এ কথা তিনি প্রিন্স অগষ্টেনবার্গকে জানাইলেন। বিস্মার্ক দেখিলেন, সকলেই প্রিন্সের পক্ষে, শুধু তিনি একা তাঁহার বিরোধী।

বিসমার্ক রাজাকে বুঝাইলেন যে, লণ্ডনের সন্ধিভঙ্গ করিয়া তিনি যদি প্রিন্সের পক্ষাবলম্বন করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে। তাহাতে রাজ্যের ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজা বুঝিলেন, সন্ধিভঙ্গ করা নিরাপদ হইবে না। কিন্তু মনে মনে তিনি প্রিন্সের পক্ষাবলম্বী রহিলেন। যুবরাজ তখন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তথাপি তিনি ও তাঁহার পত্নী প্রিন্সের সাহায্যকল্পে পশ্চাৎপদ হইলেন না। বিস্মার্ক চারিদিক্ হইতে বাধা পাইয়াও ভগ্ন-মনোরথ হইলেন না। দেশের ইতর ভদ্র সকলেই প্রিন্সের পক্ষে, স্বয়ং রাজাও তাঁহার পক্ষাবলম্বী। বিস্মার্কের পক্ষে শুধু অষ্ট্রীয়া। সমগ্র জর্ম্মণী একদিকে হইলেও বিস্মার্ক লণ্ডনের সন্ধিভঙ্গ হইতে দিলেন না। তিনি প্রিন্স অগষ্টেনবার্গের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রীশ্চিয়ান্ যখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সন্ধিপত্রের বলে উভয় প্রদেশের ডিউকত্ব লাভ করিয়াছেন, তখন তিনিই উহার মালিক, প্রিন্স অগষ্টেনবার্গ কোনও মতেই উহা লাভ

করিবার অধিকারী নহেন। অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বাপর এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন। বিস্‌মার্কের যুক্তির সারবত্তা রাজা বুঝিলেন; কিন্তু তিনি বিষয়টি জর্ম্মণ পার্‌লামেণ্টে উপস্থাপিত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রিন্সের পক্ষেই ভোট্ দিবেন, প্রুসিয়া প্রকাশ্যভাবে প্রতিকূলাচরণ করিবেন, তাহাতে অধিকাংশ লোকের ভোট অনুসারেই কার্য্য হইবে। কিন্তু বিস্‌মার্ক বলিলেন, তাহা হইবে না। যদি অধিকাংশ ভোট প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, তখন প্রুসিয়াকে পার্‌লামেণ্টের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার ফলে সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তখন প্রুসিয়াকে একা যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বিস্‌মার্ক তাহাতে রাজী ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "একা যুদ্ধ করা অপেক্ষা বরং ডেন্‌মার্কের সহিত মিত্রতা করা বাঞ্ছনীয়।"

ডিসেম্বর মাসে হ্যানোভারিয়ান ও স্যাক্সন্‌গণ হলষ্টেন অধিকার করিল। দিনেমারগণ বাধা না দিয়া ইডার নদের অপর পারে চলিয়া গেল। ডিসেম্বরের শেষভাগে সমগ্র হলষ্টেন অধিকৃত হইল। জর্ম্মণ-সৈন্যের পশ্চাতে প্রিন্স অগষ্টেন্‌বার্গ আসিলেন। তিনি হলষ্টেনে জাঁকিয়া বসিলেন। তখন অগষ্টেন্‌বার্গের পক্ষীয়গণ তাঁহাকে ডিউকত্ব-প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। পার্‌লামেণ্ট যাহাতে শীঘ্রই এ বিষয়ে মীমাংসা করেন, প্রিন্সের পক্ষভুক্তগণ

তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, হলষ্টেন প্রদেশ প্রিন্স অগষ্টেন্‌বার্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার পরই শ্লেজউইগ প্রদেশ আক্রমণ করেন। বিস্‌মার্ক তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, এরূপ করিলে লণ্ডনের সন্ধিভঙ্গ হইয়া যাইবে। অষ্ট্রীয়া তাঁহার মতে সায় দিলেন। বিস্‌মার্ক বুঝিয়াছিলেন যে, জর্ম্মণ পার্‌লামেণ্টের কার্য্যে প্রুসিয়া বাধা দিতেছেন বলিয়া অষ্ট্রীয়া, প্রুসিয়া এবং সম্ভবতঃ ফ্রান্স প্রুসিয়ার বিপক্ষ আচরণ করিবেন না। ইংলণ্ডও বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিবেন না. শুধু জর্ম্মণীর লোকমত তাঁহার বিরুদ্ধে; প্রুসীয় ও জর্ম্মণ-পার্‌লামেণ্ট তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যতক্ষণ রাজা তাঁহার কথামত কাজ করিবেন, ততক্ষণ কোন ভাবনা নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তখনও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই।

প্রুসীয় পার্‌লামেণ্ট অগষ্টেন্‌বার্গের সহায়তা করিবার জন্যই ব্যগ্র। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, বিস্‌মার্ক শ্লেজউইগ প্রদেশ ডেন্‌মার্কের রাজার হস্তে সমর্পণের জন্য উদ্যত। তিনি যে মন্ত্রণাকুশলতায় বিন্দুমাত্র দক্ষ নহেন, সকলেই এইরূপ ভাবিয়া লইয়াছিল। বিস্‌মার্ক তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি আপন মনে অভীপ্সিত কার্য্য সমাধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিস্‌মার্ক প্রস্তাব করিলেন যে,

"নবেম্বর মাসের আইনটা" ডেন্‌মার্কের রাজা যদি রহিত করেন, তাহা হইলে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া ডেন্‌মার্কের সহায়তা করিয়া হলষ্টেন হইতে জর্ম্মণ-সেনাদলকে হটাইয়া দিবেন। আর যদি ডেন্‌মার্কের রাজা তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্লেজউইগ অধিকার করিবেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত এই মর্ম্মে প্রুসিয়ার একটা সন্ধি হইয়া গিয়াছিল। প্রুসীয় পার্‌লামেণ্ট ইহাতে আপত্তি করিয়া প্রুসিয়ার রাজাকে বলিলেন যে, ইহার ফলে শ্লেজউইগ ও হলষ্টেন প্রদেশদ্বয় ডেন্‌মার্কের হস্তেই চলিয়া যাইবে। কারণ, ইংলণ্ড ডেন্‌মার্কের রাজাকে "নবেম্বরের আইন" রহিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন; ডেন্‌মার্ক ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব হারাইবার আশঙ্কায় এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। তখন কাজেই বাধ্য হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে শ্লেজউইগ ও হলষ্টেন ডেন্‌মার্কের রাজাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এত চেষ্টা করিয়া তাঁহারা হলষ্টেনে জর্ম্মণ-সেনাদল লইয়া গিয়াছেন। প্রিন্স অগষ্টেনবার্গকে শ্লেজউইগ এবং হলষ্টেনের গদীতে পাকা করিয়া বসাইবার আয়োজন হইতেছে, শেষে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। কিছুকাল পরে বিউষ্ট বিসমার্ককে এ বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, "আমি বিশেষরূপে জানিতাম, ডেন্‌মার্ক কথনই এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। আমি ডেন্‌মার্কের রাজনীতিকগণের মনে এ বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলাম যে, ইংলণ্ড তাঁহাদের সহায়তা

করিবেন ; কিন্তু আমি জানিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা হইবার নহে।" কিন্তু বিসমার্ক শুধু এই বিশ্বাসবশে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। তিনি আরও পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে ভাবে তিনি চরম প্রস্তাবটি ডেনমার্কের রাজার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা ইচ্ছা সত্ত্বেও সে প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে পারিতেন না। ১লা জানুয়ারী তারিখের পূর্ব্বেই এই আইনটির পুনরালোচনা হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু শুধু রাজার মত বা স্বাক্ষরের দ্বারা তাহা হইবার নহে। রিগসরাডের (Rigsrad) অনুমোদন ব্যতীত উহা হইতে পারিত না। কিন্তু রিগসরাড সে সময় প্রচলিত ছিল না। পুনরায় উহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে তাহা ঘটিতেই পারে না। কিন্তু তত দিন সময় কোথায় ? যদি বা অনেক কষ্টে ঐ সময়ের পরে সমিতির অধিবেশন হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে "নবেম্বরের আইন" অনুসারে কাজ করিতে হয়। তাহার অর্থ,—প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ-ঘোষণা। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিসমার্ককে অনুরোধ করিলেন, আরও কিছু সময় দেওয়া হউক, নহিলে ডেনমার্ক এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন কিরূপে ? বিসমার্ক কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি অতিরিক্ত সময় দিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "দিনেমারগণ বহুকাল হইতে ঐরূপ সময় চাহিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিতেছেন।

আর তিনি বিলম্ব করিতে পারেন না, যত দিন ডেন্‌মার্কের উদারনীতিকগণ রাজকার্য্য পরিচালন করিবেন, তত দিন জর্ম্মণী ও ডেন্‌মার্কের "শান্তি সংরক্ষিত হইবার নহে।"

ডেন্‌মার্ক বিস্‌মার্কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইংলণ্ডের নিকট দিনেমারগণ যে সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা সহসা ঘটিল না। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অষ্ট্রীয় ও প্রুসীয় সেনাদল হলষ্টেনে প্রবেশ করিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে তাহারা শ্লেজউইগ আক্রমণের উদ্যোগ করিল। সম্মিলিত জর্ম্মণ-সেনাদল হলষ্টেনে ছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য দিনেমারগণের বিরুদ্ধাচরণ করা। অষ্ট্রীয় ও প্রুসীয় সেনাদলেরও সেই অভিপ্রায়। কিন্তু তাহারা আবার পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। প্রুসীয় এবং অষ্ট্রীয় সেনাদল ক্রমশঃ ডেন্‌মার্ক অভিমুখে অভিযান করিল।

সুসংস্কৃত প্রুসীয় সৈন্য এই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। অষ্ট্রীয়ার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জর্ম্মণীর সম্মানরক্ষার্থে তাহারা আজ রণাঙ্গনে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, বিস্‌মার্ক প্রুসীয় সেনাদলের মনে এই বিশ্বাসসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। কার্য্যতও তাহাই তাহারা দেখিতে পাইল। যুদ্ধ আরম্ভের পর বিসমার্কও লোকের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী বিসমার্কের

জন্যই আজ তাহারা পূর্ব্বতন মিত্রের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ন্যায় সমরে ঝম্প-প্রদান করিয়াছে। এ যুদ্ধ অন্যায়ের পক্ষসমর্থনের জন্য নহে। রাজা এবং সেনাদল বিসমার্কের কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। সেনাদলের সংখ্যাপ্রাচুর্য্য এবং অভিনব শিক্ষাপ্রণালীবশতঃ প্রুসিয়া যে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, তাহা সুনিশ্চিত। ক্রমশঃ দিনেমারবর্গ হটিতে লাগিল। জর্ম্মণ সেনাদল সমগ্র শ্লেজউইগ প্রদেশ অধিকার করিল। অব-শেষে তাহারা জটল্যাণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিছুকাল ভীষণ যুদ্ধের পর সম্মিলিত জর্ম্মণবাহিনী দিনেমারগণের শ্রেষ্ঠ এবং অজেয় দুর্গ ডুপেল পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে অধিকার করিল।

এ দিকে ইংলণ্ড বিবাদ-নিষ্পত্তির একটা পরামর্শসভার অধিবেশনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বিসমার্ক সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নেপোলি-য়নের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন ইংরাজ গবর্মেণ্টের কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বিসমার্ককে বলিলেন যে, শ্লেজউইগ প্রদেশযুগল প্রুসিয়া-রাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াই সঙ্গত। বিসমার্কেরও মনো-গত অভিপ্রায় তাহাই ছিল; কিন্তু তাহা কি সম্ভবপর হইবে? বিসমার্ক অতঃপর আসন্ন পরামর্শ-সভায় কিরূপ ভাবে কার্য্য করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্লেজউইগ ও হলষ্টেন প্রদেশ তিনি প্রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, প্রকাশুভাবে এ প্রস্তাব করা চলে না! এমনভাবে গোলযোগের সৃষ্টি করিতে হইবে যে, পরিণামে এই প্রস্তাবই সকলের কাছে সমীচীন বলিয়া মনে হইতে পারে। এতদিন তিনি অগষ্টেনবার্গের দাবী উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এখন তিনি সে নীতির পরিবর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা প্রিন্সের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন, বিসমার্ক এখন তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না।

বিসমার্কের বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ড এবং রুসিয়ার দৃঢ় ধারণা হইবে যে, ডেন্মার্ক কখনই উক্ত প্রদেশযুগল ফিরিয়া পাইতে পারেন না। তার পর বিচার্য্য, কে উহা পাইবে? অষ্ট্রীয়া অগষ্টেনবার্গের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। প্রিন্স অগষ্টেনবার্গ শ্লেজউইগ হলষ্টেনের ডিউকত্ব লাভ করিবেন, অষ্ট্রীয়ার তাহা সহ্য হইবে না। বরং উহা প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হয়, তাহা অষ্ট্রীয়া সহ্য করিতে পারিবেন। সুতরাং রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া উভয়েই প্রিন্সের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। তখন ফ্রান্স প্রস্তাব করিবেন যে, প্রুসিয়াকে প্রদেশদ্বয় অর্পণ করা হউক। তাহাতেই বিসমার্কের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। বিসমার্ক সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়নের অভিমতও তাহাই ছিল। তিনি আইনকানুন মানিতেন না। লণ্ডনের সন্ধির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। অগষ্টেনবার্গের দাবীও তিনি

স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, শ্লেজউইগ হলষ্টেনের অধিবাসিবর্গের মত গৃহীত হউক। তাহারা ডেন্‌মার্ক অথবা জর্ম্মণী কাহার অধীনতায় থাকিবে, ইহার ভোট গৃহীত হউক। যদি অধিকাংশ অধিবাসী জর্ম্মণীর পক্ষে ভোট দেয়, প্রুসিয়াই উভয় প্রদেশ অধিকার করিবেন। নেপোলিয়নের এ প্রস্তাব অষ্ট্রীয়ার ভাল লাগিল না। এ অভিমত রাষ্ট্রবিপ্লবমূলক। এরূপভাবে কার্য্য করিলে পরিণামে শুধু ভিনিসিয়া নহে, সমগ্র অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যই অষ্ট্রীয়ার অধিকারচ্যুত হইবে। বিসমার্ককে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হইতেছিল। অষ্ট্রীয়া যাহাতে বিরুদ্ধাচরণ না করেন, ইহাও যেমন আবশ্যক, নেপোলিয়নও ক্ষুণ্ণ না হন, তাহাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।

ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়ার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। অষ্ট্রীয় গবর্মেণ্ট দেখিলেন, তাঁহারা যদি অগষ্টেনবার্গের দাবী গ্রাহ্য করেন, জর্ম্মণীর লোকমত অষ্ট্রীয়ার অনুকূল হইবে। তাহাতে পরিণামে অষ্ট্রীয়ার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সাহায্যে ফললাভ করিতে পারে। অগষ্টেনবার্গের আনুকূল্য করিলে তিনি যদি শ্লেজউইগ ও হলষ্টেনের শাসনের অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে প্রিন্স অষ্ট্রীয়ার অনুগত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং বিসমার্ককে অষ্ট্রীয়া জানাইলেন যে, প্রুসিয়ার ন্যায় অষ্ট্রীয়াও প্রিন্সের পক্ষসমর্থন করিতেছে। বিস্‌মার্ক

তখন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন। প্রিন্সের পক্ষসমর্থনের অভিপ্রায় তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল।

কংগ্রেসের প্রুসীয় প্রতিনিধি বারনষ্টরফকে তিনি লিখিলেন,—"অষ্ট্রীয়া এখন অগষ্টেনবার্গের দাবী গ্রাহ্য করিতেছেন। ইহাতে প্রিন্সের উপর প্রুসিয়ার একাধিপত্য খর্ব্ব হইবে। সুতরাং ইহাতে প্রুসিয়ার মত নাই জানিবেন। এখন অগষ্টেনবার্গের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, আমরা যদি তাঁহার সাহায্য করি, তিনি কি ভাবে আমাদিগের সহায়তা করিবেন।"

বিস্‌মার্ক এতদিন এমনভাবে চলিতেছিলেন যে, উভয় দিকের পথই তাহাতে উন্মুক্ত ছিল। তিনি সকল বিষয়েই এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতেন। একটা কৌশল ব্যর্থ হইলে, তিনি কৌশলান্তর অবলম্বন করিতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। স্লেজউইগ হলষ্টেন যদি সহজে প্রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, ভালই; আর যদি না হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহা হস্তগত করিতে হইবে, তজ্জন্য নূতন কৌশলজাল-বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়েল বন্দর কোনরূপে প্রুসিয়ার অধিকারে আনয়ন করিতে হইবে। প্রুসিয়ার নৌ-বাহিনীর জন্য একটি বন্দরের একান্ত আবশ্যক। হলষ্টেন হইতে একটি খাল খনন করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রুসিয়ার রণতরী এবং অর্ণবযান-সমূহ অনায়াসে সেই পথে উত্তর-সমুদ্রে

যাতায়াত করিতে পারিবে। সুতরাং শ্লেজউইগ হলষ্টেনে যিনিই ডিউক-পদে অভিষিক্ত হউন না কেন, প্রুসিয়াকে সামরিক সুবিধা এবং অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের অধিকার প্রদান করিতেই হইবে। অগষ্টেনবার্গের সহিত এ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার চলিল। প্রিন্স প্রুসিয়ার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তবে কোন কোন বিষয়ে প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। প্রিন্স প্রুসিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে, তিনি প্রুসিয়ার সহিত সর্ব্ববিষয়েই সন্ধি করিতে সম্মত ছিলেন। বিস্‌মার্ক প্রিন্সের সহিত এইরূপ ভাবে কথা চালাচালি করিতে করিতে অন্য পন্থাও দেখিতেছিলেন। একেবারে তাঁহার সহিত তখনই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন না। কারণ, প্রিন্সের প্রুসিয়া-ভক্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। এ অবিশ্বাসের কারণ কি? তাহার প্রধান কারণ, প্রিন্স অগষ্টেনবার্গ উদারনীতিক ছিলেন। যাঁহারা বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজের পার্শ্বচররূপে পরিগণিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, প্রিন্স তাঁহাদের অন্যতম। একবার এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য বিস্‌মার্কের সহিত প্রিন্সের সাক্ষাতের আয়োজন হইল। প্রুসিয়ার যুবরাজ অগষ্টেনবার্গকে শীঘ্র রাজা ও বিস্‌মার্কের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনিই

উদ্যোগ করিয়া প্রিন্সকে বার্লিনে পাঠাইয়া দিলেন। প্রিন্স রাজার ভক্ত হইলেও বিসমার্ককে ভয় এবং অবিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যদি তিনি বিস্‌মার্ককে বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করেন, প্রয়োজন হইলে বিস্‌মার্ক তাঁহার গোপন কথা সকলকে প্রকাশ করিয়া দিবেন। শ্লেজউইগ হলষ্টেনের তিনিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এখন যে কোন উপায়ে উহা হস্তগত হইলেই হয়। অষ্ট্রীয়াই হউন বা প্রুসিয়াই হউন অথবা যুক্ত-জর্ম্মণ-রাজ্যই হউন—যে কেহ এ বিষয়ে সাহায্য করিলেই তিনি ডিউকত্বের অধিকারী হইবেন। প্রুসিয়ার সহিত গোপনে যদি কোন সর্ত্ত-বন্ধে তিনি আবদ্ধ হন, তাহা প্রকাশ পাইলে অষ্ট্রীয়া অথবা যুক্ত-জর্ম্মণ-রাজ্য তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারেন। প্রিন্সের মনে এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। বিসমার্ক সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বিস্‌মার্ক একবার যাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, তাঁহাকে প্রাণ গেলেও পরিত্যাগ করিতেন না।

৩০শে মে তারিখে প্রিন্স অগষ্টেনবার্গ নানারূপ দুশ্চিন্তা করিতে করিতে বার্লিনে আগমন করিলেন। পরদিবস বিসমার্কের সহিত তাঁহার নির্জ্জনে দেখা হইল। বহুক্ষণ উভয়ে তর্কবিতর্ক করিলেন; সাক্ষাৎকারের ফলে বুঝা গেল, বিসমার্ক প্রিন্সের সহায়তায় সম্মত নহেন। প্রিন্স সম্ভবতঃ

তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। যাহা হউক, ইহার পরে বিসমার্ক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রিন্সকে তিনি কোন মতেই ডিউকত্বের অধিকারী হইতে দিবেন না। প্রিন্স বিসমার্কের কক্ষ ত্যাগ করিবার পরই বিসমার্ক সেণ্টপিটাসবর্গ, প্যারী ও লণ্ডনে পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন যে, তিনি অগষ্টেনবার্গের দাবী সমর্থন করিবেন না, তদনুসারে রাজদূতগণকে কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন।

শুধু ইহাতেই বিসমার্ক সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি অন্য দাবীদার উপস্থিত করিলেন। শ্লেজউইগ হলষ্টেনের ডিউকত্বের যাঁহারা প্রার্থী ছিলেন, তন্মধ্যে ওলডেনবার্গের ডিউক এবং রুস-সম্রাট অন্যতম। রুস-সম্রাট নিজের স্বত্ব ওলডেনবার্গের ডিউককে অর্পণ করিয়াছিলেন। বিসমার্ক এখন ডিউককে লিখিলেন যে,তিনি তাঁহার সহায়তা করিতে সম্মত আছেন। ডিউকের পক্ষসমর্থন করায় এক ঢিলে দুইটি পক্ষী শীকার করিলেন। প্রথমতঃ, প্রিন্সের প্রতিযোগীকে প্রবল করিয়া তুলিলেন; দ্বিতীয়তঃ, রুস-সম্রাট ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। সুতরাং রুসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। নূতন দাবীদার উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইল।

এ দিকে অগষ্টেনবার্গের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য তিনি অন্য

উপায়ও অবলম্বন করিলেন। সংবাদপত্রনিচয়ে তিনি অন্তের দ্বারা অগষ্টেনবার্গের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রবন্ধ লিখাইতে লাগিলেন। বিসমার্কের সহিত প্রিন্সের সাক্ষাৎকালে প্রিন্স যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্তের দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিলেন। প্রিন্স বলিয়াছিলেন যে, প্রুসিয়ার সাহায্য তিনি কোনও দিন প্রার্থনা করেন নাই। প্রুসিয়ার সাহায্য না পাইলেও তাঁহার ডিউকত্ব লাভে কোন অন্তরায় হইবে না। এইরূপ কাহিনী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইলে প্রুসিয়ারাজ প্রিন্সের প্রতি বিরক্ত হইলেন। প্রিন্স বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গোপনে যদিও কোন কথা হইয়া থাকে, প্রকাশ্য-ভাবে সংবাদপত্রে তাহা আলোচিত হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। প্রুসীয় সংবাদপত্রের দল ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা তীব্রভাবে প্রিন্স অগষ্টেনবার্গের কার্য্যের ও কথার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। বিসমার্ক প্রিন্সের সহিত স্বয়ং কথা কহিয়া একটা স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে প্রিন্সকে আবদ্ধ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। প্রুসিয়ার উন্নতিই বিসমার্কের এক-মাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, প্রিন্স অগষ্টেনবার্গকে বিশ্বাস করা সম্ভবপর হইবে না; কারণ, প্রিন্স তাঁহার সঙ্গে শঠতার সহিত কথা কহিতেছিলেন, সম্পূর্ণরূপে বিসমার্ককে তিনি বিশ্বাস করেন নাই, তখন কাজেই বিসমার্ক তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রসিয়ার ভাবী উন্নতির পথে তিনি

অগষ্টেনবার্গকে বিঘ্নস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। এ বিঘ্ন যে কোনও উপায়ে অপসৃত করিতেই হইবে।

জুনমাসে লণ্ডনে যে পরামর্শ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার কোন ফল হইল না। পূর্ব্বে "লণ্ডনের সন্ধিসূত্রে" প্রুসিয়া লিপ্ত ছিলেন। এই পরামর্শ-সভার ফলে প্রুসিয়া সেই সন্ধিবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেন। অতঃপর ডেন্‌মার্ক সম্বন্ধে বিসমার্ক যথেচ্ছ কার্য্য করিতে পারিবেন ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলেন।

ডেন্‌মার্কে তখন যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রুসীয় সেনাদল অপূর্ব্ব পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অল্‌সেন্ দ্বীপ অধিকার করিল। যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হইয়া গেল। ভিয়েনা নগরে সন্ধির সর্ত্ত আলোচিত হইল। শ্লেজউইগ হলষ্টেন এবং লয়েনবার্গ ছাড়িয়া দিতে ডেন্‌মার্ক অঙ্গীকার করিলেন। শ্লেজউইগ ও হলষ্টেনের অধিকার কে লাভ করিবেন, তাহা প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রীয়ার মধ্যে স্থিরীকৃত হইবে স্থির হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্যাষ্টিনের সন্ধি।

[১৮৬৪—১৮৬৫]

ভিয়েনার সন্ধি সম্বন্ধে বিসমার্ক যেরূপ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। ডেন্‌মার্কের অধিকার হইতে তিনি এই ঘটনায় শ্লেজউইগ এবং হলষ্টেনকে চিরদিনের জন্য বিমুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদেশিক জাতি এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আর কখনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও প্রীত হইয়াছিলেন। শুধু তাহা নহে, এই ঘটনা উপলক্ষে অষ্ট্রীয়ার সহিত মিত্রতা বদ্ধমূল হইয়াছে। ফ্রান্স ও রুসিয়ার সম্রাট-যুগলকে প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ এই যে, জাতীয় সমিতি এবং উদারনীতিকদলকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারিয়াছেন।

শান্তি সংস্থাপিত হইবার পর জর্ম্মণীতে নূতন যুগের সূচনা হইল। শ্লেজউইগ হলষ্টেন অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার হস্তে পতিত হইল। বিসমার্ক প্রুসিয়ার মঙ্গলের জন্য উক্ত প্রদেশদ্বয়কে স্বারাজ্যভুক্ত করিতে মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু নিরাপদে বিনা বিবাদে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। অষ্ট্রীয়ার সহিত পরিণামে

যুদ্ধ বাধাইবার বিসমার্কের বিশেষ বাসনা ছিল; কিন্তু শ্লেজউইগ হলষ্টেনের অধিকারলাভসূত্রে সে বিবাদের সৃষ্টি করিতে বিসমার্ক ইচ্ছা করেন নাই। শ্লেজউইগ হলষ্টেন যদি সরাসরিভাবে প্রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত নাও হয়, তাহা হইলে একজন নূতন ডিউকের হস্তে উহাদের শাসনভার অর্পণ করিতে হইবে। তিনি নামে ডিউক থাকিবেন, প্রুসিয়ার নির্দ্দেশ অনুসারেই তিনি চলিবেন। কিন্তু অগষ্টেনবার্গের হস্তে বিসমার্ক উহা কখনই অর্পণ করিবেন না।

প্রুসিয়া উক্ত প্রদেশদ্বয় অধিকার করেন, অষ্ট্রীয়ার তাহা অভিপ্রেত নহে। অষ্ট্রীয়া সে কথা প্রকাশ্যভাবেই বিসমার্ককে জানাইলেন। তবে যদি প্রুসিয়া শ্লেজউইগ হলষ্টেন একান্তই দখল করিতে চাহেন, তাহার পরিবর্ত্তে প্রুসিয়াকে অনুরূপ স্থান অষ্ট্রীয়ার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। প্রুসিয়ার রাজা এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। প্রুসিয়ার সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া দিবেন না। অষ্ট্রীয়ার আপত্তি-শ্রবণে জর্ম্মণ পার্লামেণ্টও সেই মতে সায় দিলেন। অধিকাংশ সদস্য তখনও অগষ্টেনবার্গের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। শ্লেজউইগ হলষ্টেনের অধিবাসিবর্গও প্রুসিয়া রাজ্যের শাসনাধীন হইতে সম্মত ছিল না। বিসমার্ক দুই বৎসর স্বপক্ষযুক্ত সংবাদপত্রের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ বহু প্রবন্ধ

প্রকাশ করিবার পর তবে প্রুসীয় জনসাধারণ এইটুকু বুঝিয়াছিল যে, শ্লেজউইগ হলষ্টেন প্রুসিয়ার অধিকারে আসিলে সমস্যার সমাধান হইতে পারে। রাজা নিজেও তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সত্য বটে, আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রুসীয় সেনাদল যে রাজ্য জয় করিয়াছিল, তাহা অধিকার করিবার বাসনা রাজার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু তথাপি শ্লেজউইগ হলষ্টেনে অগষ্টেনবার্গের দাবী উপেক্ষা করিবার নহে; ইহাও তাঁহার মনে সমভাবে জাগরূক ছিল, বাস্তবিক যখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের সহিত শ্লেজউইগ হলষ্টেনে রাজ্যাধিকারবিস্তার সম্বন্ধে প্রুসিয়রাজের আলোচনা হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ রাজা নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে কোনও মতেই শান্তি জন্মিতেছিল না।

বিসমার্ক দেখিলেন, শ্লেজউইগ হলষ্টেন প্রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে অগ্রে রাজার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। রাজা যদি একবার বুঝিতে পারেন, উহা অধিকার করা প্রুসিয়ার পক্ষে অশেষ কল্যাণ-কর, তখন সুযোগের অভাব হইবে না। শুধু এক ব্যক্তি প্রদেশযুগল প্রুসিয়াকে অর্পণ করিবার পক্ষে ছিলেন, তিনি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। ভিয়েনার সন্ধি সংস্থাপিত হই-বার কিছুদিন পরে বিসমার্ক সম্রাট নেপোলিয়ন এবং তাঁহার সচিববর্গের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

২৫শে তারিখে বিসমার্ক প্যারিতে পৌছিলেন। সেখানে

সম্রাটের সহিত তাঁহার পুনরায় দেখা হইল। মন্ত্রীদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার পর তিনি কর্ম্মক্ষেত্র বার্লিননগরে ফিরিয়া গেলেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত তখন বিরোধ বাধে, বিস্‌মার্কের সে ইচ্ছা ছিল না; তিনি ভাবিতেছিলেন, নির্ব্বিরোধে এখনও হয় ত মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। শ্লেজউইগ হলষ্টেনের কার্য্যপ্রণালী যে ভাবে চলিতেছিল, তাহাতে প্রকারান্তরে প্রুসিয়াই যে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের অধিকারী, তাহা বুঝা যাইতেছিল। বিসমার্ক আপাততঃ সেই ভাবেই কাজ চালাইতে লাগিলেন। আর কিছুকাল এইভাবে চলিলেই প্রুসিয়ার প্রভাব আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। এখন প্রুসিয়ার অধিকার ও প্রভাব খর্ব্ব করিতে গেলে যুদ্ধ বাধাইতে হয়। বিসমার্কের অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিতে গেলে অন্য দাবীদারকে উচ্ছেদ করিতে হয়। কিন্তু অন্যের দাবী উপেক্ষা করিতে হইলে অষ্ট্রীয়ার সম্মতির প্রয়োজন। এই বিষয় উপলক্ষে অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য জন্মিতে লাগিল।

হলষ্টেনে সম্মিলিত জর্ম্মণ-শক্তির সেনাদল একবৎসর যাবৎ অবস্থান করিতেছিল। অগষ্টেনবার্গ তখনও কিয়েলে বাস করিতেছিলেন। অষ্ট্রীয়ান সেনাদল সেখান হইতে তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। একে একে সকলকেই সেখান হইতে সরাইয়া আনিতে হইবে। বিসমার্ক প্রথমতঃ সম্মিলিত শক্তির সেনাদলকে সেখান হইতে সরাইয়া

আনিবার চেষ্টা করিলেন। বিসমার্ক বে-আইনী কাজ কখনও করিতেন না। তিনি দেখাইলেন, ক্রীশ্চিয়ান্ যখন শ্লেজউইগ হলষ্টেনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন সম্মিলিত শক্তির সেনাদল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, এখন সে রাজা আর নাই, তখন সেনাদল আর সেখানে থাকা অবৈধ। বিসমার্ক অষ্ট্রীয়াকে জানাইলেন যে, স্যাক্সনী ও হ্যানোভারকে এই মর্ম্মে পত্র লেখা হউক, যেন অবিলম্বে তাঁহারা স্ব স্ব সেনাদল হলষ্টেন হইতে সরাইয়া আনেন। হ্যানোভারের রাজা স্বয়ং অগষ্টেন-বার্গকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি অবিলম্বে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলেন। এখন অষ্ট্রীয়া স্যাক্সনীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রুসিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, না প্রুসিয়ার পক্ষসমর্থন করিবেন? এই প্রশ্ন পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিলেন। ভোটে স্থিরীকৃত হইল, স্যাক্সনী হলষ্টেন হইতে সেনাদল অপসৃত করিবেন। কাজেই বাধ্য হইয়া স্যাক্সনী তদনুসারে কার্য্য করিলেন। সেনাদল প্রুসীয় রাজ্য-সীমার মধ্য দিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইল না। এই ঘটনা উপলক্ষে স্যাক্সনীর রাজা বিসমার্ককে শত্রু জ্ঞান করিতেন।

প্রথম বিঘ্ন অপসৃত হইল। এখন রহিল অষ্ট্রীয়া এবং অগষ্টেনবার্গ। ইহাদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেই বিসমার্ক অনেকটা নিশ্চিত হইতে পারেন। এই সময়ে

অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রণা সচিব পরিবর্ত্তিত হইলেন। রেচবার্গ প্রুসিয়ার সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিলে প্রুসিয়ার বিদ্বেষী দল সে স্থান অধিকার করিল। সুতরাং প্রিন্স অগষ্টেনবার্গকে সহসা হলষ্টেনচ্যুত করা সহজ হইল না। তিনি অষ্ট্রীয়ার সাহায্য পাইতে লাগিলেন। নূতন মন্ত্রী মেনসডরফ বিসমার্ককে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, একটিমাত্র উপায় আছে, তদ্দ্বারা শ্লেজউইগ হলষ্টেন-ঘটিত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া তাঁহাদের স্বত্ব-অগষ্টেনবার্গকে প্রত্যর্পণ করুন। শ্লেজউইগ হলষ্টেন অতঃপর একটা স্বাধীন জর্ম্মণরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। অ - য়ার উদ্দেশ্য বিসমার্ক বুঝিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন না। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, যদি প্রুসিয়া কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে শ্লেজউইগ হলষ্টেন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু প্রুসিয়া কোন্ কোন্ বিশেষ অধিকার চাহেন, তাহা এখনই বলা সম্ভবপর নহে। গবর্মেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সহিত পরামর্শ করিবার পর তাহা স্থিরীকৃত হইবে। বিষয় নির্ব্বাচিত হইতে সময় লাগিল। বিসমার্ক যতই অবকাশ পাইলেন, ততই প্রুসিয়ার সুবিধা হইতে লাগিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিসমার্ক বলিলেন যে, এতদিনে তাঁহার ব্যবস্থাপত্র

প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি লিখিলেন, কিয়েল বন্দরটি তিনি চাহেন। সে বন্দরটি সম্পূর্ণই প্রুসিয়ার অধিকারে থাকিবে। রেন্‌ডস্‌বার্গে প্রুসিয়ার একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইবে। কিয়েল বন্দরে প্রুসিয়া নিজে খাল খনন করিবেন, সে খালে আর কাহারও অধিকার থাকিবে না। এ প্রদেশের ডাক ও তারবিভাগের কার্য্যপ্রণালী এবং রেলপথ সম্পূর্ণরূপে প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হইবে। প্রুসিয়া স্বয়ং সে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন। নবগঠিত রাজ্যের সেনাদল যে শুধু প্রুসীয় প্রণালীতেই শিক্ষিত ও গঠিত হইবে, তাহা নহে, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রুসিয়ার সামরিক বিভাগের অন্তর্ভূত হইবে। কেহ সেনাদলভুক্ত হইতে চাহিলে তাহাকে ডিউকের নিকট শপথ করিতে হইবে না। প্রুসিয়া-রাজের সম্মুখে তাহাকে শপথ করিতে হইবে। এইরূপে বিসমার্ক যে প্রস্তাবের ক্ষমতা অষ্ট্রীয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, তাহাতে বাধ্য হইয়া অষ্ট্রীয়া সে প্রস্তাবের প্রত্যাহার করিলেন। অগষ্টেনবার্গও এরূপ অঙ্গীকারে বাধ্য হইয়া ডিউকত্ব লাভ করিতে চাহি-লেন না।

অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া উভয়েই শ্লেজউইগ-সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন, কিন্তু কেহ কাহারও প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত নহেন। প্রুসিয়া চাহেন, উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিতে; অষ্ট্রীয়ার ইচ্ছা, প্রিন্স অগষ্টেনবার্গ উহার ডিউক

পদ লাভ করেন। প্রিন্স তখন রাজপদে অভিষিক্ত না হইয়াও রাজযোগ্য সম্মানের সহিত কিয়েলে বাস করিতেছিলেন। অধিবাসিগণ তাঁহাকে তখন ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত রাজার ন্যায় জ্ঞান করিতেছিল। অষ্ট্রীয়া প্রকারান্তরে তাহার সমর্থন করিতেছিলেন। মার্চ্চমাসের শেষে বিষয়টি পুনরায় পার্লামেণ্টে আলোচিত হইল। ব্যাভেরিয়া ও স্যাক্সনী বলিলেন যে, তাঁহারা আশা করিতেছেন, অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া শাসন-সংরক্ষণের ভার অতঃপর প্রিন্সের হস্তে সমর্পণ করিবেন। প্রুসীয় রাজদূত সভায় উঠিয়া বলিলেন যে, এখন শুধু একা অগষ্টেনবার্গ দাবীদার নহেন। পার্লামেণ্ট যদি বিচার করেন, তাহা হইলে উক্ত প্রদেশযুগলের কে মালিক হইবেন, সর্ব্বাগ্রে সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ফেলুন। অগষ্টেনবার্গ ব্যতীত ওল্ডেনবার্গ এবং ব্রাণ্ডেনবার্গও শ্লেজউইগ-হলষ্টেনের ডিউকত্বের দাবী করিতেছেন।

বিসমার্ক এই নূতন দাবীদার পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ব্র্যাণ্ডেনবার্গের দাবী কতটুকু, বিচার হইলেই প্রকাশ পাইবে; কিন্তু ডায়েটে শীঘ্রই বিচারনিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাতে বিচারে আরও বিলম্ব ঘটে, বিসমার্ক সেরূপ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কারণ, বিচারে যতই বিলম্ব হইবে, অগষ্টেনবার্গের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিতে ততই দেরী হইবে। বিশেষতঃ বিসমার্ক মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন, এ বিষয়ের বিচার করিবার

অধিকার ডায়েটের নাই। সুতরাং সমস্যার সমাধান হওয়া দূরে থাকুক, ব্যাপারটি পূর্ব্ববৎই থাকিবে। কিন্তু সে কথা গোড়ায় বিসমার্ক ভাঙ্গিলেন না। ডায়েটে স্যাক্সনী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অষ্ট্রীয়া তাহা সমর্থন করিলেন। ভোটসংখ্যা সেই দিকে বেশী হওয়ায় প্রস্তাব গৃহীত হইল। উত্তরে প্রুসিয়া ড্যামাজিগ্‌ হইতে প্রুসীয় রণপোতবহর কিয়েলে প্রেরণ করিলেন। বন্দর প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হইল। সেখানে দুর্গ এবং ডক্‌ নির্ম্মাণের জন্য প্রুসীয় গবর্মেণ্ট প্রস্তাব করিলেন। পার্‌লামেণ্ট সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন না। তখন রুন্‌ প্রকাশ্যভাবে বলিলেন যে, গবর্মেণ্ট কিয়েল বন্দর পরিত্যাগ করিবেন না। উহা হস্তগত করিয়া পরিত্যাগ করিবার বাসনা গবর্মেণ্টের নাই। কিয়েল বন্দর অধিকার করায় সকলে বুঝিতে পারিল, বিসমার্ক অষ্ট্রীয়ার সহিত বিরোধে অসম্মত নহেন।

এ দিকে বিসমার্ক আর একটা নূতন কৌশলজাল বিস্তীর্ণ করিতেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, শ্লেজউইগ হলষ্টেন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকমত গৃহীত হউক। তিনি প্রস্তাব করিবামাত্র অষ্ট্রীয়া তাহার অনুমোদন করিলেন। তখন বিসমার্ক বলিলেন, শ্লেজউইগ হলষ্টেনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে প্রিন্স অগষ্টেনবার্গকে হলষ্টেন হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু অগষ্টেনবার্গ সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না।

প্রুসিয়ার রাজা স্বয়ং অগষ্টেনবার্গকে হলষ্টেন ত্যাগ করিবার জন্য কঠোর পত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু প্রিন্স তাহাতেও কর্ণপাত করিলেন না। তখন বিসমার্ক দেখিলেন, বলপ্রয়োগ না করিলে প্রিন্সকে অপসৃত করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ সঙ্গত মনে করিলেন না।

তলে তলে বিসমার্ক বহু দিন পূর্ব্বে প্রুসীয় ব্যবহারাজীবগণকে ডাকিয়া, প্রিন্সের দাবী কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে একটা কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জুলাই মাসে ব্যবহারাজীবগণ বহু অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তদন্ত কমিশনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই বিবরণ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ডিউকত্বে অগষ্টেনবার্গের কোনও বিধিসঙ্গত দাবী নাই। শুধু অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়াই শাসনসংরক্ষণের বিধানসঙ্গত কর্ত্তা। রাজা ইহা বিশ্বাস করিলেন। এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল, অগষ্টেনবার্গ ন্যায়সঙ্গত অধিকারী; এ জন্য তিনি এতকাল ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন সে ধারণা অন্তর্হিত হইল।

এতদিনে বিসমার্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। রাজা স্বয়ং এতকাল অগষ্টেনবার্গের পক্ষে ছিলেন। এখন প্রিন্স সে সাহায্যেও বঞ্চিত হইলেন। বিসমার্ক অতঃপর দ্রুত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। প্রিন্স অগষ্টেনবার্গের

জন্মতিথি উপলক্ষে হলষ্টেন প্রদেশে বিপুল উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল ; ইহাতে প্রুসিয়ার রাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। রাজা তখন কার্‌লস্‌বাডে অবস্থান করিতেছিলেন। বিসমার্ক রাজসাক্ষাতে গমন করিলেন। সেখানে মন্ত্রিগণসহ গোপনে একটা পরামর্শ-সভার অধিষ্ঠান হইল। কোন কোন সেনাপতিও এই মন্ত্রণা-সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সভায় স্থিরীকৃত হইল, অষ্ট্রীয়ার নিকট চরম প্রস্তাব প্রেরিত হইবে। এই পত্রে প্রধান দাবীর বিষয় এই যে, অগষ্টেনবার্গকে ডিউক-পদে বরণ করিবার জন্য অষ্ট্রীয়া আদৌ সকল প্রকার চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন। প্রিন্সকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রুসিয়া চেষ্টা করিতেছেন, অষ্ট্রীয়াকে তাহার সমর্থন করিতে হইবে। অষ্ট্রীয়া যদি অসম্মত হন, প্রুসিয়া একাই তাহা সমাধা করিবেন। প্রিন্সকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজে তুলিয়া প্রুসিয়ার পূর্ব্বভাগে লইয়া যাওয়া হইবে। চরম প্রস্তাব প্রেরণ করিবার পর প্রুসিয়া গবর্মেণ্ট ইটালীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। যদি অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরানল প্রজ্বলিত হয়, তবে ইটালী প্রুসিয়াকে যেন সাহায্য করেন।

চরম প্রস্তাব পাইয়া অষ্ট্রীয়ার লোকমত দ্বিধাবিভক্ত হইল। প্রুসিয়ার ব্যবহারে অষ্ট্রীয়ানগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রুসিয়ার প্রস্তাবে অধিকাংশ ব্যক্তিই

যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়ার সম্রাট যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং যুদ্ধোত্তম বন্ধ করিতে হইল। বাস্তবিক অষ্ট্রীয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন আদৌ আশাপ্রদ নহে। রাজনীতি হিসাবেই হউক বা অর্থবলসম্বন্ধেই হউক, অষ্ট্রীয়ার অবস্থা তখন যুদ্ধের অনুকূল নহে। তার পর পার্শ্বেই প্রবল শত্রু ইটালী। প্রুসিয়া যদি অষ্ট্রীয়াকে টানিয়া ধরে, তখন ইটালী কি নিশ্চিন্ত থাকিবে? অবসর পাইয়া সেও তখন বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার উত্তম করিবেই। কাউণ্ট-কেটারনিক অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের আদেশে নেপোলিয়নের সহিত অষ্ট্রীয়ার মিত্রতার কথা পাড়িলেন। নেপোলিয়ান উত্তরে জানাইলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি অষ্ট্রীয়ার সহিত মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইতে পারেন না। অষ্ট্রীয়ার আশঙ্কা হইল, সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার সাহায্যে অঙ্গীকার করিয়া থাকিবেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অষ্ট্রীয়া প্রুসিয়ার সহিত আপোষে বিবাদ মিটাইবার প্রস্তাবই সঙ্গত মনে করিলেন। মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তিত হইল। নূতন মন্ত্রী গ্যাষ্টিনে প্রুসিয়ারাজের সহিত দেখা করিতে গেলেন। রাজা এবং বিস্মার্ক আপোষে বিবাদ মিটাইতে অসম্মত হইলেন না। ইটালী ও ফ্রান্স হইতে তাঁহারা যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। কাজেই বিস্মার্ক তখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন

না। তিনি ভাবিলেন, হয় ত অষ্ট্রীয়ার সহিত নেপোলিয়নের গোপনে কোন সন্ধি হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ শ্লেজউইগ হলষ্টেনের ব্যাপার লইয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াও তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না।

আপোষে বিবাদ মিটিয়া গেল। স্থিরীকৃত হইল, অষ্ট্রীয়া হলষ্টেন শাসন করিবেন। প্রুসিয়া শ্লেজউইগ শাসন-সংরক্ষণ করিবেন। জর্ম্মণ পার্‌লামেণ্টে কেহই আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। লওয়েনবার্গ প্রুসিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তদ্বিনিময়ে প্রুসিয়া অষ্ট্রীয় গবর্মেণ্টকে বিশলক্ষ ডলার মুদ্রা বার্ষিক কর দিবেন।

বিসমার্ক মন্ত্রিপদে অধিরূঢ় হইবার কয়েক বৎসর পরেই সর্ব্বপ্রথম প্রুসিয়ারাজ নূতন দেশে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিলেন। রাজা এ জন্য বিস্‌মার্ককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, কাউণ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়া বহু ভূমি তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

———

নবম পরিচ্ছেদ

অষ্ট্রীয়ার সহিত সমর।

(১৮৬৫—১৮৬৬)

গ্যাষ্টিনের সন্ধি চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই অনেকেই পূর্ব্ব হইতে তাহার আশঙ্কা করিতেছিলেন। অষ্ট্রীয়া হলষ্টেন প্রুসিয়াকে সমর্পণ না করিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কোন ক্রমেই নিবারিত হইবে না। গ্যাষ্টিনের সন্ধির ফলে সকলেই বুঝিতে পারিল, অষ্ট্রীয়ার সে গৌরব আর নাই। এখন প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়া অপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তখন অন্যান্য জর্ম্মণ শক্তি প্রুসিয়ার সহিত বন্ধুত্ব দৃঢ় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এত দিনে বিসমার্কের সে আশা ফলবতী হইতে চলিল।

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন গ্যাষ্টিনের সন্ধির সংবাদে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিসমার্ক সম্রাটের সহিত শরৎকালে দেখা করিতে গেলেন। দেখা-সাক্ষাতের পর নেপোলিয়ন বিসমার্কের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন যে, "যদি প্রুসিয়া হলষ্টন ও শ্লেজউইগ অধিকার করেন, তাহাতে ফ্রান্সের উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। বরং প্রুসিয়ার রাজ্যাধিকারবিস্তারে নেপোলিয়ন সন্তুষ্টই হইবেন।" বিসমার্ক সম্রাটকে বলিলেন যে, "তিনি অতঃপর জর্ম্মণীকে

নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহেন এবং উত্তরাংশে প্রুসিয়া স্বাধীনভাবে নূতন প্রণালীতে বিধান প্রচলিত করিতে বাসনা করেন।” নেপোলিয়ন তাহাতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

বিস্মার্ক বুঝিলেন, নেপোলিয়ন যতই উদারতা দেখান না কেন, বিনা স্বার্থে প্রুসিয়াকে শক্তিসঞ্চয় করিয়া বড় হইতে দিবার মত উচ্চাশয় তিনি নহেন। উত্তর জর্ম্মণীতে প্রুসিয়া প্রাধান্য লাভ করিলে ফ্রান্সের তাহাতে ক্ষতি আছে বৈ কি; কারণ, জর্ম্মণীর দুর্ব্বলতায় ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। এখন সেই জর্ম্মণীর মধ্যে প্রুসিয়া প্রবল হইয়া উঠিলে ফ্রান্সের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার উন্নতি কামনা করিতেছেন কেন? বিস্মার্ক জানিতেন, নেপোলিয়ানও বিনা স্বার্থে এ উদারতা প্রকাশ করিতেছেন না। সম্ভবতঃ বিস্মার্কের সহিত এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের কোনও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ফ্রান্স যদি রাজ্য-বিস্তারের অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, প্রুসিয়া তাহাতে ফ্রান্সকে সাহায্য করিবেন। বিস্মার্ক তাঁহাকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতও হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে নেপোলিয়নও বলিয়া গিয়াছিলেন যে, বিস্মার্ক তাঁহাদিগকে অনেক বিষয়ে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু কাগজে-কলমে তিনি কোনও অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হন নাই। মৌখিক

বন্দোবস্তই পর্য্যাপ্ত বলিয়া উভয় পক্ষ মনে করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাতের পর বিস্মার্ক বার্লিনে প্রত্যাগমন করিলেন। বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ইটালীর সহায়তালাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইটালীর সচিব নিগ্রার সহিত প্যারী নগরীতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধসম্ভাবনা আসন্ন। এ যুদ্ধে ইটালী প্রুসিয়ার সহায়তা করিবেন বলিয়া আশা করেন।

বাস্তবিক এই সময়ে ফ্রান্স, ইটালী, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া সকলেরই দৃষ্টি ভিনিসিয়ার দিকে। এই প্রদেশ পুনরধিকার করিতে না পারিলে ইটালী নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। নেপোলিয়নও ভাবিতেছিলেন, ইটালী যত দিন ভিনিসিয়া অধিকার করিতে না পারিতেছেন, তত দিন তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ নহে। সুতরাং অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধ একান্ত আবশ্যক। এ জন্য নেপোলিয়ন এই উভয় শক্তির মধ্যে যাহাতে মিত্রতা না জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান আশঙ্কা ছিল, অষ্ট্রীয়া হয় ত হলষ্টেন প্রুসিয়াকে সমর্পণ করিয়া প্রুসিয়াকে প্রতিজ্ঞা-পাশে এই বলিয়া আবদ্ধ করিবে যে, ভিনিসিয়া যদি কেহ অধিকার করিতে চাহে, প্রুসিয়া তখন অষ্ট্রীয়ার সাহায্য করিবেন। গ্যাষ্টিনের সন্ধির

পর বিস্‌মার্ক যখন নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন সম্রাট বিসমার্ককে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, "ভিনিসিয়ার জন্য আপনি কোনও অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হন নাই ত ?" কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, বিসমার্ক সেরূপ কোনও সর্ত্তে আবদ্ধ হন নাই, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিসমার্কেরও আশঙ্কা ছিল, হয় ত অষ্ট্রীয়া নেপোলিয়নের সহিত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ভিনিসিয়া ইটালীকে প্রত্যর্পণ করিয়া ফ্রান্স ও ইটালীর সহায়তা লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক তখন অষ্ট্রীয়ার অবস্থা সঙ্কট-সঙ্কুল। যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রুসিয়া এবং ইটালী অষ্ট্রীয়াকে আক্রমণ করিতে পারিত। আর একা অষ্ট্রীয়া এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কখনই জয়লাভে সমর্থ হইত না। এ সময়ে অষ্ট্রীয়ায় যদি কোনও বিচক্ষণ রাজনীতিক প্রাদুর্ভাব হইতেন, তিনি এতদুভয়ের কাহারও সহিত মিত্রতাসূত্রে অষ্ট্রীয়াকে আবদ্ধ করিয়া দিতেন। হয় ভিনিসিয়া ইটালীকে ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাকে মিত্রশক্তিরূপে গ্রহণ করিতেন, নয় ত হলষ্টেন প্রুসিয়াকে দিয়া তাহার সাহায্যে বললাভ করিতেন। কিন্তু মেনসডরফ এবং তাঁহার সহকারিগণ ভাবিয়াছিলেন, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি কাহাকেও দিবেন না।

ইটালীয়গণ আশঙ্কা করিতেন, যদি ইটালীর সহিত

প্রুসিয়ার সন্ধি হয়, বিসমার্ক তাহাদিগকে কোন না কোন ফন্দীতে লিপ্ত করিয়া দিবেন। বিসমার্কের মনে মনে আশঙ্কা ছিল যে, শেষ-মুহূর্ত্তে ইটালীয়গণ নেপোলিয়নের সহিত মিলিত হইয়া অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে ভিনিসিয়া গ্রহণ করিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রুসিয়ার কোন একটা দেশ অষ্ট্রীয়াকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিবেন। এইরূপে কয়টি শক্তির কেহই কাহারও উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না। বিশেষতঃ ফ্রান্সের মনে এই আশঙ্কা বিশেষ প্রবল ছিল যে, অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া সম্মিলিত হইয়া একটা মহাশক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং এই উভয় শক্তি যাহাতে মিলিত হইতে না পারে, ফ্রান্স সর্ব্বদাই সেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

বিসমার্ক বহু চেষ্টার পর ইটালীর সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত একটা সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টায় আংশিকভাবে সফল-কাম হইলেন। ব্যাভেরিয়া প্রুসিয়ার সহিত এ ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন। এইরূপে বিসমার্ক আশা করিলেন যে, কালে ইটালীকে তিনি মিত্রতাসূত্রে বাধ্য করিতে পারিবেন। হলষ্টনের শাসন-বিষয় লইয়া বিসমার্ক অষ্ট্রীয়ার সহিত বিরোধ বাধাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া উভয় শক্তির মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়া বলিলেন, “হলষ্টেনের শাসন-ব্যাপারে প্রুসিয়ার হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অনধি-

কার চর্চ্চা।" এই কথার পর বিসমার্ক আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। এমন কি, অষ্ট্রীয়ার পত্রের উত্তর দেওয়াও সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না।

অষ্ট্রীয়া বুঝিলেন, বিসমার্ক যুদ্ধ-ঘোষণার আয়োজন করিতেছেন। সুতরাং অষ্ট্রীয়া অগ্রেই সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। বোহেমিয়ায় লক্ষ সৈন্য সমবেত হইল। কিন্তু ন্যূনকল্পে দেড়লক্ষ সৈনিকের সাহায্য না লইয়া প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান নিরাপদ্ নহে। এই সৈন্য সমবেত করিতে ছয় সপ্তাহ সময় লাগিবে।

ছয় দিবস পরে বার্লিনে এক বৃহৎ মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইল। সভায় বিসমার্ক বলিলেন, অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ আসন্ন। সুতরাং পূর্ব্বাহ্ণেই সমরায়োজন কর্ত্তব্য। বিস্মার্কের এই প্রস্তাবে সচিবগণ একবাক্যে সমর্থন করিলেন। রাজা ভাবিলেন, বিনা যুদ্ধে এখনও হয় ত ব্যাপারটি মিটিয়া যাইতে পারে। নেপোলিয়নের সহিত কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত না হইলেও তিনি যুদ্ধকালে নিরপেক্ষ থাকিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। শুধু ইটালীকে লইয়া যা একটু গোলমাল। বিসমার্ক মলটকিকে দূতরূপে ইটালীতে পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। অষ্ট্রীয়ান্গণ এ সকল সংবাদ জানিত না এমন নহে। ইটালীর সহিত প্রুসিয়া মিত্রতা করিতেছেন বলিয়া, অষ্ট্রীয়ান্গণ অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন, প্রকাশ্যভাবে সেনাসঞ্চালনা

করিয়া তাঁহারা গোপনে সমস্ত যুদ্ধায়োজন করিয়া রাখিলেন। অষ্ট্রীয় গবর্মেণ্ট বার্লিনে ও অন্যান্য জর্ম্মণ-রাজগণের নিকটে প্রুসিয়া গ্যাষ্টিনের সন্ধিভঙ্গ করিতেছেন বলিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন।

২৪শে মার্চ্চ তারিখে বিসমার্কও জর্ম্মণ-রাজগণকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, অষ্ট্রীয়া বিনাকারণে যুদ্ধায়োজন করিয়াছেন; সুতরাং প্রুসিয়াও বাধ্য হইয়া সমরায়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। প্রুসিয়ারাজ তখনও শান্তিস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ইংলণ্ড উভয়ের বিবাদ-নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিলেন। বিসমার্কের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে প্রুসিয় রাজনীতিকগণ দণ্ডায়মান হইলেন। বিসমার্ক ইটালীয়গণকে স্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিলেন, যুদ্ধের ফলাফল তাহাদিগের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি তাঁহারা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করেন, যুদ্ধ হইবে না। বহু তর্ক-বিতর্কের পর ৯ই এপ্রিল সন্ধি-পত্র এই মর্ম্মে স্বাক্ষরিত হইল যে, তিন মাসের মধ্যে প্রুসিয়া যদি অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, ইটালিও সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। প্রুসিয়া অথবা ইটালী কেহ স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করিতে পারিবেন না, যত দিন পর্য্যন্ত ভিনিসিয়া ইটালীকে অষ্ট্রীয়া প্রত্যর্পণ না করিবেন, তত কাল প্রুসিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন না।

১৮ই এপ্রিল অষ্ট্রীয়গণ প্রস্তাব করিলেন যে, উভয় পক্ষই অস্ত্রত্যাগ করুন। প্রুসিয়া এই প্রস্তাবের উত্তর-দানে অযথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। প্রুসিয়ার রাজা তখনও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না। বিসমার্ক রাজার এই প্রকার মানসিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ তাঁহার একান্ত কামনা। প্রুসিয়ার ভাবী কল্যাণ এই যুদ্ধের উপর নির্ভর করিতেছে। ইতি-মধ্যে সংবাদ আসিল যে, ইটালী সৈন্যসমাবেশ করিতে-ছেন। এত দিন সৈন্য সীমান্তপ্রদেশও অতিক্রম করি-য়াছে। এই সংবাদ-শ্রবণে রুন্‌ বলিলেন যে, ইটালীয়গণ যখন রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন, তখন অষ্ট্রীয়গণ কখনই অস্ত্রত্যাগ করিতে পারিবেন না। তাঁহার অনুমান যথার্থ, কারণ, অষ্ট্রীয় গবর্মেণ্ট বার্লিনে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহারা বোহিমিয়া হইতে একদল সৈন্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে চাহেন এবং দক্ষিণাংশের সেনাদলকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার চাতু-রীতে ভুলিলেন না। প্রুসিয়াও অবিলম্বে সৈন্য-সমাবেশ করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

জর্ম্মণী অধিকার।

[১৮৬৬]

সেনাদলের সহিত বিসমার্কের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। রাজা স্বয়ং উহার পরিচালনকার্য্য নিজের হস্তেই রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজেই প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং সামরিক সমস্যাসমাধানকালে সমর-সচিব প্রভৃতির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সামরিক ব্যাপারে বিসমার্কের পরামর্শ গৃহীত হইত না বলিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। তাঁহার ধমনীতে সৈনিকের রক্ত প্রবাহিত, রণক্ষেত্রে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধজয়ের আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বলবতী ছিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধে বিসমার্ক রাজার সহিত রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। ৩০শে জুন বোহিমিয়ায় তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল যে, হ্যানোভেরিয়ানগণ পরাজিত হইয়াছে। প্রুসীয় সৈন্যের পরাক্রমে এক সপ্তাহের মধ্যেই জর্ম্মণীর উত্তর-পশ্চিমভাগ প্রুসিয়ার অধিকারে আসিল। এত দিন বিসমার্ক জনসাধারণের নিকট হইতে আদৌ শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলিলাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তাহারা যখন দেখিল, দেশের পর দেশ ক্রমেই প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হইতেছে, প্রুসিয়ার বিজয়

কেতন দিকে দিকে উড্ডীন হইয়া প্রুসিয়ার গৌরববার্ত্তা চারি-দিকে প্রচার করিতেছে, তখন তাহারা নূতন মন্ত্রী বিসমার্কের জয়গানে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাজা সদলবলে ১লা জুলাই তারিখে প্রধান সেনাদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ২রা জুলাই নিশীথকালে জানিতে পারা গেল যে, অষ্ট্রীয়ানগণ এলব নদীর সন্নিহিত কনিপরাজ নামক স্থানে প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। রাজা ও বিসমার্ক, রুন্ ও মল্টকির সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে দুর্গ-শৈলশিখরে আরোহণ করিলেন। রাজা চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া কোন্ স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাহাও স্থির করিলেন।

যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে, শীঘ্র তাহা বুঝা গেল না। প্রিন্স ফ্রেডারিক চার্ল্‌স সসৈন্যে অষ্ট্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অষ্ট্রীয়ার প্রবল অগ্নিবর্ষণে তিলমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি বাধ্য হইয়া প্রুসিয়ার যুবরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবরাজ তখন বহুদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। ফ্রেডারিক ভাবিয়াছিলেন, যুবরাজের সেনাদল অষ্ট্রীয় সৈন্যের দক্ষিণাংশ অক্রমণ করিবে, কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না; যুবরাজ আসিলেন না। আর বিলম্ব করা চলে না, যুবরাজের প্রতীক্ষায় থাকিলে প্রুসীয় সৈন্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধের

ফলাফলের উপর বিস্মার্কের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল। সারা জীবন যাহার জন্য তিনি তপস্যা করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই সুযোগ উপস্থিত। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই তাঁহার সাধনা চরিতার্থ হইবে, আর যদি এই যুদ্ধে পরাজয় হয়, তাহাতে প্রুসিয়ার সর্ব্বভৌমিকত্ব আকাশকুসুমেই পরিণত হইবে। কিন্তু সেনাপতির দোষে বা ভ্রমে যদি যুদ্ধজয় না ঘটে, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? আশঙ্কা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অধীর ও চঞ্চল হইয়া বিস্মার্ক ঘোড়ায় চড়িয়া মণ্টকির পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। মণ্টকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সেনাপতি, আমাদের অনুমান তাহা হইলে যথার্থ!" বেলা দুই ঘটিকার পর যুবরাজের কামান অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া অষ্ট্রীয় সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

উক্ত যুদ্ধের দুই দিন পরে সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট হইতে প্রুসিয়ার রাজা একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। সম্রাট্ সংবাদ দিয়াছেন যে, অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সকে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; ভিনিসিয়া ফরাসী-দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। সুতরাং প্রুসিয়ারাজ যেন এখন যুদ্ধ স্থগিত রাখেন। প্রুসিয়া বুঝিলেন, অষ্ট্রীয়াকে রক্ষা করিবার জন্য এখন নেপোলিয়ন চেষ্টা করিতেছেন। প্রুসিয়া যদি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তিনি প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন।

এখন কি কর্ত্তব্য ? বিস্‌মার্ক ইতস্ততঃ করিলেন না। ফরাসীর মধ্যস্থতার প্রস্তাবে উপেক্ষা করা অসম্ভব। জর্ম্মণীর পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত; দক্ষিণাংশের রাজ্যসমূহ এখনও বিজিত হয় নাই; ফরাসী সৈন্য এখনও যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইলেও তাহাদের সহিত বর্ত্তমানে যুদ্ধঘোষণা প্রুসিয়ার পক্ষে নিরাপদ হইবে না। বিস্‌মার্কের পরামর্শানুসারে রাজা নেপোলিয়নের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তবে ইটালীর রাজার সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি সন্ধি-সংস্থাপন করিতে পারিবেন না, সে কথা লিখিতে ভুলিলেন না। উত্তর বন্ধুভাবেই প্রদত্ত হইল বটে, কিন্তু প্রুসীয় সৈন্যদল অগ্রসরে বিরত হইল না। অষ্ট্রীয়গণ যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার জন্য সরাসরি প্রুসিয়ার নিকট প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু বিসমার্ক সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। ভিয়েনাই তখন তাঁহার লক্ষ্য।

বিসমার্ক নেপোলিয়নকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি নেপোলিয়নের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার চক্ষে ধূলা দিতেও বিসমার্ক কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। বিস্‌মার্কের বিশ্বাস ছিল, ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকিবেন, সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমেই যখন নেপোলিয়ান সে অঙ্গীকার পালন করিলেন না, তখন তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনায় দোষ নাই।

সে সময়ে প্যারী হইতে সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইত। বোহিমিয়ো কৃষকগণ প্রায়ই টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দিত। এ দিকে প্রুসীয় সৈন্য অষ্ট্রীয়ার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিস্‌মার্ক সন্ধির সর্ত্তসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ড হইতে বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই, বিস্‌মার্ক তাহা বুঝিলেন। লর্ড পামারটনের মৃত্যুর পর ইংরাজের রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিটি ও ক্যানিঙের অবলম্বিত নীতি ইংলণ্ডের লোক ভুলিয়া গিয়াছিল। রক্ষণশীল এবং উদারনীতিক উভয় দলের নেতৃগণই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের স্বার্থ যেখানে বিজড়িত নহে, ইউরোপের এমন কোনও সমস্যার সমাধানে ইংরাজ কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না। জর্ম্মণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থই ছিল না; সুতরাং ইংরাজ এ ক্ষেত্রে নীরবেই থাকিবেন।

কিন্তু ফ্রান্স ও রুসিয়া সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ফরাসীরা ইতিমধ্যেই বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রুসিয়াও সম্ভবতঃ নীরবে থাকিবেন না। অষ্ট্রীয়ার সহিত যদি এই উভয় শক্তির কোন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে মীমাংসা করিবার জন্য কংগ্রেসের আহ্বান করিবেন। সম্ভবতঃ প্যারী ও লণ্ডনে কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে। বিসমার্ক কংগ্রেসের

বড় ভয় করিতেন। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, তদনুসারে তাঁহাকে চলিতে হইবে, বিসমার্কের তাহা অসহ্য। এই জন্যই নেপোলিয়নের প্রস্তাবে বিসমার্ক সহজেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কারণ, নেপোলিয়ন একবার গোপনে প্রুসিয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলে তিনি অন্য শক্তির সহিত যোগদান করিবেন না।

সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে এখন সম্ভবতঃ শ্লেজউইগ হলষ্টেন প্রদেশ প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হইবে, প্রুসিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জর্ম্মণরাজ্য পরিচালিত হইবে; অষ্ট্রীয়ার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার থাকিবে না। সমগ্র জর্ম্মণীর উপর প্রুসিয়ার কর্ত্তৃত্ব তাঁহার কাম্য ছিল বটে; কিন্তু উত্তর-জর্ম্মণীতে প্রুসিয়ার একাধিপত্য ঘটে, ইহাই বিসমার্কের প্রধান কামনা, অর্থাৎ হ্যানোভার, স্যাক্সনী এবং শ্লেজউইগ প্রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন। কিন্তু হ্যানোভার ও স্যাক্সনীর অধিপতিগণ কখনই এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করা প্রয়োজন। বিসমার্ক নেপোলিয়ানের নিকট সেই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নেপোলিয়ান ঠিক সেই ভাবে কার্য্য করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি বলিতেছিলেন, সমগ্র জর্ম্মণীর উপর প্রুসিয়া কর্ত্তৃত্ব করুন, তাহা সম্ভব; কিন্তু উত্তর-জর্ম্মণীতে প্রুসিয়া একাধিপত্য করিবেন, সেটা সঙ্গত নহে।

বিস্মার্ক নেপোলিয়নের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। নেপোলিয়ন অবশেষে বেনেডেটিকে বিস্মার্কের নিকট প্রেরণ করিলেন। ফরাসী রাজদূতকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বিস্মার্ক তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। উভয়ের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল। বিস্মার্ক দূতবরকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, সমগ্র উত্তর-জর্ম্মণীকে রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায়। বেনেডেটি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, তাহা সম্ভবপর নহে। তখন বিস্মার্ক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই কার্য্যের বিনিময়ে নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার নিকট কি চাহেন, তাহা জানিতে পারিলে বিস্মার্ক তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কি উদ্দেশ্যে বিসমার্ক এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। জর্ম্মণ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বিসমার্ক এ বিষয়ে নেপোলিয়নের সহিত চাল চালিতেছিলেন। এত দিন উভয় রাজনীতিক পরস্পরের সাহায্য করিবেন, এ কথা মুখেই বলিয়া আসিতেছিলেন। কোনরূপ লিখিত অঙ্গীকারপাশে কেহ কাহারও নিকট আবদ্ধ হন নাই। বিস্মার্ক নেপোলিয়নের নিকট হইতে লিখিত দলীল আদায় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। প্রয়োজন হইলে পরিণামে সেই দলীল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ ধারণা কতদূর সত্য, তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি তখন ফ্রান্সের সহায়তা প্রুসিয়ার কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কারণ, নেপোলিয়ন বিনিময়ে যদি প্রুসিয়ার নিকট কিছু চাহিয়া বসেন, তখন তাঁহার সহিত সেই বিষয় লইয়া আলোচনা ও পত্র-ব্যবহার চলিতে থাকিবে। দাবী যদি সঙ্গত হয়, ভালই; আর যদি অসঙ্গত দাবী হয়, তবে দৌত্যকার্য্য কিছু দিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে। ইতিমধ্যে তিনি অষ্ট্রীয়ার সহিত কোনও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। যদি ফ্রান্সের সহিত পরিণামে কোনও সুবন্দোবস্ত না ঘটে, আর সেই ব্যাপার লইয়া যদি প্রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন তিনি জগৎকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, প্রুসিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। তবে ফ্রান্সের অসঙ্গত দাবী ও আবদার পূরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই আজ ফ্রান্স প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধঘোষণা করিতেছেন।

যাহা হউক, এ দিকে বিস্‌মার্ক অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধির কথা আলোচনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যদি ফ্রান্স তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেন, তাই তিনি এই পন্থার অনুসরণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সরাসরি ভাবে অষ্ট্রীয়ার নিকট এ প্রস্তাব করা চলে না। তখন বিস্‌মার্ক সেণ্ট-পিটার্‌সবার্গে ও ভিয়েনায় রটনা করিয়া দিলেন যে, তিনি

অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি করিতে অসম্মত নহেন। জনৈক অষ্ট্রীয় ওমরাহ বেসরকারী দৌত্যভার গ্রহণ করিয়া অষ্ট্রীয় সম্রাটের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন যে, ভিনিসিয়া ব্যতীত অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের আর কোনও প্রদেশে প্রুসিয়া হস্ত-ক্ষেপ করিবেন না, এই সর্ত্তে প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত আছেন। প্রুসিয়া যুদ্ধের ব্যয়বাবদ এক কপর্দ্দকও অষ্ট্রীয়ার নিকট দাবী করিবেন না। মেন্ নদের তীর পর্য্যন্ত প্রুসিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইবে। তাহার অতিরিক্ত সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিও প্রুসিয়া অধিকার করিবেন না, দক্ষিণ-জর্ম্মণী স্বাধীন থাকিবে। অষ্ট্রীয়া যদি সঙ্গত মনে করেন, প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত দৃঢ় মৈত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। অষ্ট্রীকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ফ্রান্সের মধ্যস্থতা কেহই গ্রাহ্য করিবেন না।

অষ্ট্রীয়ার সহিত উক্তরূপে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বিস্‌মার্ক ভাবিলেন, এ দিকে যদি ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার মতবিরোধ দূরীভূত হয়, নেপোলিয়ন যদি প্রুসিয়ার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন, তখন সম্মিলিত ফরাসী ও প্রুসিয় সৈন্য পৃথিবীতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না। আর নেপোলিয়ন যদি বিসমার্কের প্রস্তাবানুসারে কাজ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে অষ্ট্রীয়ার সহিত একটা বুঝাপাড়া হইয়া যাইবে। দুই প্রবল শক্তি তখন সমগ্র জর্ম্মণী আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবেন। যদি

এই উভয় উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়, তখন তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তখন অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র জর্ম্মণীকে দাঁড় করাইবেন। জর্ম্মণীর জাতীয় দলের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্র-বিপ্লবকে পুনরায় জগাইয়া তুলিবেন। অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য ইটালীয়গণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। আত্মবিবাদে অষ্ট্রীয়ান ধ্বংস হইয়া যাইলে, তখন সম্মিলিত জর্ম্মণ-বাহিনীর নেতারূপে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন।

নেপোলিয়ন অবশেষে বিস্‌মার্কের প্রস্তাবে আর বাধা জন্মাইলেন না। ইটালী ফ্রান্সের নিকট হইতে ভিনিসিয়া গ্রহণ করিয়া প্রুসিয়ার পক্ষ পরিত্যাগে সম্মত হইলেন না। চারিদিকের ভাবগতিক দেখিয়া সম্রাট্ নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহার শরীরও তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সেনাদলও প্রুসিয়ার বিপক্ষতাচরণে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি শুধু প্রুসিয়াকে বলিলেন যে, যাহা রহে সহে, সেইরূপ ভাবেই বন্দোবস্ত হউক। সমগ্র জর্ম্মণী এই সন্ধি-সূত্রে যাহাতে একীভূত না হয়, বিস্‌মার্ক এই ব্যবস্থা করিলেই নেপোলিয়ন সন্তুষ্ট হইবেন। বিস্‌মার্ক ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহার নিজের অভিপ্রায়ও তাহাই। সমগ্র জর্ম্মণীকে তিনি একতা-সূত্রে বাঁধিতে

চাহেন না। তখন স্থির হইল, বিস্‌মার্ক উত্তর-জর্ম্মণীর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ন তাহাতেই সম্মত হইবেন। শুধু স্যাক্সনী-রাজ্যকে এ যাত্রা বিস্‌মার্ক ছাড়িয়া দিন, ইহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক। বন্দোবস্ত অনুসারে ফরাসী দূত বেনেডেটি ভিয়েনায় গমন করিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ সহজেই ফরাসীর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। যুদ্ধের ব্যয়ভার অষ্ট্রীয় সম্রাটকে বহন করিতে হইবে না, তাঁহার বিশ্বস্ত স্যাক্সনীর রাজাও এ দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। শুধু যে সকল খণ্ড-রাজ্যাধিপ কোনও পক্ষে যোগদান করেন নাই, তাঁহাদিগকেই যুদ্ধ-ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। এতদিনে বিস্‌মার্কের অপূর্ব্ব রাজনৈতিক প্রতিভার জয় হইল। প্রুসীয় রাজা চল্লিশ লক্ষ নূতন প্রজার অধীশ্বর হইতে চলিলেন। উত্তর-জর্ম্মণী তাঁহার শাসনদণ্ডের অধীন হইবে। যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় তিনি বিজিতদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আদায় করিবেন না। ফ্রান্সের অধীশ্বর স্বয়ং উপযাচক হইয়া উক্ত অর্থ আদায় করাইয়া দিবেন।

সমস্তই স্থির হইল। এখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলেই হয়। রাজার নিকট সন্ধিপত্র প্রেরিত হইল। প্রুসিয়ার সামরিক বিভাগের নেতৃগণ বলিলেন যে, এত বড় যুদ্ধ-জয়ের পর অষ্ট্রীয় সম্রাজ্যের কিয়দংশও প্রুসিয়া অধিকার করিবেন না, এ কেমন কথা? অন্ততঃ সাইলিসিয়ার একাংশ অষ্ট্রীয়া

প্রুসিয়াকে সমর্পণ করুন। রাজা হ্যানোভারাধিপকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হ্যানোভার, বাভেরিয়া, স্যাক্সনী এবং ডারমষ্টাডের একাংশ লাভ করিবেন। তৎপরিবর্ত্তে স্যাক্সনী সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতেছেন, ইহা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, এবার বিসমার্ক যুবরাজের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিলেন। যুবরাজ পিতার সহিত দেখা করিলেন। উভয়ের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহে। তবে পরিণামে রাজা বিসমার্কের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। বিসমার্ক তাড়াতাড়ি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া ব্যাপারটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিবার যথেষ্ট কারণও ঘটিয়াছিল। রুসসম্রাট্ কংগ্রেসের বৈঠক বসাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন ফ্রান্স হইতেও নূতন সংবাদ আসিয়াছিল। ২৫শে তারিখে বেনেডেটি বিসমার্কের সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনিময়ে ফ্রান্স কি পাইবেন?" বিসমার্ক বলিলেন, "ফ্রান্স কি। চাহেন, তাহা অগ্রে বলুন।" বেনেডেটি বলিলেন, "রাইন নদের বামপার্শ্বস্থ কিছু জমি ফ্রান্সকে অর্পণ করা হউক।" বিসমার্ক উত্তরে বলিলেন, "আর প্রকাশ্যভাবে আপনি আমার কাছে এ প্রস্তাব করিবেন না।"

সন্ধি-স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা শেষ হইয়া গেল। ফ্রান্স পারিশ্রমিকের প্রস্তাব বহু বিলম্বে উপস্থাপিত করিলেন। বেনেডেটি ফরাসী গবর্মেণ্টকে বুঝাইলেন, বিসমার্ক জর্ম্মণীর এক তিল ভূমিও ফ্রান্সকে অর্পণ করিবেন না। যদি ভীতি-প্রদর্শন করা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। ফ্রান্সের রাজনীতিকগণ নেপালিয়নের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, প্রুসিয়া প্যালাটিনেট ও মেইন্‌স ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিন। বেনেডেটি শঙ্কিত-হৃদয়ে এই প্রস্তাব লইয়া বিসমার্কের সহিত দেখা করিতে গেলেন। কিন্তু বিসমার্কের সকাশে তিনি উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না। "৫ই আগষ্ট তারিখে পত্রযোগে তিনি বিসমার্কের নিকট ফ্রান্সের প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইলেন। দুই দিন তিনি অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। ৭ই তারিখে অপরাহ্লকালে তিনি কাউণ্ট বিসমার্কের সহিত দেখা করিলেন, সক্রোধে বিসমার্ক বলিলেন, "নেপোলিয়নের ব্যবহারে তাঁহার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে এখন আমার আশঙ্কা হইতেছে।" পরিশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আপনাদের প্রার্থনা আমরা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হই, তবে কি আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন?" বেনেডেটি বলিলেন, "তাই ত মনে হয়।" বিসমার্ক উত্তরে বলিলেন, "তবে তাহাই হইবে, যুদ্ধই করুন।"

বেনেডেটি তখন প্রুসিয়ারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা

করিলেন। উভয়ের দেখা হইল। রাজাও বিসমার্কের অনুরূপ উত্তর দিলেন। ফরাসী দূত এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। পরদিবস তিনি প্যারীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য, গবর্মেণ্টের সহিত তাহার পরামর্শ আবশ্যক। এ দিকে বিসমার্ক ফ্রান্সের এই গুপ্ত দৌত্যের কথা কৌশলে অন্যের দ্বারা জনসাধারণে প্রচার করিয়া দিলেন। "লিসিসেলি" নামক কোনও ফরাসী সংবাদ-পত্রে এই দৌত্য-সংবাদ মুদ্রিত হইয়া গেল। ফরাসীরা রাইন নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ চাহিয়াছিলেন। প্রুসিয়া তাহা প্রদানে অসম্মত, এ কথা চারিদিকে রটিয়া গেল। জর্ম্মণ সংবাদপত্রনিচয় এ বিষয় লইয়া তুমুল আলোচনা করিতে লাগিল। দেশাত্মবোধের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাহারা প্রুসিয়ারাজ এবং তদীয় মন্ত্রী বিসমার্কের পক্ষসমর্থন করিল। নেপোলিয়ন দেখিলেন, এই ব্যাপারে সমগ্র জর্ম্মণী একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফরাসীর পররাষ্ট্রলোলুপতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে—অচিরকালমধ্যে তাহারা যে একযোগে ফরাসীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে না, কে বলিল? রাজনীতিক যুদ্ধে তিনি নিজের পরাজয় অনুভব করিলেন। তিনি প্যারীতে উপনীত হইয়া বেনেডেটির সহিত দেখা করিলেন। পূর্ব্বের অবলম্বিত নীতির অনুসরণই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল। তিনি বিসমার্ককে জানাইলেন যে, ৫ই আগষ্ট তিনি যে

দাবী করিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রত্যাহার করিতেছেন। উহার কোন মূল্যই নাই।

কিন্তু ফরাসীরাজ্যের সীমা-বিস্তারের আশা কি তবে একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে? নেপোলিয়ন এবং মন্ত্রিবর্গ চিন্তিত হইলেন। জর্ম্মণীর একছটাক জমিও বিস্‌মার্ক ছাড়িয়া দিবেন না, ইহা ত অবিসংবাদী সত্য; ফ্রান্স যদি বেলজিয়মের একাংশ চাহেন, বিস্‌মার্ক তাহাতেও সম্মত হইবেন কি? ৭ই আগষ্ট তারিখে বেনেডেটির সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রুসিয়ার রাজদূত গল্‌জ বলিয়াছিলেন, "অন্য উপায়ে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বোধ হয় পারিব।" ফ্রান্সের এ আকাঙ্ক্ষা গল্‌জের নিকট অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। সন্ধিপত্রের একটা খসড়া লইয়া বেনেডেটি বিস্‌মার্কের নিকট প্রেরিত হইলেন। বিস্‌মার্কের সহিত দেখা হইবার পর উভয়ের মধ্যে নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হইল। পরিশেষে বিস্‌মার্কের নির্দ্দেশক্রমে নূতন করিয়া সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল। তাহাতে পাঁচটি দফা ছিল। (১) ফরাসী সম্রাট্ প্রুসিয়ার নবাধিকৃত প্রদেশে প্রুসিয়ার অধিকার-বিস্তারের অনুমোদন করিতেছেন। (২) হল্যাণ্ডের রাজার নিকট হইতে ফ্রান্স অর্থের দ্বারাই হউক বা অন্য ভূমির বিনিময়েই হউক, লক্‌সেম্‌বার্গ গ্রহণ করিবেন। রুসিয়ারাজ এ বিষয়ে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকৃত রহিলেন। (৩) দক্ষিণ-জর্ম্মণীর

সহিত উত্তর-জর্ম্মণী যদি সম্মিলিত হয় অথবা যুক্ত পার্‌লা-মেণ্ট স্থাপিত হয়, তাহাতে ফ্রান্স কোনও প্রকার আপত্তি করিবেন না বা বাধা জন্মাইবেন না। (৪) ফরাসী সম্রাট্‌ যদি কখনও বেলজিয়ম অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, প্রুসিয়ারাজ তাঁহার সহায়তা করিবেন এবং অন্য কোনও শক্তি এজন্য যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধাচরণ করেন, প্রুসিয়া সেনাবল দ্বারা ফ্রান্সের আনুকূল্য করিবেন। (৫) উভয় শক্তি মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইলেন।

বিস্‌মার্ক ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমগ্র জর্ম্মণীকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে দুইটিমাত্র উপায় আছে। একটি উপায়, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ; দ্বিতীয় উপায়, ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা। শেষোক্ত উপায়ই তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিনা রক্তপাতে, বিনা অর্থব্যয়ে এই মহদুদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিলে কে তাহা না করে ? এক দিকে বেলজিয়মের স্বাধীনতা, অপর দিকে তিন লক্ষ লোকের প্রাণ। কোন্‌টা গ্রহণীয় ? বিস্‌মার্ক জর্ম্মণীর ভাবী কল্যাণকামনায় বেলজিয়মের স্বাধীনতা-বিলোপের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না।

বেনেডেটি সন্ধির সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি প্যারীতে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্‌ নেপোলিয়নের নিকট উহা উপস্থাপিত হইল। সামান্য অদলবদল করিয়া নেপোলিয়ন উহা বেনে-ডেটির নিকট ফেরত পাঠাইলেন। বেনেডেটি সেই

সন্ধিপত্রের খসড়া আবার বিসমার্কের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে লিখিয়া দিলেন যে, তাঁহারা প্রস্তুত আছেন, এখন যে কোন সময়ে বিসমার্ক উহা পাকাপাকি করিয়া লইতে পারেন। ফরাসী দূত বার্লিন হইতে কার্লসবাডে চলিয়া গেলেন। সেইখানে তিনি বিসমার্কের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিসমার্ক তখন পমিরানিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন। ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে তিনি বার্লিনে ফিরিলেন না। বার্লিনে আসিবার পরও তিনি সে সন্ধিসম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। বেনেডেটির হস্তাক্ষরযুক্ত সন্ধির পাণ্ডুলিপি তাঁহার কাছেই রহিয়া গেল। চারি বৎসর পরে যখন ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি এই পাণ্ডুলিপি সাধারণে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে ইংলণ্ড নেপোলিয়নের প্রতি একেবারে হতশ্রদ্ধ হন।

বিসমার্ক কেন যে ফ্রান্সের সহিত সন্ধির কথা লইয়া আর উচ্চবাচ্য করেন নাই, তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অষ্ট্রীয়ার সহিত ফ্রান্সের কোনরূপ বন্দোবস্ত গোপনে সম্পাদিত হইয়াছে। হয় ত অকস্মাৎ উভয় শক্তি প্রুসিয়াকে দুই দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া বসিবে। এ জন্য ফ্রান্সকে আশা দিয়া তাহাকে হাতে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রুসিয়ার সহিত সন্তোষজনক

ভাবে কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। উত্তর-জর্ম্মণীর সম্মিলনব্যাপারে রুস-সম্রাট্‌ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "একজন রাজাকে এরূপভাবে সিংহাসনচ্যুত করা ঘোরতর অবৈধ কার্য্য। আমি এ কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিতেছি না।" এজন্য বিস্‌মার্ক জেনারেল ম্যানটিউফেলকে সেণ্টপিটাসবর্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বাচনিক সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াও সম্রাটের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পরে বিস্‌মার্ক রুসসম্রাট্‌কে অনেক কৌশলে শান্ত করিয়াছিলেন। কি কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি সম্রাট্‌কে শান্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, তবে সম্ভবতঃ বিস্‌মার্ক বলিয়া থাকিবেন যে, রুসসম্রাট্‌ যদি জর্ম্মণীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাহা হইলে তিনি সমগ্র ইউরোপে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লব পুনরায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিবে। সাধারণতন্ত্রের উপাসকগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। সমগ্র জর্ম্মণী বিস্‌মার্কের উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবে না। তখন রাজতন্ত্রতা সাধারণতন্ত্রতার সহিত প্রতিযোগিতায় কখনই সমর্থ হইবে না। জর্ম্মণীর দেখাদেখি পোল্যাণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লবের অনল লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইবে, তাহাতে রুসিয়ার

রাজতন্ত্রতা অটল থাকিবে কি? রুসসম্রাট্ জানাইলেন যে, প্যারীর সন্ধির কয়েকটি সর্ত্তে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রুসিয়ার সহিত অতঃপর এই মর্ম্মে রুসিয়ার বন্দোবস্ত হইল যে, রুস-সম্রাট যখন প্যারীর সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইবেন, তখন প্রুসিয়া যেন রুসিয়াকে সাহায্য করেন। বিস্মার্ক তাহাতে সম্মত হইলেন রুসসম্রাট্ শান্ত হইলেন।

এইরূপে আগষ্ট মাসের শেষে বিস্মার্ক আসন্ন বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিলেন। রুসিয়ার অসন্তোষ দূরীভূত হইল, ফ্রান্স লুব্ধ আশ্বাসে মুগ্ধ, অষ্ট্রীয়ার গোলযোগও মিটিয়া গেল। শুধু তাহাই নহে. নেপোলিয়ন ভাবিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র জর্ম্মণীর মিলনে বাধা দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহার বিপরীত ঘটিল—বিসমার্ক সমগ্র জর্ম্মণীকে মিলনের সুদৃঢ় সূত্রে শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-জর্ম্মণীর চারিটি রাজ্য প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রুসিয়া অপূর্ব্ব বীরত্ব-প্রকাশে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া সমগ্র দক্ষিণ-জর্ম্মণী অধিকার করেন। সমগ্র জর্ম্মণী প্রুসিয়ার দ্বারা বিজিত হইল। উল্লিখিত চারিটি রাজ্য সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিস্মার্ক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ব্যাভেরিয়ার সচিব স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব লইয়া নিকোলসবার্গে বিসমার্কের সহিত

দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক তাঁহাকে বলেন, "আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? আমি যদি এখন আপনাকে বন্দী করি, তাহা হইলে আপনাদের ব্যবহারের যথার্থ প্রতিফল দেওয়া হয়।" ব্যাভেরিয়ার সচিব ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রুসীয় সেনা-দল ফ্রাঙ্কফোর্ট অধিকার করিয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসি-গণকে দেড়কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছিল।

দক্ষিণ-জর্ম্মণীর যে সকল রাজ্য প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, বিস্‌মার্ক তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করেন নাই। প্রুসিয়ার রাজার ইচ্ছা ছিল যে, উক্ত রাজ্য সমূহের কিয়দংশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন; কিন্তু বিস্‌মার্ক তাহা হইতে দিলেন না। কারণ, তিনি জানি-তেন, এখন যদি বলপূর্ব্বক ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করা হয়, তাহা হইলে ব্যাভেরিয়ার রাজা সুযোগ উপস্থিত হইলেই সর্ব্বপ্রথমে অন্য শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে কালে তাঁহারা প্রুসিয়ার মিত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারেন। বিস্‌মার্কের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ফল শীঘ্রই পরিদৃষ্ট হইল। আগষ্টের প্রথমে যখন বিস্‌মার্ক রাজ্যাধি-কার বিস্তারের কথা পাড়িলেন, তখন ব্যাভেরিয়ার সচিব হতাশভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "দড়ি অত জোর টানিবেন

না, শেষে যেন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থনা করিতে না হয়।" তখন বিস্মার্ক তাঁহাকে বলিলেন যে, "সম্রাট নেপোলিয়নই ব্যাভেরিয়ার অধিকাংশ স্থল স্বরাজ্যভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্মার্ক তাহা ঘটিতে দেন নাই। এখন ব্যাভেরিয়া কি প্রুসিয়ার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না?" ব্যাভেরিয়ার সচিব ফোর্টডেন্ এ কথায় অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কাউণ্ট বিস্মার্কের সহিত ব্যারণ ফোর্টডেন আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন। শুধু তাহাই নহে, আগষ্ট মাসের শেষে চারিটি রাজ্য গোপনে প্রুসিয়ার সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; পরস্পর পরস্পরকে আপদে-বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রুসিয়া যদি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, রাজ্য-চতুষ্টয় তাহাকে সাহায্য করিবেন, আর তাঁহাদের রাজ্য যাহাতে পরহস্তগত না হয়, প্রুসিয়াও তাহা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুদ্ধকালে প্রুসীয় রাজার নেতৃত্বে তাঁহারা স্ব স্ব সেনাদল পরিচালিত করিবেন। এইরূপে সমগ্র জর্ম্মণীকে একতাসূত্রে বাঁধিয়া বিসমার্ক নেপোলিয়নের সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপির প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রুসিয়া কনিগরাজ-যুদ্ধের জয়মাল্য লাভ করিবার পর দেশের লোক ভাবিতেছিল, অতঃপর বিস্মার্ক কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন? পার্লামেণ্ট এতকাল পর্য্যন্ত প্রুসীয়

সৈন্যসংস্কারের জন্য অর্থ-ব্যয় মঞ্জুর করেন নাই; কিন্তু বিসমার্ক ও রাজা পার্লামেণ্টের কথা কানে না তুলিয়া, সেনাদলের সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই সুসংস্কৃত বাহিনীর সাহায্যে অতুলনীয় বীরত্বের নিদর্শন জগতে স্থাপিত করিয়াছেন, প্রুসিয়ার বিজয়-কেতন জর্ম্মণীতে উড্ডীন করিয়াছেন। বিসমার্ক আজীবন অত্যুগ্র সাধনায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, দেশহিতৈষী উদারনীতিকগণের সাহায্যে তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প বিসমার্কের ছিল। উদারনীতিকগণ এখন দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। চরমপন্থীরা তখনও বিসমার্কের প্রস্তাবিত বিষয়ে বাধা দিতেছিলেন, অপর দল জাতীয় উদারনীতিক নামে অভিহিত হইয়া বিস্মার্কের কার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা দলে পুরু ছিলেন। বিসমার্ক ইঁহাদের সাহায্যই এখন বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। এত দিন একটা পার্লামেণ্টের সহিতই তিনি বিরোধ করিয়া আসিয়াছেন, এখন দুইটা পারলামেণ্টের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইবে। বিসমার্ক বুঝিয়াছিলেন, পূর্ব্বের অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিলে এখন চলিবে না! এখন তাহার পরিহার করিতে হইবে; এখন জর্ম্মণীর অধিকাংশ ভাগ প্রুসিয়ার শাসনাধীন হইয়াছে। এত দিন রাজা অথবা প্রজা কে দেশশাসন করিবে, এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইতেছিল, অষ্ট্রীয়া পরাজিত হইলে সে সমস্যার:

সমাধান হইয়া গেল। রাজাই জয়লাভ করিয়াছেন। সকলেই বুঝিল, রাজা বিস্‌মার্কের মত প্রতিভাবান্ অমাত্যের সহায়তা লাভ না করিলে প্রুসিয়ার আজ এত গৌরবলাভ ঘটিত না। পার্‌লামেণ্টের পরামর্শ শুনিয়া কাজ করিলে, এ সৌভাগ্যলাভ হইত না।

আগষ্ট মাসের শেষভাগে বিস্‌মার্ক অধীন কর্ম্মচারীদিগের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পমিরানিয়ায় বিশ্রামসুখভোগের জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পার্‌লামেণ্টে একটা প্রস্তাব উপস্থিত হইল যে, যে সকল সেনাপতি গতযুদ্ধে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা হউক। নানা জনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিস্‌মার্কের নাম তালিকায় উল্লিখিত হইল। ভীরচাউ তাহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকিল না। চল্লিশ সহস্র থ্যালার বিস্‌মার্ক পুরস্কার লাভ করিলেন। সেই অর্থে পমিরানিয়ায় তিনি একটি সম্পত্তি ক্রয় করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উত্তর-জর্ম্মণীর সম্মিলিত শক্তি।

[১৮৬৬—১৮৬৭]

এত দিন আমরা বিস্‌মার্ককে দলের নেতা, পার্‌লামেণ্টের বক্তা এবং বিচক্ষণ রাজনীতিকরূপে দেখিয়াছি; কিন্তু অতঃপর তিনি রাজ্যাধিকারবিস্তার সম্বন্ধে যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা অভাবনীয় এবং অপূর্ব্ব। উত্তর-জর্ম্মণীকে একসূত্রে বাঁধিয়া তিনি তাঁহার অতুলনীয় রাজনীতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর-জর্ম্মণীর যে সকল রাজ্য প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হয় নাই, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে সন্ধিসূত্রে তাহারাও প্রুসিয়ার সহিত মৈত্রীসম্পাদন করিল।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বিস্‌মার্ক পমিরানিয়া হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানীতে আসিয়া নূতন বিধান প্রণয়নপূর্ব্বক সমগ্র উত্তর-জর্ম্মণীকে একই নিয়মে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধান অনুসারে সমগ্র উত্তর জর্ম্মণী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইল। প্রুসীয় রাজের হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করিবার বাসনা থাকিলেও বিস্‌মার্ক মিত্র-রাজগণের সম্মান ও প্রতিপত্তিকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাহেন নাই।

স্যাক্সনীর রাজা তখনও স্বতন্ত্র রাজদূত রাখিবার অধিকারে বঞ্চিত হন নাই। এজন্য বিস্‌মার্ককে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার কশাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রুসিয়ার সামরিক শক্তির প্রাধান্য অবিসংবাদী সত্যে পরিণত হইল। নূতন বিধান অনুসারে প্রুসিয়ারাজ সম্মিলিত সেনাদলের প্রধান সেনাপতিপদ লাভ করিলেন।

এইরূপে সেনাদলের সংস্কার ও সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া বিস্‌মার্ক নৌবলের বৃদ্ধি ও সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সমগ্র জর্ম্মণ জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার প্রথম ফল—জর্ম্মণীর নৌ-বাহিনী।

তার পর বিস্‌মার্ক আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতির সংস্কার ও সংশোধনে ব্যাপৃত হইলেন। পারলামেণ্টের হস্তে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। সহ-যোগিগণও যে তাঁহার তুল্য ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, বিস্‌মার্ক তাহাও পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকিবেন, বিস্‌মার্কের সেইরূপ অভিপ্রায়ই ছিল। ইংলণ্ডের প্রধান সচিবের ন্যায় তিনি ক্ষমতাপ্রার্থী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী যিনি হইবেন, সহকারিগণের বহাল-বরতরফের ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

বিস্‌মার্কের সহিত কার্য্য করা সহজ নহে, তাঁহার সহযোগিগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন। কাহারও প্রতিকূল মন্তব্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শুধু রাজা

ব্যতীত আর কাহারও নিকট তিনি নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। যত দিন তিনি প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, চিরকাল কেহ তাঁহার সহিত কাজ করিতে পারে নাই। এমন কি, রুন্ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা কঠিন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রণা-সমিতি গঠিত হইলেও কার্য্যতঃ প্রুসিয়ার রাজা এবং বিস্-মার্কের নির্দ্দেশ অনুসারেই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বিস্মার্ক ও রাজা যাহা করিতেন, তাহাই হইত। রাজা সহি করিতেন, বিস্মার্ক ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

বিস্মার্কের প্রবর্ত্তিত নব নব বিধান অনুসারে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতার আলোকে রাজার প্রভাবও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। বিস্মার্ক সর্ব্ব-ময় কর্ত্তা হইলেও শুধু একটা বিভাগে তাঁহার কোনও ক্ষমতা ছিল না। সেনাবিভাগে তাঁহার কোনও ক্ষমতা চলিত না।

নানাবিধ আন্দোলন, আলোচনা, প্রতিবাদ ও যুক্তি-তর্কের অবতারণার পর যখন নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইল, নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়া গেল, তখন বিস্মার্কের পদগৌরব সামান্য নহে। তিনি তখন রাজার অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতাশালী, শক্তিধর পুরুষ—তিনি জর্ম্মণীর

পিতার স্বরূপ; জর্ম্মণী কিসে সমুন্নত হইবে, কিসে জগতের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে, শুধু এই একমাত্র চিন্তা বিস্মার্কের হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরূক ছিল। হ্যানোভারের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করায় ঘোরতর অশান্তি ঘটিয়াছিল, লোকে এ ঘটনাটিকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। হ্যানো-ভারের নির্ব্বাসিত রাজা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রজাবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাখিয়াছিলেন। রাজার নিজ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুবার বহু আলোচনা-আন্দোলন হইয়াছিল। পরে তাঁহার ধন-রত্নাদি তাঁহাকে প্রত্যর্পিত হয়। রাজা সেই অর্থের দ্বারা একদল সৈন্য রাখিয়াছিলেন। অবসর ঘটিলেই প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে সেই সেনাদল পরিচালন করি-বেন, এই সংকল্প তাঁহার ছিল। বিস্মার্ক হ্যানোভারের নির্ব্বাসিত রাজার এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া শেষে তাঁহাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধসূচনা

[১৮৬৭—১৮৭০]

সন্ধিসংস্থাপনের পর হইতেই ফ্রান্সের সহিত জর্ম্মণীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। জর্ম্মণ-শক্তির অভ্যুদয়-দর্শনে ফরাসীগণ জর্ম্মণদিগকে বিদ্বেষনেত্রেই দেখিত, জর্ম্মণগণ তাহাও বুঝিয়াছিল, নেপোলিয়নের কার্য্যে তাহা আরও পরিস্ফুট হইল। জর্ম্মণগণ দিন দিন আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল, ক্রমেই তাহাদের বলবৃদ্ধি ঘটিতেছে। এরূপ না হইলে ফরাসীর সহিত যুদ্ধসম্ভাবনা ঘটিয়াও ঘটিত না; বিস্‌মার্ক সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেন না, লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে ফরাসীদিগের সহিত জর্ম্মণীর সংঘর্ষ তিনি আদৌ সমীচীন মনে করিতেন না। একটি বিশেষ কারণে ফরাসীদিগের সহিত জর্ম্মণীর যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সমগ্র জর্ম্মণী তখনও মিলিত হয় নাই। জর্ম্মণীর দক্ষিণাংশের রাজ্যসমূহ তখনও উত্তর-জর্ম্মণী হইতে বিচ্যুত হইয়া একধারে পড়িয়া ছিল। তাহাদিগকে উত্তর-জর্ম্মণীর সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। বিস্‌মার্ক অতঃপর প্রস্তাব করিলেন যে, সমগ্র জর্ম্মণীর প্রতিনিধি লইয়া একটা

পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তদুপলক্ষে সকলেই বার্লিননগরে সমবেত হইবেন। কিন্তু ফ্রান্সের অনুমোদন ব্যতীত তাহা হইবার নহে। ফ্রান্স কখনই ইহার অনুমোদন করিবেন না, কাষেই যুদ্ধ ব্যতীত তাহা হইবে না। ফ্রান্স সমগ্র জর্ম্মণীকে একসূত্রে আবদ্ধ হইতে দিবেন না। বিসমার্ক এবং দেশের সর্ব্বসাধারণ বুঝিয়াছিলেন যে, সমগ্র জর্ম্মণী মিলিত হইতে গেলে ফ্রান্স তাহাতে বাধা দিবেন। হয় ত অষ্ট্রীয়া এবং ব্যাভেরিয়ার প্রুসীয় বিদ্বেষীরা ফ্রান্সের সহিত সেই আহবে যোগদান করিবেন। সমগ্র জর্ম্মণীর মহা সম্মিলনব্যাপার শীঘ্র সম্পাদন করিবার জন্য অনেকেই বিস্‌মার্ককে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বিস্‌মার্ক বলিলেন যে, এ কার্য্যে তাড়াতাড়ি করিলে যেমন বাধা, বিলম্ব হইলেও প্রুসিয়ার প্রতিপত্তি তেমনি ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। শুধু একটামাত্র উপায় আছে—যাহাতে সমগ্র জর্ম্মণীর সম্মিলনকার্য্য বিনা বাধায় সম্পাদিত হইতে পারে। যদি অকারণে ফ্রান্স জর্ম্মণীর সহিত বিরোধ বাধাইয়া দেন, তাহা হইলে জাতীয় উত্তেজনার আতিশয্যে সামান্য মনোমালিন্য ও দলাদলি ভাসিয়া যাইবে।

এই সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্র আর একটা দলের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য, পোপের প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইটালীর নবসৃষ্ট রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। দক্ষিণ-জর্ম্মণীতে তাঁহাদের প্রভাব সম্যক্

পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, ফরাসী সম্রাট তাঁহার পূর্ব্বতন নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া বহুদিনের চেষ্টায় তিনি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। সম্রাট্-মহিষী এই দলের প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন। ফরাসী জনসাধারণ সম্রাট্কে জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্সেম্বার্গ অধিকার লইয়া যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ন রাজ্যাধিকার-বিস্তারের আশায় এই ক্ষুদ্র প্রদেশটি হস্তগত করিতে চাহিলেন। প্রুসিয়ার রাজার সাহার্য্য পাইবেন, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি হল্যাণ্ডের রাজার সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। হল্যাণ্ডের অধীশ্বর উহা সম্রাট্ নেপোলিয়নকে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে এই কথা স্থির হইল যে, অগ্রে নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার সম্মতি গ্রহণ করিবেন। শেষ মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, এমন সময় বিস্মার্ক বলিলেন, "সমগ্র জর্ম্মণী যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে লক্সেম্বার্গ ফরাসীর হস্তগত হইলে আমাকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতেই হইবে।" দক্ষিণ-জর্ম্মণীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সহিত পূর্ব্বে গোপনে তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, এখন বিসমার্ক তাহা সাধারণে প্রচার করিয়া দিলেন। এবংবিধ

ঘটনার পর নেপোলিয়ন বলিলেন, "আমি প্রতারিত হইয়াছি।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি সেনাদলের সংস্কার ও পরিপুষ্টিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। বিস্‌মার্ক তখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত ছিলেন না। সম্মিলিত উত্তর-জর্ম্মণীর সেনাদলকে তখনও প্রুসীয় সৈন্যের আদর্শে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার অবকাশ হয় নাই। কাজেই তিনি সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ১৮৬৭ অব্দে ইউরোপীয় কংগ্রেসে উহা স্থিরীকৃত হইয়া গেল। গ্রীষ্মকালে প্রুসিয়ার রাজাকে লইয়া বিস্‌মার্ক প্যারী নগরীতে গমন করিলেন। বাহ্যতঃ উভয় রাজ্যের মধ্যে সৌহৃদ্য বজায় রহিল। কিন্তু উভয় পক্ষই ভিতরে ভিতরে সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ অনিবার্য্য ভাবিয়া নেপোলিয়ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেনাদল সুসংস্কৃত হইল, সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল, নব নব অস্ত্র নির্ম্মিত ও সংগৃহীত হইল। তার পর তিনি মিত্রশক্তি-সংগ্রহে মন দিলেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত সে বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাটের সহিত অষ্ট্রীয় সম্রাটের মিলনের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। বিউষ্ট তখন অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্যের কর্ণধার, তিনি জর্ম্মণী হইতে প্রুসিয়ার ক্ষমতা-বিলোপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উভয় সাম্রাজ্য পরস্পরকে সেনাদল দ্বারা সাহায্য করিবেন, এই প্রস্তাবের আলোচনা চলিতে লাগিল। সেনাপতি লেব্রু বিশেষ দৌত্যভার লইয়া ভিয়েনায় গমন

করিলেন। প্রকাশ্যভাবে কোনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল না বটে; কিন্তু ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, শীঘ্রই হউক বা দুই দিন পরেই হউক, অষ্ট্রীয়ার সহিত ফ্রান্স মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইয়া প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

প্রুসিয়া যদি অগ্রে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন এবং দক্ষিণ-জর্ম্মণীর রাজ্যসমূহ জয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মিলিত শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, সম্ভবতঃ ব্যাভেরিয়া এবং উত্তর-জর্ম্মণীর অসন্তুষ্ট রাজ্যসমূহও তাহাতে যোগদান করিবে। অথচ প্রুসিয়া আর বিলম্ব করিতে পারেন না। রাজা ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছেন; বিস্‌মার্কও যে আর বেশী দিন মন্ত্রিপদে সমারূঢ় থাকিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ উত্তর-জর্ম্মণীর সমগ্র সেনাদল সুশিক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। আগামী ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবার প্রস্তাব পুনরায় উঠিতে পারে; সুতরাং আর কাল-বিলম্ব সঙ্গত নয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই যুদ্ধ-ঘোষণা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রুসিয়ার পক্ষে তখন এমন কোনও মিত্রশক্তি ছিলেন না, যাঁহার উপর প্রুসিয়া নির্ভর করিতে পারেন। যুদ্ধ বাধিলে রুসিয়া নিরপেক্ষ থাকিবেন কি না, তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। এই সময়ে আরও একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। স্পেনরাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটায় রাণী ইসাবেলা

সিংহাসন হইতে বিতাড়িতা হইয়াছিলেন। স্পেনীয় সেনাপতি প্রিম্ তখন শূন্য সিংহাসনে নূতন কাহাকেও বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্যাথলিকধর্ম্মপ্রধান রাজ্যসমূহে তিনি এ জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। স্পেনবাসিগণকে শাসন করিবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও ছিল না, তাহাতে সমূহ বিপদ আছে। স্পেন-সেনাপতি অবশেষে হোহেন্‌জোলারণের যুবরাজ প্রিন্স লিওপোল্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ নেপোলিয়নের অনুমতি ব্যতীত লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন না। নেপোলিয়ন অনুমতি দেন নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারি না। লিওপোল্ডের পিতা রাজভক্তির প্রেরণাবশে নিজের সমুদয় স্বত্ব প্রুসিয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া হোহেনজোলারণ রাজবংশকে প্রুসিয়া-রাজবংশের অধীন করিয়া গিয়াছেন। তদবধি হোহেনজোলারণ-বংশ প্রুসিয়া রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অবশেষে তিনি প্রুসিয়ার প্রধান-মন্ত্রি-পদে অধিরূঢ় হন। এইরূপ রাজভক্ত ব্যক্তির পুত্র যদি স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি কি তখন প্রুসিয়ার মঙ্গলকামনা না করিয়া ফ্রান্সের হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন? সুতরাং নেপোলিয়ন যে লিওপোল্ডের স্পেন-সিংহাসনাধিরোহণে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা অযৌক্তিক নহে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে প্রিন্স লিওপোল্ডের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ উপেক্ষিত হয়। ফরাসী-রাজনীতিক বেনেডেটির মনে সন্দেহ হইল যে, স্পেনের রাজ সিংহাসনে হোহেনজোলারণ-বংশীয় কাহাকেও অধিষ্ঠিত করিবার জন্য গোপনে কোন মন্ত্রণা চলিতেছে। তিনি তখন ফরাসী গবরমেণ্টের উপদেশ অনুসারে বিস্‌মার্কের সহিত দেখা করিলেন। কাউণ্ট বিস্‌মার্ক বলিলেন, প্রিন্স লিওপোল্ডকে যদি প্রকৃতই স্পেনের রাজ-সিংহাসন অর্পণ করিবার প্রস্তাব হয়, প্রুসিয়ার রাজা তাহাতে আপত্তি করিবেন; কি কি কারণে রাজার আপত্তি, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তথাপি বেনে-ডেটির সন্দেহ গেল না। তবে সে সময়ের মত সে ব্যাপারটি চাপা পড়িল।

সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। প্রিম্ স্যালাজার নামক জনৈক স্পেনদেশীয় ভদ্রলোক জর্ম্মণীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রিন্স লিও-পোল্ডকে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আবেদন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্পেনীয় দূত অতি গোপনে প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রিন্স লিওপোল্ড বলিলেন, যদি সম্রাট্ নেপোলিয়ন এবং প্রুসিয়ার রাজার অনুমোদন পাওয়া যায়, তবেই তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। কিছু দিনের জন্য আবার বিষয়টি চাপা

পড়িল। তৃতীয়বার আবার উক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। এবার বিস্মার্ক, প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ-ভাগে স্যালাজার সরকারী দূতরূপে স্পেন হইতে বার্লিনে আগমন করিলেন। তিনি তিনখানি পত্র আনয়ন করিয়া-ছিলেন। একখানি রাজার নামে, দ্বিতীয়খানি বিসমার্কের ও তৃতীয় পত্র প্রিন্স লিওপোল্ডের নামে। রাজা স্যালা-জারের সহিত দেখা করিলেন না। প্রিন্স লিওপোল্ড পূর্ব্ব-বৎ অবিচল রহিলেন। বিস্মার্কের সহিত দেখা করিয়া স্যালাজার অনেকটা সাফল্য লাভ করিলেন। তার পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহা-সনে বসাইবার জন্য বিস্মার্ক রাজাকে বলিলেন যে, হোহেন-জোলারণ-বংশীয় কেহ স্পেনের রাজা হইলে পরিণামে জর্ম্মণীর প্রভূত উপকার হইবে। ফ্রান্সের পশ্চাতে জর্ম্মণীর মিত্ররাজ্য রাজনীতি হিসাবে থাকা অতীব বাঞ্ছনীয়। বিস্মার্ক অতঃপর একটা মন্ত্রণা-সভার অধিষ্ঠান করিলেন। সেই সভায় প্রুসিয়ার রাজা, যুবরাজ, প্রিন্স কার্ল এণ্টন্, প্রিন্স লিওপোল্ড, বিস্মার্ক, রুন্, মলটকি, শ্লেনিজ আইলি এবং ডেলব্রুক এই কয়জন মাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই কয় ব্যক্তির পরামর্শানুসারেই স্থিরীকৃত হইল যে, প্রুসিয়ার কল্যাণকল্পে আলোচ্য বিষয়ে সম্মত হওয়া কর্ত্তব্য। যুবরাজ প্রিন্স লিওপোল্ডকে সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, যদিও

প্রুসিয়া গবরমেণ্ট এখন তাঁহাকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি প্রুসিয়ার সাহায্য পাইবেন, এরূপ আশা যেন না করেন। সচিববৃন্দের পরামর্শে রাজা প্রিন্স লিওপোল্ডকে সিংহাসন গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন না।

বিস্মার্ক বলিলেন যে, "হোহেনজোলারণ-বংশ স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারেন না।" অবশেষে বিস্মার্কের যুক্তিতর্কে প্রিন্স কার্ল এণ্টন্ এতদূর বিচলিত হইলেন যে, তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্র ফ্রেডরিককে তারযোগে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠের পরিবর্ত্তে তিনি স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রস্তাবে স্বীকৃত আছেন কি না? রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানের হিসাবে উক্ত বংশের কেহ স্পেনের সিংহাসনে বসিলেই চলিবে, এই বলিয়া বিস্মার্ক তাঁহার বিশ্বস্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী লুথার মুচার এবং জনৈক প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারীকে সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার জন্য স্পেনে প্রেরণ করিলেন।

প্রিন্স ফ্রেডরিক্ বার্লিননগরে আগমন করিলেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় তিনিও প্রথমতঃ উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে চাহিলেন না। তবে যদি রাজা আদেশ করেন, তাহা হইলে তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

বিস্মার্ক অবশেষে প্রিন্স কার্‌ল এণ্টনের মতপরিবর্ত্তনে সাফল্য লাভ করিলেন। স্পেনীয় সেনাপতি প্রিম্‌কে তিনি লিখিলেন যে, হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। এখন প্রুসীয় গবরমেণ্টকে পত্র না লিখিয়া সেনাপতি যেন সরাসরি প্রিন্সের নিকট প্রস্তাব করেন, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে; এবং তিনি প্রিন্স লিওপোল্ডকে লিখিয়াছিলেন যে, প্রুসিয়ার মঙ্গল ও স্বার্থ ইহাতে বিজড়িত আছে। তিনি স্পেনের শাসনদণ্ড পরিচালনে সম্মত হইলে পরিণামে প্রুসিয়ার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। বিস্মার্ক স্পেনে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া অনুকূল সংবাদ দিলেন। জুন মাসের প্রারম্ভে লিওপোল্ড রাজাকে লিখিলেন যে, তিনি স্পেনের রাজমুকুট শিরে ধারণ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। প্রুসিয়ারাজ উইলিয়ম লিখিলেন যে, তিনি এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতেছেন।

বিস্মার্কের চেষ্টা ফলবতী হইল। ডন্ স্যালাজার পুনরায় জর্ম্মণীতে আগমন করিলেন। যথারীতি তিনি লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। যথারীতি উহা গৃহীত হইল। কিন্তু জনসাধারণ যাহাতে এ সংবাদ অবগত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা হইল। কথাটা গুপ্ত রহিল। কারণ, নির্ব্বাচন শেষ হইবার পূর্ব্বে আসল ব্যাপার কাহারও কর্ণগোচর হওয়া সঙ্গত

নহে। স্যালাজার বলিয়া গেলেন যে, তিনি মাদ্রিদ হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্পেন পার্‌লামেণ্টের সেসন যেন বন্ধ না থাকে।

কিন্তু সমস্ত কৌশল শেষে ব্যর্থ হইয়া গেল। বার্লিন নগর হইতে মাদ্রিদ নগরে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। পার্‌লামেণ্টের সভ্যগণ তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পার্‌লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। গুপ্তকথা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচন শেষ হওয়াই কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। স্যালাজারের একটু অনবধানতায় কথাটা বাহির হইয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া জেনারেল প্রিম্ ফরাসী দূতের নিকট প্রকাশ্যভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভবিষ্যতে এই ব্যাপার লইয়া যে ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল, মানসনেত্রে অবশ্য বিস্মার্ক পূর্ব্বে তাহা দেখিতে পান নাই। স্পেনের সিংহাসনে যেই আরোহণ করুক না কেন, তাহা লইয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করা অবিবেচনার কার্য্য। কারণ, তাহাতে জর্ম্মণীর লোকমত এবং নিরপেক্ষ শক্তিপুঞ্জের সহানুভূতি প্রুসিয়ার পক্ষে থাকিবে না। সকলে যদি বলিতে পারেন যে, প্রুসীয় গবর্মেণ্ট জনৈক প্রুসীয় রাজবংশধরকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়া ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইলে সকলেই

প্রুসিয়ার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। সম্ভবতঃ বিসমার্ক পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ব্যাপারে পরিণামে অন্তবিধ ফল ফলিবে। তিনি শুধু জর্ম্মণীর মিত্রশক্তি বাড়াইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ড আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এ সংবাদ প্রকাশিত হইলে ফরাসীরা প্রুসিয়ার গুপ্ত অভিসন্ধি যেন কতকটা বুঝিতে পারিল। কোনও প্রমাণ না পাইলেও ফরাসী গবর্মেণ্ট বুঝিলেন যে, বিস্‌মার্কের ষড়যন্ত্রেই এই ব্যাপার ঘটিতে চলিয়াছে। প্রুসিয়া-রাজের ও গবর্ণমেণ্টের সম্মতি না পাইলে কোনও প্রুসিয় রাজবংশধর নেপোলিয়নের সম্মতি ব্যতীত স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সাহসী হইবে না। কারণ, নেপোলিয়নের সহিত এ ব্যাপারের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। উল্লিখিত ব্যবস্থাই শুধু আশঙ্কার কারণ নহে, যেরূপ গুপ্তভাবে উহা সংঘটিত হইতে যাইতেছে, তাহাতেই প্রুসিয়ার দুষ্ট অভিসন্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরাসী রাজনীতিকগণ স্থির করিলেন যে, স্পেনের রাজ-নির্ব্বাচন প্রস্তাব বার্লিন নগরেই উপস্থাপিত করিতে হইবে। স্পানিয়ার্ডদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু বিস্‌মার্ক তখন ভার্জ্জিনে প্রবাসযাপন করিতেছিলেন, তাঁহার কাছে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সুবিধা হইল না। রাজা স্বয়ং তখন এমস্‌ নগরে অবস্থান

করিতেছিলেন। প্রুসীয় গবর্‌মেণ্ট এ ব্যাপারে যে আদৌ লিপ্ত নহেন, বস্তুতঃ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক কাহাকেও জানিতে দিতে চাহেন না যে, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ অবগত ছিলেন। তিনি পমিরানিয়া হইতে নড়িলেন না।

ফরাসী রাজনীতিক বেনেডেটি তখন অন্যত্র অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই অন্যতম ফরাসী সচিব এম্, দে সোর্দ্দি জর্ম্মণ পররাষ্ট্র-সচিবের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া হারভন থাইলির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। থাইলি স্পষ্টই বলিলেন যে, প্রুসিয়া-গবর্‌মেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহাদের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এইরূপ উত্তর লাভ করিয়া ফরাসী সচিব জর্ম্মণীতে পত্র লিখিলেন। বিস্‌মার্কের উপদেশক্রমে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী লিখিলেন, "প্রুসিয়া এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন। প্রুসীয় গবর্‌মেণ্ট বরাবরই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, স্পেনের সিংহাসনে যিনি আরোহণ করিবেন, তিনি এবং স্পেনবাসিগণ এ ব্যাপারে মীমাংসা করিবেন। প্রুসিয়ার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও সম্বন্ধ নাই, আর করেনও নাই।"

এম্ দে সোর্দ্দি অবশ্য থাইলির কথা বিশ্বাস করেন নাই। ফরাসী গবর্‌মেণ্টও প্রুসিয়ার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। প্যারীর অধিবাসিগণ দিন দিন উত্তেজিত

হইয়া উঠিতে লাগিল। ফরাসী মন্ত্রিগণ সেই উত্তেজনার অগ্নিতে ইন্ধন দিতে লাগিলেন। ডিউক গ্রামো মন্ত্রি-সভার বৈঠকে বলিলেন যে, "স্পেনের সিংহাসনে প্রিন্স লিওপোল্ডকে অভিষিক্ত করিবার জন্য যে নির্ব্বাচন হইতে চলিয়াছে, তাহা সমর্থনের যোগ্য নহে। প্রুসিয়া যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে চাহেন এবং স্পেনবাসিগণ যদি ফ্রান্সের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে এ কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিবেন না। কিন্তু যদি এ কার্য্যে তাঁহারা না করেন, তবে কিরূপে কর্ত্তব্য-পালন করিতে হয়, ফরাসীগণ তাহা অবগত আছেন। পঞ্চম চার্‌লসের সিংহাসনে কোনও বৈদেশিক শক্তি স্বরাজ্যের কোনও রাজপুত্রকে বসাইয়া শক্তিসমন্বয়ে বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন, ফরাসীরা কখনই নীরবে তাহা সহ্য করিবে না। কারণ, ফরাসীর সম্মান ও স্বার্থ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে।"

উক্ত অধিবেশনের পর ফরাসী মন্ত্রিসভা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে,"নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহারা প্রুসীয় গবর্‌মেণ্টকেই দায়ী করিতেছেন। অতএব প্রুসিয়া এ প্রস্তাবের প্রত্যাহার করুন।" স্পেনকে এ বিষয়ে তাঁহারা কোনও কথা বলিলেন না। প্রুসীয় পররাষ্ট্রসচিব যখন এ বিষয়ের আলোচনা করিতে অসম্মত হইলেন, তখন স্থির হইল যে, গ্রামো স্বয়ং রাজার সহিত দেখা করিবেন। বেনেডেটি

তখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি গবর্মেণ্টের উপদেশক্রমে এম্‌সে গিয়া রাজার সহিত দেখা করিবেন স্থির হইল; প্রিন্স লিওপোল্ডকেও স্পেনের সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে তিনি আদিষ্ট হইলেন।

ফ্রান্স যদি এইরূপে প্রুসিয়ার সহিত যোগাযোগ প্রমাণ করিবার বাসনা করিয়া থাকেন, প্রুসীয় গবর্মেণ্ট কখনই তাহা ঘটিতে দিবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। অবশ্য প্রুসিয়ার অবস্থা তখন অপ্রীতিকর। ফরাসীদিগের সহিত এই সূত্রে বিবাদ বাধাইবার প্রুসিয়ার ইচ্ছা ছিল না। কারণ, তাহা হইলে নিরপেক্ষ ইংরাজ ও রুস-শক্তি যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন, তাহা নহে, জর্ম্মণীর লোকমতও দ্বিধা বিভক্ত হইবে। ব্যাভেরিয়া ও উর্‌টেমবার্গে প্রুসিয়ার বিপক্ষদল মাথা খাড়া করিয়া বলিবে যে, হোহেনজোলারণের কোন রাজপুত্রকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। এ দিকে যদি প্রিন্স লিওপোল্ড সরিয়া দাঁড়ায়, রাজসিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ফরাসীরা বড় গলা করিয়া বলিবে যে,তাহাদের ভয়ে তিনি সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিতেছেন; তার পর যদি প্রুসিয়ার রাজাকে এই ঘটনার সহিত কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট করিতে ফরাসীরা সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা বলিয়া বেড়াইবে, প্রুসিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তাহারা পদদলিত করিয়াছে। ইহাতে প্রুসিয়ার প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইবে। সুতরাং বেনেডেটি যখন

রাজদর্শন প্রার্থনা করিলেন, তখন প্রুসিয়ার রাজা বিষম সমস্থায় পড়িলেন। তিনি বেনেডেটিকে বলিলেন যে, ফরাসী সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যে সকল কথা লিখিতেছে, ফরাসী মন্ত্রিসভা তাঁহার উপর যে সকল অভিযোগের আরোপ করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত অশোভন। প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট স্পেনের সিংহাসনসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহেন ; তিনি নিজেও কিছু জানেন না। শুধু প্রিন্স লিওপোল্ড যখন তাঁহার নিকটে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রুসিয়ার রাজা হিসাবে নহে, শুধু বংশের প্রধান হিসাবে তাহাতে অনুমতি দিয়াছিলেন।” বেনেডেটি রাজাকে বলিলেন যে, “তিনি যেন প্রিন্স লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন।” রাজা বলিলেন, “তিনি তাহা করিবেন না, প্রিন্সের ইচ্ছা হয় তিনি ত্যাগ করিবেন, না হয় না করিবেন। তিনি প্রিন্সকে সে সম্বন্ধে কোন আদেশ করিবেন না।”

বিস্‌মার্ক ও প্রুসীয় সচিববর্গ তখন অবসর-সুখ-ভোগে নিমগ্ন। তাঁহাদের মনে কোনও আশঙ্কা ছিল না। তাই এত নিশ্চিন্তভাবে নীরবে কালযাপন করিতেছিলেন। কারণ, প্রুসীয় সেনাদল তখন যুদ্ধসজ্জায় সম্পূর্ণ সজ্জিত। ফরাসীদিগের কার্য্যবিধি দেখিয়া যে কোন সময়ে তাঁহারা

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ। বিস্মার্কের কার্য্যপদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহাও কেহ জানিত না। ফরাসীরা যতই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, তিনি ততই নীরবে রহিলেন; কোনও আলোচনায় যোগদান করিলেন না। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, বেনেডেটি রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য এম্‌সে গমন করিয়াছেন,তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে এম্‌সে যাত্রা করিলেন। ১২ই তারিখের রাত্রিকালে তিনি বার্লিনে পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, হোহেনজোলারণের বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁহার পুত্রের তরফ হইতে দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন, যুদ্ধসম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে।

ইহাতে শুধু দুইব্যক্তি বিষম দুঃখিত—বিস্মার্ক ও গ্রামো। বিস্মার্ক আর কখনও এরূপ বাধা পান নাই। প্রিন্সের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি তাঁহাকে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সম্মত করাইয়াছিলেন। রাজাকে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে নেপোলিয়নের নিকট হইতে সমুদয় ঘটনা গোপন রাখিয়াছিলেন। এত চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। সত্য গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রুসিয়া আজ কত বড় অপমান নীরবে পরিপাক করিতেছে। ফরাসী সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশ্যভাবে প্রুসিয়াকে কটূক্তি করিতেছে, ফরাসী গবর্‌মেণ্ট ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সমস্তই আজ

তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইল। নিজের কথায় এইটুকু জানা গিয়াছে যে, ফরাসী রাজদূতের সহিত রাজাকে দেখা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, স্পানিয়ার্ডগণ স্বেচ্ছা-পরবশ হইয়া যখন প্রিন্স লিওপোল্ডকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তখন প্রিন্স ফরাসীদিগকে এই উত্তর দিবেন যে, স্পানিয়ার্ডগণ যতক্ষণ তাঁহাকে শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ না করিবে, ততক্ষণ তিনি উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কোনও কার্য্য হইল না। বিস্‌মার্ক অপমানের আঘাত এত তীব্র মনে করিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর মন্ত্রিত্ব করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কি উপায়ে প্রতিশোধ লওয়া যায়? এখন এম্‌স নগরে গমন নিরর্থক। তিনি ভার্জ্জিনে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন।

এ দিকে গ্রামো যুদ্ধের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ও বিচলিত হইলেন। প্রুসিয়ার প্রতি তিনি জাতক্রোধ ছিলেন। স্বীয় অদূরদর্শিতা ও অন্ধ সংস্কারবশতঃ তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই, রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্স কিরূপ সুবিধা লাভ করিয়াছেন। অন্যতম ফরাসী রাষ্ট্র-নীতিক গুইজো এ সংবাদে আনন্দিত হইলেন। তিনি যখন শুনিলেন, প্রিন্স লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন বলিয়া উঠিলেন, “ফরাসীরা কি সৌভাগ্যশালী,

আমার সময় এরূপ বিজয়গর্ব্ব লাভ করিবার অবকাশ কখনও ঘটে নাই।" সে কথা বাস্তবিক সত্য।

গ্রামো তাহা বুঝিলেন না। প্রিন্স লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন,এ সংবাদ প্রুসিয়া যখন তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তখন গ্রামো বলিলেন, "সম্রাট নেপোলিয়নের নিকট রাজাকে স্বয়ং এ বিষয়ে এইরূপ পত্র লিখিতে হইবে যে, রাজা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন, ফ্রান্সের অনিষ্টকামনায় তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ভবিষ্যতেও করিবেন না।" বেনেডেটির নিকট গ্রামো তার-যোগে জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে রাজা ফ্রান্সের অনিষ্টকামনায় এরূপ কার্য্য করিবেন না, এই ভাবে একখানি অঙ্গীকারপত্র রাজার নিকট হইতে যেন আদায় করিয়া লওয়া হয়। প্রিন্স লিওপোল্ড ভবিষ্যতে কখনও স্পেনের সিংহাসনে দাবী করিবেন না, রাজাকে এ বিষয়েও একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে। বিসমার্ক এ সংবাদ পাইবামাত্র প্যারীস্থিত প্রুসিয়া-দূত ওয়ার্থারকে কঠোরতিরস্কারপূর্ণ পত্র লিখিলেন। প্রুসিয়া-রাজের সম্মানহানিকর প্রস্তাবে তিনি কেন কর্ণপাত করিয়াছিলেন? বিসমার্ক তাঁহাকে অবিলম্বে তথা হইতে অসুস্থ দেহের অজুহাতে চলিয়া আসিতে আদেশ করিলেন।

সেই দিন প্রভাতে বিসমার্ক লর্ড আগষ্টস্ লফটসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে,

"এখনও এ অভিনয়ের যবনিকাপাত হয় নাই। জর্ম্মণী যুদ্ধের জন্য সমুৎসুক নহে, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে পশ্চাৎপদও হইবে না। ফ্রান্সের কাছে জর্ম্মণী কখনই দীনতা স্বীকার করিবে না। যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার পর জর্ম্মণী প্রতিশ্রুতি না দিলে ফ্রান্স নিরস্ত হইবে না। গ্রামো যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, হয় তাহার প্রত্যাহার করিবেন, নয় ত তজ্জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাঁহাকে দিতে হইবে।"

প্রুসীয় যুবরাজ তখন বার্লিনে আসিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যুদ্ধ অতীব আবশ্যক। সেই দিনই এম্‌স্ নগরে এমন কয়েকটি ঘটনার পরিণতি সংঘটিত হইল,—যাহাতে বিস্‌মার্ক তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলেন। বেনেডেটির উপর ফরাসী গবর্‌মেণ্ট যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ প্রীতিকর নহে। প্রুসিয়ারাজকে অঙ্গীকার-পত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিবেন, এইরূপ কথা ছিল। প্রত্যূষে বেনেডেটি রাজসভায় উপনীত হইলে প্রুসিয়ারাজ তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। বেনেডেটি তখন ধীরে ধীরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বক্তব্য শুধু রাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। স্পেনের সিংহাসনে ভবিষ্যতে প্রিন্স লিওপোল্ড যাহাতে কখনও দাবী না করেন, রাজাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু রাজা কোন মতে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইতে স্বীকার করিলেন না।

বেনেডেটি ক্ষুণ্ণ-মনে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে রাজা প্রিন্স লিওপোল্ডের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে,তিনি স্পেনের সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিতেছেন। রাজা সেই সংবাদ বেনেডেটির শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এখন হইতে এ ঘটনার সঙ্গে আর তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, ভবিষ্যতে এ বিষয় লইয়া যেন আর তাঁহাকে বিরক্ত করা না হয়। বেনেডেটি আর কি করিতে পারেন? তিনি প্রুসীয় রাজার নিকট যথারীতি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রাজা সে প্রস্তাবে কর্ণপাতই যখন করিলেন না, তখন তাঁহার দোষ কি? উভয় পক্ষের কেহই স্বাভাবিক ভদ্রতা বা শিষ্টাচারের সীমাও লঙ্ঘন করেন নাই। যুদ্ধ যাহাতে না বাধে, উভয়েরই সেই চেষ্টা ছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাজা বেনেডেটির প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। এম্‌স নগর ত্যাগকালেও রাজা বেনেডেটির সহিত দেখা করিয়াছিলেন। বেনেডেটি সে সময়েও রাজার নিকট আবার উক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাজা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তও হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, ফ্রান্স গায়ে পড়িয়া তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে চাহেন। রাজা তখন বার্লিনে ফিরিয়া বিস্‌মার্ককে সমুদয় ঘটনা তারযোগে প্রেরণ করিলেন। সংবাদপত্রে যাহাতে ঘটনাটি প্রচারিত হয়, রাজার সেইরূপ ইচ্ছা।

রাজার প্রেরিত টেলিগ্রাম যখন বিস্‌মার্কের নিকট পৌঁছিল, তিনি তখন রুন্‌ ও মল্‌টকির সহিত ভোজনে বসিয়াছেন। তিন জনেরই মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন। জন্মভূমি আজ ফরাসীর কাছে হতমান, অথচ প্রতিশোধ গ্রহণের কোনও উপায় নাই। রাজার প্রেরিত টেলিগ্রাম সহকারীদিগের সম্মুখে পাঠ করিবার সময় বিস্‌মার্কের চিত্ত আরও অধীর হইয়া উঠিল। ক্রোধে, ক্ষোভে তিন জনেরই চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা মনে করিলেন, রাজা বেনেডেটির সহিত যেরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এরূপ প্রস্তাব লইয়া রাজাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হয়, তাহাকে ক্রোধের সহিত প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল।

কিন্তু রাজা ঘটনাটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া বিস্‌মার্ক বুঝিলেন, এইবার সুযোগ উপস্থিত। তিনি পার্শ্বের গৃহে উঠিয়া গিয়া টেলিগ্রামের একটা খসড়া লিখিয়া ফেলিলেন। রাজা যে তার করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা অনেকটা ঠিক রাখিয়া বাকীটা নিজের মনের মত লিখিলেন। প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া বিস্‌মার্ক যেমন চাহিলেন, ঠিক তেমন করিয়া সমস্তটা রচনা করিলেন। তার পর বসিবার ঘরে আসিয়া রুন্‌ ও মল্‌টকিকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাঁহাদিগের

অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল আশার আলোকদীপ্তিতে সহসা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিসমার্ক রুনকে সেনাদল সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি বিসমার্ককে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, সব প্রস্তুত। মলটকিও আশ্বাস দিলেন। 'নর্থ জর্ম্মণ গেজেট' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সংবাদটি প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র-কার্য্যালয় হইতে যাবতীয় জর্ম্মণ-রাজদূতদিগের নিকটও উহার এক এক খণ্ড প্রেরিত হইল।

রাজার প্রেরিত টেলিগ্রামকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিসমার্ক সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে জাল বলা সঙ্গত নহে। এরূপ কার্য্য প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন সময়েও রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনও সংবাদই বিসমার্ক অবিকলভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। শুধু সাধারণে যতটুকু জানিবার অধিকারী, ততটুকু সংবাদই তিনি অন্য সময়ে প্রচার করিতেন। এ যাত্রাও তাহাই করিলেন। গেজেটের অন্য স্তম্ভেও বিসমার্ক আর একটি সংবাদ প্রকাশ করাইলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে, বেনেডেটি শিষ্টাচার বিস্মিত হইয়া প্রুসিয়ারাজকে জলবিহারের সময় বিরক্ত করিয়াছিলেন।

সংবাদ প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র জর্ম্মণীর ক্রোধ সন্ধুক্ষিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই কথাটা বিশ্বাস করিল। সকলেই বুঝিল, ফ্রান্স অকারণে প্রুসিয়ার

সহিত বিরোধ বাধাইতে চাহিতেছে। জর্ম্মণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রোধের ঝটিকা বহিয়া গেল। ফরাসীদিগের ধৃষ্টতা অসহ্য, অমার্জ্জনীয়। ফ্রান্স যদি যুদ্ধ চাহেন, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। প্রুসিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তখন আর কাহারও মনে আসিল না। উত্তর জর্ম্মণীর সহিত দক্ষিণ-জর্ম্মণীর ভত বিরোধ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। জর্ম্মণভাষাভাষী লোকবৃন্দ রাজার অপমানে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইল। রাজার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে সর্ব্বস্ব যাউক, ক্ষতি নাই। সেই দিন হইতে সমগ্র জর্ম্মণীর হৃদয়রাজ্যে প্রুসিয়ার বৃদ্ধ রাজা সিংহাসন পাতিয়া বসিলেন।

এতদিন ফরাসীরা ভাবিতেছিলেন, যুদ্ধ বাধে কি না বাধে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার পর্য্যাপ্ত কারণও ছিল না। তার পর অকস্মাৎ প্রুসীয় রাজদূত প্যারী হইতে চলিয়া গেলেন, বিসমার্ক লর্ড লফ্‌টসের নিকট যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইল; ফরাসী রাজদূত প্রুসিয়ারাজকে অপমানজনক কথা বলিয়াছেন, এ সংবাদ বার্লিন নগর হইতে চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইতেছে ইত্যাদি সংবাদ রটিতে লাগিল। ফরাসীরা দেখিলেন, এখন তাঁহারা বাদী নহেন, প্রতিবাদীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ফরাসী রাজনীতিকগণ এখন আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন না, কাজেই যুদ্ধঘোষণা ছাড়া গত্যন্তর

নাই। তদনুসারে ১৫ই তারিখে একটা সরকারী বিবরণ লিখিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইয়া গেল।

উক্ত তারিখে প্রুসিয়ার রাজা এম্‌স হইতে বার্লিনে আসিতেছিলেন। এম্‌স ত্যাগকালে তিনি ভাবেন নাই যে, সত্যই যুদ্ধের আশঙ্কা আছে। ব্রাণ্ডেনবার্গে উপনীত হইয়া রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিস্‌মার্ক ও যুবরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই রাজা বুঝিলেন, যুদ্ধ-ঘোষণার আর বিলম্ব নাই। বিস্‌মার্ক রাজাকে সেনাসমাবেশ করিবার আদেশ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোনও মতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। ট্রেণ যখন বার্লিনে পৌঁছিল, তখন রাজা দেখিলেন, বিরাট জনতা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। সেই জন-সমুদ্রের তরঙ্গ ঠেলিয়া পররাষ্ট্রবিভাগের জনৈক সেক্রেটারী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে নিবেদন করিলেন যে, ফ্রান্স সৈন্যসজ্জার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। রাজা আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। তিনি বিমর্ষচিত্তে সমর-সজ্জার আদেশ দিলেন। যুবরাজ তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে নিকটবর্ত্তী জনবৃন্দকে কথাটা জানাইয়া দিলেন।

উত্তর জর্ম্মণীর পার্‌লামেণ্ট আহূত হইল। পাঁচ দিন পরে বিস্‌মার্ক ঘোষণা করিলেন যে, ফ্রান্স প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে সরকারীভাবে ফ্রান্স প্রুসিয়াকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। বাস্তবিক এরূপ ঘটনা ইতিহাসে পূর্ব্বে কেহ কখনও পাঠ করেন নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমরা এখানে দুইটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথমটি বেলজিয়াম সম্বন্ধে জর্ম্মণীর সহিত ফ্রান্সের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা আমূল বিলাতের "টাইম্‌স" পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংলণ্ডের লোকমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি এই, হ্যানোভারের নির্ব্বাসিত রাজা বহু পূর্ব্ব হইতে একদল সৈন্যের ব্যয়ভার নিজ অর্থে বহন করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পরিণামে সেই সৈন্য প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিস্‌মার্ক তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধ ঘটিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে সেই সেনাদল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু বহু দিন হইতে তাহারা বেতন পায় নাই। হ্যানোভারের নির্ব্বাসিত রাজা তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতে পারিতেছিলেন না। এই সেনাদলের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। তাহারা তখন নিরাশ্রয় অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল। জর্ম্মণীতে প্রত্যাবর্ত্তন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত

হইবে। আবার ফ্রান্সের পক্ষে যোগদানপূর্ব্বক জন্মভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত। তাহারা তখন আমেরিকায় যাত্রা করিয়া সেখানে প্রবাসযাপন করিবার সঙ্কল্প করিল। বিস্মার্ক তাহাদের অবস্থার কথা অবগত হইলেন। বিচক্ষণ রাজনীতিক তখন এক অপূর্ব্ব চাল চালিলেন। তিনি সকলকে নির্ব্বাচারে ক্ষমা করিলেন। প্রুসীয় রাজকোষ হইতে তাহাদের বেতন অর্পণ করিবার আদেশ দিলেন। হ্যানোভারের সেনাদলে থাকিলে তাহারা যেরূপ পেন্সন পাইতে পারিত, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বিস্মার্কের এই সদাশয়তায় সকলেই মুগ্ধ হইল। জর্ম্মণীতে যে সামান্য বিরুদ্ধভাব অবশিষ্ট ছিল, বিস্মার্কের এই সদয় ব্যবহারে তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া গেল। তখন সমগ্র জর্ম্মণী একমনে একপ্রাণে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ফ্রান্সের মহাসমর—জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

[১৮৭০—১৮৭১]

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বিস্‌মার্ক রাজার সহিত বার্লিন হইতে সমরক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ধমনীতে যে সৈনিকের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, এ কথা বিস্‌মার্ক কখনও বিস্মৃত হন নাই। নিজে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা না হইলেও সমরক্ষেত্রের বিপদ্ ও কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি আনন্দ ও তৃপ্তি পাইতেন। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে রণক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ এবং মুক্তপ্রান্তরের নির্ম্মল বায়ুসেবনে তাঁহার দেহ ও মন সুস্থ হইতে লাগিল। আপিসের কার্য্যে সারারাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা এবং ক্রমাগত লেখনী পরিচালনায় তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছিল। রণক্ষেত্রে আসিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন।

১৮ই আগষ্ট গ্রেভলটের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্‌মার্ক সেই যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহারা বহুবার অগ্নিবর্ষণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একবার বিস্‌মার্ক শত্রুহস্তে বন্দী হইবার মত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র তখন সেনাদলে কার্য্য করিতেছিলেন। যে সেনাদলে পুত্রদ্বয়

সেনানীর কার্য্য করিতেছিলেন, বিস্‌মার্ক সেই দলের সামরিক বেশ পরিধানের অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্রই মারসা-লা-টুর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অশ্বারোহী সেনাদল তখন প্রাণপণ করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল। বিপক্ষপক্ষের অগ্নিবর্ষণে তাহাদের অধিকাংশ হত ও নিহত। বিস্‌মার্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাউণ্ট হার্ব্বার্ট আহত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ পাইলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে বিস্‌মার্কের আত্মীয়বর্গের কেহ নিহত হন নাই। সেডানের যুদ্ধে রুণের মধ্যম পুত্র জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। মার্‌সা-লা-টুর এবং গ্রেভলটের ভীষণ যুদ্ধে প্রুসিয়ার প্রত্যেক আমীর-ওমরাহ-বংশের কেহ না কেহ নিহত হইয়াছিলেন; শুধু বিস্‌মার্কের অদৃষ্টে সে বিড়ম্বনা ঘটে নাই।

গ্রেভলটের যুদ্ধে প্রুসিয়া জয়মাল্য লাভ করিলেন। বিস্‌মার্ক সেনাদলের সহিত সেডানে গমন করিলেন। সেখানে প্রুসীয় সৈন্য অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে জর্ম্মণ সৈন্যের ভীম পরাক্রমে ফরাসী সেনা বিচলিত হইল, যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত। তখন সেডানের দুর্গশিখরে শান্তির সঙ্কেতসূচক শ্বেত পতাকা উড্ডীন হইল। ফরাসী সেনাপতি নগর ত্যাগ করিয়া জর্ম্মণ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, নেপোলিয়ন আর যুদ্ধ করিতে চাহেন না। অকারণ নরহত্যায় কোন লাভ নাই

এখন সম্রাট নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার রাজার হস্তে তাঁহার তরবারি সমর্পণ করিতেছেন, যুদ্ধ স্থগিত হউক।

যুদ্ধ বন্ধ হইল। তখন ফরাসী সেনাপতি উইম্‌ফেলের সহিত জর্ম্মণ-সেনাপতি মল্‌টকির সন্ধিসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিবে স্থির হইল। বিস্‌মার্ক সে মন্ত্রণা-সভায় যোগদান করিলেন। বিস্‌মার্ক ও মল্‌টকি স্থির করিলেন যে, ফরাসী সৈন্য বিনা সর্ত্তে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ না করিলে সন্ধির কোনও প্রস্তাবই চলিবে না। তাঁহারা বলিলেন যে, এখন ফরাসীগণের আর গত্যন্তর নাই। যদি জর্ম্মণীর প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত না হন, তাহা হইলে নিস্তার নাই। এখন জর্ম্মণ-সেনা ফরাসীগণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বেলা চারিটার মধ্যে সমুদয় ফরাসী সৈন্য যদি অস্ত্র ত্যাগ না করে, তাহা হইলে পরদিবস প্রাতঃকালেই নগরে অগ্নি বর্ষিত হইবে। উইম্‌ফেল বলিলেন, "রাজনীতি-হিসাবে জর্ম্মণী যদি ফরাসীদিগের বিনা অস্ত্রত্যাগে সন্ধির কথা আলোচনা করেন, তাহা হইলে আজীবন মৈত্রীসূত্রে উভয় জাতি বদ্ধ হইবে। কিন্তু আজ যদি ফরাসী সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য করেন, তাহাতে পরিণামে যুদ্ধ থামিবে না; অবকাশ পাইলেই ফরাসী জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।" তখন বিস্‌মার্ক বলিলেন, "জাতির কৃতজ্ঞতার উপর নির্ভর করা বাতুলতা মাত্র। কোনও জাতির কৃতজ্ঞতার ফলে কিছুই লাভ করা যায় না।

বিশেষতঃ ফরাসীর ন্যায় জাতির নিকট প্রত্যাশা করা বৃথা। ফরাসী গবর্মেণ্টেরও স্থিরতা নাই, মতও পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সে গবর্মেণ্টের উপর বিশ্বাস রাখা যায় কিরূপে? আপনাদের ন্যায় পরশ্রীকাতর জাতি জগতে আর নাই; স্থাডোয়ার কথা আপনারা যখন ভুলেন নাই, তখন কি সেডেনের এই পরাজয়-গ্লানি জীবনে আপনারা বিস্মৃত হইতে পারিবেন? কখনই নহে।”

অন্যতম সেনানায়ক কাষ্টেলনু বলিলেন যে, তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের বিশেষ দৌত্যভার লইয়া আসিয়াছেন। নেপোলিয়ন তাঁহার তরবারি প্রুসিয়ারাজের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। এখন ফ্রান্স যাহাতে সসম্মানে অব্যাহতি পান, অনুগ্রহপূর্ব্বক জর্ম্মণী তাহার ব্যবস্থা করুন। বিসমার্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ তরবারি কাহার? সম্রাট নেপোলিয়নের, না সমগ্র ফ্রান্সের? যদি সমগ্র ফরাসী জাতির হয়, তাহা হইলে জর্ম্মণী বিবেচনা করিতে পারেন।” সেনানায়ক বলিলেন, “এ তরবারি সম্রাট নেপোলিয়নের।” তখন মল্‌টকি বলিলেন, “তাহা হইলে আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল না জানিবেন।” ফরাসী সেনাপতি উইম্‌ফেল বলিলেন যে, তিনি সহকারিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয়টি স্থির করিবেন, সুতরাং আরও কিছু সময় বাড়াইয়া দেওয়া হউক। মল্‌টকি কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন

না। তখন উইম্‌ফেল্‌ বলিলেন, "তাহা হইলে আলোচনা-সভা এখানেই ভঙ্গ হইল। এরূপ ভাবে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা যুদ্ধই বাঞ্ছনীয়।" তিনি তাঁহার অশ্বকে আনিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত কক্ষটি গাঢ় নীরবতায় ভরিয়া উঠিল। মল্‌টকি ও বিস্‌মার্ক প্রস্তরবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে তিন জন ফরাসী সেনাপতি দণ্ডায়মান। তাঁহাদের পশ্চাতে বিরাট-দেহ জর্ম্মণ সামরিক কর্ম্মচারিগণ দণ্ডায়মান। প্রাচীরগাত্রে প্রথম নেপোলিয়নের চিত্র বিলম্বিত। বিস্‌মার্ক তখন আবার কথা কহিলেন। তিনি উইম্‌ফেলকে বলিলেন, যে, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তিনি যেরূপ ভীষণ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তাহা সমীচীন কি না, যেন ভাবিয়া দেখেন। তার পর মৃদুস্বরে মল্‌টকিকে তিনি কি বলিলেন। অতঃপর ফরাসী সেনাপতি শপথ করি-লেন যে পরদিবস বেলা নয়টার পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ করি-বেন না। এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে তিনি সেডানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট এবং অন্যান্য সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিবার অবকাশ পাইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে পরামর্শ-সভা ভঙ্গ হয়। উষার প্রাক্কালে জনৈক দূতের আহ্বানে বিস্‌মার্কের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দূত বলিল যে, সম্রাট নেপোলিয়ন সেডান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

বিস্‌মার্ক দ্রুত শয্যাত্যাগ করিলেন। প্রাতরাশ সমাপ্ত-না হইতেই হস্ত-মুখ প্রক্ষালনের চেষ্টা না করিয়াই সামরিক বেশে অশ্বারোহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। রাজপথের একস্থলে সম্রাট তিন জন সামরিক কর্ম্মচারী সহ অশ্বযানে বিস্‌মার্কের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিস্‌মার্ক দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া সম্রাট-সকাশে উপনীত হইলেন। নেপোলিয়ন ফরাসী সেনার পক্ষে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে বিস্‌মার্কের কাছে আসিয়াছিলেন। রাজার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিলেন। সম্ভবতঃ প্রুসিয়ারাজ তাঁহার কথা ঠেলিতে পারিবেন না। কিন্তু বিস্‌মার্কও সংকল্প করিয়াছিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফরাসী সৈন্য আত্মসমর্পণ না করিতেছে, ততক্ষণ উভয় রাজ্যের অধীশ্বরের মধ্যে মিলন ঘটিতে দিবেন না। তিনি বলি-লেন যে, রাজার সহিত সম্রাটের এখন দেখা হওয়া অসম্ভব। রাজা এখন দশ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছেন। সম্রাটের সমভিব্যাহারে বিস্‌মার্ক সন্নিহিত একটি কুটীরে প্রবেশ করিলেন। একটি ক্ষুদ্রকক্ষে উভয়ে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তার পর উভয়ে কুটীরের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সম্রাট, বিসমার্ককে ফরাসী সৈন্যের আত্মসমর্পণে আরও একটু উদারতা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি-লেন। বিস্‌মার্ক বলিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ

করিতে চাহেন না। কারণ, বিষয়টি সমর-সক্রান্ত। মল্‌টকি ও উইম্‌ফেল উভয়ে মিলিয়া যাহা সঙ্গত মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। বিস্‌মার্ক তখন সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি সন্ধির কথা আলোচনা করিতে চাহেন কি না? উত্তরে নেপোলিয়ান বলিলেন যে, তিনি এখন যুদ্ধে বন্দী। এ সম্বন্ধে ফরাসী গবর্‌মেণ্ট যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইবে।

বিস্‌মার্ক সম্রাটকে সন্নিহিত বেলিভূ-দুর্গে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। সম্রাট্ তথায় বিশ্রাম করিতে গেলেন। বিস্‌মার্ক সামরিক বেশে সজ্জিত হইয়া সেই দুর্গে সম্রাটের সহিত পুনরায় দেখা করিতে গেলেন। উভয় পক্ষ সেখানে মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আয়োজন করিলেন। বিস্‌মার্ক সে পরামর্শ-সভায় যোগদান করিবেন না স্থির করিয়া, এক ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিলেন যে, পরামর্শ-সভার বৈঠক বসিলেই রাজা তাঁহাকে ডাকিতেছেন, এই অছিলায় সে যেন বিস্‌মার্ককে ডাকিয়া লইয়া যায়।

যথাসময়ে আত্ম-সমর্পণপত্র স্বাক্ষরিত হইল। বিস্‌মার্ক ও মল্‌টকি উহা লইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা সেই পত্র দেখিবার পর অশ্বসাদী সহ বন্দী সম্রাটের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। বিস্‌মার্কের ইচ্ছা ছিল, এই সূত্রে ফ্রান্সের সহিত সন্ধিস্থাপন

করেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও সে অবকাশ ঘটিল না। বিশেষতঃ জর্ম্মণবাহিনী তখন প্যারী অভিযানের জন্য উন্মত্তবৎ; সে সময় তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইত কি না সন্দেহ। ৪ঠা সেপ্টেম্বর জর্ম্মণ চমূ অগ্রসর হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ আসিল, প্যারীতে রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ড অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সম্রাট্ নেপোলিয়নকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য প্যারীতে একটা অস্থায়ী গবর্‌মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়া দিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত শত্রু ফরাসী-রাজ্যের সীমার বাহিরে বিতাড়িত না হইবে, তত দিন গবর্‌মেণ্ট নিরস্ত হইবেন না। শান্তিস্থাপনেও এই নূতন গবর্‌মেণ্ট অনিচ্ছুক নহেন। কারণ, বর্ত্তমান যুদ্ধ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নহে, নেপোলিয়নের সহিত এ যুদ্ধের সংস্রব। সম্রাট নেপোলিয়ন এখন সিংহাসনচ্যুত, গবর্‌মেণ্ট জর্ম্মণীর সহিত সন্ধিস্থাপনে অসম্মত নহেন, কিন্তু ফরাসীর সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিও তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন না। এই মর্ম্মে যদি সন্ধি হয় হউক, তাহাতে আপত্তি নাই।

তখন বিস্‌মার্ক জর্ম্মণ সংবাদপত্রনিচয়ে এইরূপ সংবাদ প্রকাশ করাইলেন যে, এই যুদ্ধের জন্য সম্রাট নেপোলিয়ন আদৌ দায়ী নহেন। সমগ্র ফরাসীজাতির আগ্রহাতিশয়েই এই যুদ্ধ বাধিয়াছে। তাঁহারাই এ জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। ফরাসীরা জর্ম্মণীর উন্নতি দর্শনে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া এই যুদ্ধ

বাধাইয়াছে। জর্ম্মণী এই ফরাসী জাতির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন না। এখন যদি জর্ম্মণগণ তাহাদের সহিত সন্ধি করেন, দুই দিন বিলম্বে তাহারা সন্ধির বন্ধন না মানিয়াই জর্ম্মণীকে পুনরায় আক্রমণ করিবে। জর্ম্মণীর হস্তে ফ্রান্সের এই পরাজয় ফরাসীরা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এখন যদি জর্ম্মণী ফ্রান্সের রাজ্যাধিকার বিস্তার না করিয়া, কোনও সর্ত্তে তাহাদিগকে না আবদ্ধ করিয়া শুধুই জয়গর্ব্ব লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ফরাসীরা অবকাশ পাইবামাত্র জর্ম্মণীর প্রতি তাহাদের ক্রোধ ও আক্রোশ চরিতার্থ করিবে। সুতরাং ফ্রান্স অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ না হইলে তাঁহার সহিত জর্ম্মণী সন্ধি করিবেন না। যত দিন মেজ, ষ্ট্রাস্‌বার্গ ফরাসীর অধিকারে থাকিবে, তত দিন জর্ম্মণগণের মঙ্গল নাই। ষ্ট্রাস্‌বার্গ জর্ম্মণীর প্রবেশদ্বার। এই নগরগুলি জর্ম্মণ অধিকারে আসিলে ফ্রান্সের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে।

এ দিকে বিস্‌মার্ক অস্থায়ী ফরাসী গবর্‌মেণ্টকে আদৌ বিধিসঙ্গত গবর্‌মেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সম্রাট নেপোলিয়ান প্রকৃতই ফ্রান্সের অধীশ্বর। তিনি নেপোলিয়ন ব্যতীত আর কাহারও সহিত সন্ধি সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব করিবেন না। ইংরাজ রাজদূতের মধ্যস্থতায় শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব হইলে বিস্‌মার্ক বলিলেন যে, বর্ত্তমান

ফরাসী গবর্মেণ্ট যদি সন্ধিস্থাপন করেন, মেজ ও ষ্টাস্বার্গ-স্থিত ফরাসী বাহিনী তাহা মানিবে কি? কথাটা সত্য; কারণ, মেজনগরস্থিত ফরাসী সৈন্যের সেনানায়ক প্যারীস্থিত বর্ত্তমান গবর্মেণ্টকে বিধিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তিনি সম্রাট নেপোলিয়নকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। এ অবস্থায় ফরাসী গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কোনও লাভ নাই। তথাপি বিস্মার্ক তদানীন্তন ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মঁসিয়ে জুল্স্ ফেবারের সহিত সাক্ষাতের অনুমোদন করিলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর জুল্স ফেবার বিস্মার্কের সহিত দেখা করেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে বিস্মার্ক ফেবারকে বলিলেন যে, ষ্ট্রাস্বার্গ নগর জর্ম্মণীর প্রবেশদ্বার, উহা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ফেবার উত্তরে বলিলেন যে, এরূপ অসম্মানজনক প্রস্তাবে তিনি কিরূপে সম্মত হইতে পারেন? ফ্রান্স তাহা হইলে সভ্যজগতে মাথা খাড়া করিয়া থাকিতে পারিবে না। যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবে বিস্মার্ক আদৌ সম্মত নহেন। কারণ, জর্ম্মণীর সমরনীতিবিশারদগণ বুঝিয়াছিলেন, যুদ্ধ থামিলেই ফ্রান্সের সুবিধা হইবে, সেই অবকাশে ফ্রান্স নূতন সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক সমরায়োজন করিবার সুবিধা পাইবেন। অথচ জর্ম্মণীর পাঁচ লক্ষ

সৈন্য বৈদেশিক রাজ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাতে বহু অর্থব্যয় হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে জর্ম্মণীর সুবিধা। সংপ্রতি যে সকল যুদ্ধে জর্ম্মণী জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার স্মৃতি মনে জাগরূক থাকিতে থাকিতে যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গেলেই জর্ম্মণীর লাভ বেশী হইবে। কিন্তু ফেবার বলিলেন যে, এখন সন্ধি হইবে কিরূপে? ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং উহার ক্ষমতা এখন বিধিসঙ্গত নহে। যত দিন যুদ্ধ চলিবে, নির্ব্বাচন তত দিন অসম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইলেই গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। বিস্মার্ক অবশেষে এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, মেজ ও প্যারীর নিকটে যুদ্ধ চলিতে থাকুক, অন্যত্র যুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু টুল ও ষ্ট্রাস্‌বার্গ জর্ম্মণীকে সমর্পণ করিতে হইবে। আর ষ্ট্রাস্‌বার্গ দুর্গের সৈনিকগণ বন্দী অবস্থায় থাকিবে। ফেবার সে কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমি ফরাসী, ইহা জানিয়াও এমন কথা আমাকে আপনি বলিলেন? যে দুর্গ অজেয়, যাহার সৈনিকগণের বলে ও বীরত্বে আজ সমগ্র জগৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত, তাহাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করা কি ঘোরতর কাপুরুষতা নহে?" ফেবারের চক্ষে জল আসিয়াছিল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণপূর্ব্বক তিনি বলিলেন যে,

বিস্‌মার্কের সম্মুখে তিনি যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যের নিকট তিনি যেন তাহা প্রকাশ না করেন। আর কোন আশা নাই দেখিয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া ফেবার বিদায় গ্রহণ করেন। এক সপ্তাহ পরে ষ্ট্রাস্‌বার্গ দুর্গ জর্ম্মণীর হস্তগত হইল। যদি ফরাসীরা বিস্‌মার্কের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য ষ্ট্রাস্‌বার্গ ও আল্‌সেস্‌ রক্ষা করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু চারি মাস পরে যে সর্ত্তে সন্ধি করিতে হইয়াছিল, তদপেক্ষা বহু গুণ উত্তম সন্ধি স্থাপিত হইতে পারিত।

বিস্‌মার্ক বরাবরই বলিয়া আসিতেছিলেন যে, প্যারীর অস্থায়ী গবর্‌মেণ্টকে তিনি গ্রাহ্য করেন না, সম্রাট নেপোলিয়নই ফ্রান্সের প্রকৃত ও ন্যায়সঙ্গত শাসনকর্ত্তা। সম্রাটকে মুক্তি দিয়া মেজস্থিত ফরাসী সৈন্যের অধিনায়কতায় তাঁহাকে সসৈন্যে ফ্রান্সে পাঠাইবেন। প্যারীর গবর্‌মেণ্টকে ভয় দেখাইয়া তাড়াতাড়ি কার্য্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই তিনি যে এরূপ বলিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তবে সম্রাটমহিষীর সহিত সন্ধি সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা চলিতেছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু ফরাসী রাজ্যের কোনও অংশ সম্রাটমহিষী ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সে প্রস্তাব আর অগ্রসর হয় নাই।

অস্থায়ী ফরাসী গবর্‌মেণ্টের সহিত বিস্‌মার্কের বহুবার

সন্ধিসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল; আবার সে প্রস্তাব থামিয়া গিয়াছিল: কোন কথাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ফরাসীগণ যুদ্ধ স্থগিত করিবার জন্য যতবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিস্মার্ক ততবার একই উত্তর দিয়াছিলেন। যে সর্ত্তে তিনি যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে চাহেন, ফরাসীরা তাহা একবারও অনুমোদন করিতে পারেন নাই। অবশেষে কিছুদিন বিস্মার্ক ফরাসী গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আর কোনও উচ্চবাচ্য শুনিতে পাইলেন না। বিস্মার্ক তখন নীরবে রহিলেন না। ভার্সিলিসে তখন তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে বহু রাজ্যের পররাষ্ট্র-সচিব অথবা তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার প্রত্যহ দেখাসাক্ষাৎ হইত। তিনি সেই সময় গুরুতর রাজনীতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; সংবাদপত্রে ঘটনাবলীর প্রকাশ এবং সমালোচনা বাহির করাইতেন। এইরূপ জর্ম্মণীর অনুকূলে প্রবন্ধ লিখিয়া, জর্ম্মণ-সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত করিতেন। বিস্মার্ক মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে প্রুসিয়ার বিশেষ অধিকার জন্মে নাই। বৈদেশিক সমালোচকগণ প্রায়ই প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন। ভ্রমাত্মক সংবাদ সাময়িক পত্র-নিচয়ে প্রকাশিত হইত, তাহাতে প্রুসিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সে জন্য প্রুসিয়ার দুর্নাম ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে যখন জর্ম্মণীর সহিত ফ্রান্সের

যুদ্ধ ঘটে, তখন ইউরোপ জর্ম্মণীর পক্ষের একটি কথাও জানিতে পারেন নাই; যাহা কিছু কিছু বাহির হইত, সমস্তই জর্ম্মণীর বিপক্ষে। সুতরাং জর্ম্মণীর দাবী ন্যায়সঙ্গত হইলেও অনেক সময় ইউরোপের জনসাধারণ তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইতেন না। প্যারীর সংবাদ-পত্রনিচয় যাহা রটনা করিত, লোকে তাহাতেই বিশ্বাস-স্থাপন করিত। বিস্‌মার্ক এ সকল অবকাশ ঘটিতে দিলেন না। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে লোকমত হইতে জর্ম্মণীকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ শক্তিপুঞ্জ চুপ করিয়াই ছিলেন। ইংলণ্ড, রুসিয়া অথবা অষ্ট্রীয়া কেহই ফ্রান্সের পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করিলেন না। ফরাসী সংবাদপত্রনিচয় জর্ম্মণীর দুর্নাম রটাইবার জন্য বলিতেছিলেন যে, জর্ম্মণ-সৈন্য অত্যন্ত অত্যাচারী, তাহারা বড়ই নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে। এ সকল রটনায় সত্য নিহিত ছিল না। কারণ, বহু বৈদেশিক দর্শক রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন; জর্ম্মণ সৈন্যের অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্যে এ সকল মিথ্যা সংবাদ অলীক ও অতিরঞ্জিত বলিয়া সাধারণে প্রমাণিত হইতে লাগিল। বরং জর্ম্মণসৈন্যের সংযমের তাঁহারা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিস্‌মার্ক ফ্রান্সের অশিক্ষিত সৈন্যের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, এরূপ সেনাদলকে বন্দী না

করিয়া জর্ম্মণগণ যেন তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, অসামরিক ব্যক্তিগণ যদি যুদ্ধে যোগদান করেন, তাহা হইলে বস্তুতই যুদ্ধটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

প্যারী অবরুদ্ধ হইলে তিনি শীঘ্রই দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক নগর অধিকার করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সামরিক বিভাগ কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। প্যারী অধিকার করিতে যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, বিস্‌মার্কের ধৈর্য্যের বন্ধন ততই শিথিল হইয়া আসিল। গ্যাম্বেটার আবেদনে সমগ্র জাতি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, এই অতর্কিত সংবাদ অবগত হইবামাত্র বিস্‌মার্ক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ গ্যারিবল্ডি ফরাসী-দিগকে সাহায্য করিতেছেন, এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বিস্‌মার্ক ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন।

ভার্সিলিসে অবস্থানকালে জর্ম্মণীর বহু বিষয়ে বিস্‌মার্ক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ জর্ম্মণীর রাজ্যসমূহকে উত্তর-জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি কোন দিন পীড়াপীড়ি করেন নাই। অবশেষে প্রুসিয়ার সাফল্য-দর্শনে যখন জর্ম্মণীর যাবতীয় রাজ্য প্রুসিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া এক অখণ্ড জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তখন বিস্‌মার্ক দেখিলেন, তাঁহার আজন্মের সাধনা আজ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত। শুধু

ব্যাভেরিয়া রাজ্য সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইল। শান্তির সময়ও ব্যাভেরিয়া-রাজ নিজ সেনাদলের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতে পারিবেন, পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার কথা চলিবে, এইরূপ গুটিকতক সুবিধা তাঁহাকে বিস্‌মার্ক অর্পণ করিলেন। দূরদর্শিনী প্রতিভার ফলে বিস্‌মার্ক ব্যাভেরিয়াকে এইরূপ যুক্ত জর্ম্মণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

এইরূপে নব জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া, প্রুসিয়া-রাজকে জর্ম্মণীর সার্ব্বভৌম নরপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিস্‌মার্ক নিশ্চিন্ত হইলেন। যে দিন দলীল সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, বিস্‌মার্ক সেই দিন সহকারিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "এত দিনে আমার সাধনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রুসিয়ারাজকে কৈসর বা জর্ম্মণ-সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিয়া ধন্য হইলাম।" এত দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ্য-ভাবে বিস্‌মার্ক সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের সংবাদ সাধারণের গোচর করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, জনসাধারণ স্বাভাবিক ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া; প্রুসিয়ারাজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবে, তিনি নিজে ঘোষণা করিবেন না।

প্রুসিয়া-রাজ নব উপাধিলাভে তাদৃশ উৎসুক ছিলেন না, তবে জর্ম্মণীর রাজন্যবর্গ যদি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে সে উপাধি অর্পণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে

আপত্তি ছিল না। প্রুসীয় যুবরাজ এই নূতন উপাধির জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। ব্যাভেরিয়া-রাজের নিকট তিনি একখানি অভিনন্দনপত্রের খসড়া লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ব্যাভেরিয়ার অধীশ্বর সেই পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে নকল করিয়া সহি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজাকেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্র লিখিলেন। সমগ্র জর্ম্মণীর রাজগণ সমবেত হইয়া ঐক্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রুসিয়া-রাজকে জর্ম্মণীর সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিতেছেন, এই মর্ম্মে ব্যাভেরিয়ার রাজা সকলকে পত্র লিখিলেন। ব্যাভেরিয়া-রাজ প্রুসিয়া-রাজকে যে অভিনন্দনপত্র লিখিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিস্‌মার্কের মস্তিষ্ক-প্রসূত, রাজা তখন তাহা জানিতে পারেন নাই।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ভার্শেলিস-প্রাসাদে প্রুসিয়ারাজ প্রকাশ্যভাবে সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হন। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে বিস্‌মার্ক প্রিন্স উপাধি লাভ করেন।

সম্রাটের অভিষেক-উৎসব সমাপ্ত হইবার কয়েক দিবস পরে প্যারীনগরী জর্ম্মণীর কবলিত হইল। দীর্ঘ অবরোধে প্যারীনগরী হতবল হইয়া পড়িয়াছিল। জর্ম্মণীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি আর ফরাসীদিগের ছিল না। তখন কি কি সর্ত্তে প্যারী জর্ম্মণীর হস্তে সমর্পিত হইবে, তাহার

আলোচনা করিবার জন্য ফেবার বিস্মার্কের সহিত দেখা করিলেন।

মসিয়ে থেয়ার্স অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বিস্মার্ক বেলফোর্ট, আল্‌সেস্‌, লোরেণ, মোসেল ও মেজ দাবী করিলেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছয় শত কোটি ফ্রাঙ্ক চাহিলেন। থেয়ার্স অভিজ্ঞ রাজনীতিক; তিনি ফেবারের ন্যায় কল্পনার কুহকে মগ্ন থাকিয়া জগৎটাকে দেখিতেন না। তিনি জানিতেন, জর্ম্মণী পীড়াপীড়ি করিলে, এইরূপ সর্ত্তেই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মেজ নগর জর্ম্মণীর কবলিত হইবার পূর্ব্বে যদি সন্ধি সংস্থাপিত হইত, তাহা হইলে হয় ত লোরেণ ছাড়িয়া দিতে হইত না। বিস্মার্ককে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, মেজ ফরাসীকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। কিন্তু বিস্মার্কের সংকল্প টলিল না। অবশেষে থেয়ার্স বেলফোর্ট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, তাহাতেও কাউণ্ট বিস্মার্ক সম্মত হইলেন না। তখন থেয়ার্স উত্তেজিতভাবে বলিলেন ;—

"তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আপনার ইচ্ছা যে, জর্ম্মণীর অধীনতাপাশে আমরা বদ্ধ হই। যে নগর সর্ব্ব-বিষয়ে ফরাসী-ভাবাপন্ন,—তাহা ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাহাও করিতে সম্মত নন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আপনাদের সহিত আমাদের

চিরকাল যুদ্ধ চলে, ইহাই আপনার মনোগত অভিপ্রায়। তবে তাই করুন। আমাদের দেশ সমূলে ধ্বংস করুন, অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করুন, নিরীহ প্রজাবর্গের প্রাণসংহার করুন। আমরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব, পরিণামে আমরা পরাজিত হইব বটে, কিন্তু অপমানের কলঙ্ক-লেখায় আমাদের ললাটতল চর্চ্চিত হইবে না। বীরের ন্যায় মরিব।"

থেয়াসে´র এই কথা শুনিয়া বিস্‌মার্ক একটু বিচলিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, "ফরাসীদিগের কষ্ট তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার হাত নাই।—রাজা আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি সেই মতই কার্য্য করিতেছি। তিনি স্বয়ং যদি কোনও বিবেচনা করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, আমি একবার মল্‌টকির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মতামত পরে জানাইব।" বিস্‌মার্ক মন্ত্রণা-কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমরা প্যারীনগরীতে প্রবেশ করিব না, আপনারা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। এখন যদি বেলফোর্ট ফিরিয়া পাইতে চান, তাহা হইলে আমাদিগকে প্যারীনগরীতে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে।" ফরাসীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছয় শত কোটির পরিবর্ত্তে পাঁচ শত কোটি ফ্রাঙ্ক গ্রহণ করিতে বিস্‌মার্ক সম্মত হইলেন। বহু পীড়াপীড়িসত্ত্বেও জর্ম্মণী অন্য দাবীর পরিবর্ত্তন করিলেন না।

বহু বাদ-বিতণ্ডা—জল্পনা-কল্পনার পর ফ্রাঙ্কফোর্টে ফেবার ও বিসমার্কের পুনরায় দেখা হইল। সেইখানেই শেষ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইল। ফ্রান্সের সহিত জর্ম্মণীর যুদ্ধও মিটিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নব-সাম্রাজ্য।

[১৮৭১—১৮৭৮]

ফ্রাঙ্কফোর্টে সন্ধি সম্পাদিত হইল, বিস্‌মার্কের কার্য্যও সমাপ্ত হইয়া গেল। নয় বৎসর মাত্র তিনি প্রধান মন্ত্রিপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। বহু বিচক্ষণ রাজনীতিক যাহা করিতে পারেন নাই, এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন সেই রাজাকে তিনি মহাশক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যে তিনি একজন মহাশক্তিধর রাজা। প্রুসিয়া তখন ইউরোপে কতটুকু প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; কিছুই নহে—জর্ম্মণী তখন বহু খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত। আর নয় বৎসর পরে সেই জর্ম্মণী একতার বন্ধনে এক শক্তিশালী সম্রাটের রাজচ্ছত্র-তলে সমবেত ও একীভূত।

বিস্‌মার্ক কার্য্য শেষ হইলে আর বিশ বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। অন্য কেহ হইলে এরূপ কঠোর কার্য্য সমাধা হইবার পর কোলাহলময় কর্ম্মময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেন;

কিন্তু বিস্‌মার্ক অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ। ক্ষমতার পরিচালনে তাঁহার প্রভূত আনন্দ ছিল। রাজ্যের মঙ্গল অনুষ্ঠানই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি নিজের সুখ, দুঃখ, যশ ও অপযশের ভয়ে সে পুণ্য-অনুষ্ঠানে বিরত হইবার লোক ছিলেন না। দেশের কল্যাণই তাঁহার চরম কামনা ছিল।

পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্‌মার্ক একাই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পার্‌লামেণ্টের সদস্যবর্গ এবং সংবাদ-পত্রসম্পাদকগণ এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্যের উপর কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেন না। সমগ্র জর্ম্মণজাতি ও মিত্ররাজগণ সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত অনেকের মতানৈক্য ঘটিত বটে, কিন্তু পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয়ে সকলেই তাঁহার অবলম্বিত নীতির সমর্থন করিতেন। যাহারা স্বার্থের দায়ে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত, দেশের লোক তাহাদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করিত।

নবগঠিত সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিস্‌মার্ক অনুক্ষণ চেষ্টা করিতেন। জর্ম্মণীর অভ্যুদয়ে নিরপেক্ষ শক্তিপুঞ্জের মনে যে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তিনি তাহা প্রশমিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পক্ষ-পাতী তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার নেশা ছিল না। সাম্রাজ্য-সংস্থাপন ও উহার মঙ্গলের জন্য যখন যুদ্ধের

প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে রাজনীতিকেরা তাঁহার নিজের ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদে যুদ্ধ বাধাইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করেন। বিস্মার্ক সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ প্রতিভাশালী রাজনীতিক জগতে বিরল।

সমগ্র ইউরোপ উৎকণ্ঠিত চিত্তে এই নব-সাম্রাজ্যের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছিলেন। সকলেই ভাবিতেছিলেন, মদগর্ব্বিত জর্ম্মণ-জাতি বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আবার কখন্ কাহার সহিত বিরোধ বাধাইয়া দেয়। বিস্মার্ক বলিতে পারিতেন, "আমাদের এখনও বিশ্রাম করিবার অবকাশ আসে নাই। এখনও আমাদের বহু দেশবাসী অষ্ট্রীয়া, হল্যাণ্ড, স্যুইজারল্যাণ্ড ও রুসিয়ায় রহিয়াছে। তাহাদিগকে আমাদের রাজচ্ছত্রতলে সম্মিলিত হইতে দাও। পররাষ্ট্রের অধীনতাপাশে তাহাদিগকে থাকিতে দিব না।" কিন্তু লুই ও নেপোলিয়ন যে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, বিস্মার্ক তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বিস্মার্ক বুঝিয়াছিলেন যে, নূতনভাবে জর্ম্মণীর ভাবী বংশধরগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হউক, সম্প্রদায়গত পার্থক্যের দাগ এখনও মিলনের অমৃত-ধারায় সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। বহু সাধনার ফলে তিনি খণ্ড খণ্ড জর্ম্মণীকে একতার পবিত্র বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। আগে দেশবাসী সেই একতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হউক, ঈর্ষাদ্বেষের

বীজ অন্তর্হিত হউক। তৎপূর্ব্বে অন্য কোনও নীতির অনুসরণ যুক্তিযুক্ত হইবে না।

ফ্রান্স তখনও পূর্ব্ব-অপমান ও গ্লানির স্মৃতি ভুলে নাই। অপহৃত প্রদেশগুলি হস্তগত করিবার বাসনা সমগ্র ফরাসী-জাতির হৃদয়ে তখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাহারা মাঝে মাঝে সেরূপ প্রস্তাবও করিতেছিল। কিন্তু জর্ম্মণ জাতি তখন বুঝিয়াছিল, বিষ হারাইয়া ফ্রান্স এখন ঢোঁড়া হইয়াছে, কাজেই জর্ম্মণ রাজনীতিকগণ তাহাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। অন্য শক্তি যাহাতে মধ্যস্থ করিতে আসিতে না পারেন, বিসমার্ক প্রথমেই সে পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। ফরাসীর সহিত যে ভাবে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও দিকে এতটুকু ফাঁক রাখেন নাই।

সেনাদলের পুষ্টিসাধন করিয়াই বিসমার্ক নিশ্চিন্ত হন নাই। যাহাতে সহসা ফ্রান্স কাহারও সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিণামে জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধ বাধাইতে না পারেন, তিনি তাহার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট-জর্ম্মণ সচিব বিসমার্ককে সবিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন। অষ্ট্রীয় সচিব বিউষ্ট তখন পদচ্যুত। এই বিউষ্ট চিরকালই বিসমার্কের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি বিসমার্কের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিগণিত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয় ও রুস সম্রাটযুগল বার্লিনে জর্ম্মণ সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

তিনটি সাম্রাজ্য মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল। অবশ্য তজ্জন্য কোন লিখিত দলীল সম্পাদিত হয় নাই বটে ; কিন্তু অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণী ও রুসিয়া পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিস্‌মার্কের চেষ্টার ফলে এইরূপে ফ্রান্স ইউরোপে একঘরে হইয়া রহিলেন। কেহ যে তাঁহার সাহায্য করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা রহিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আবার সমর-সম্ভাবনা ঘটিল।

ফরাসীরা সেনাদলের সংস্কার করিতেছেন, এ সংবাদে বার্লিনে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জর্ম্মণীর একদল লোকের বিশ্বাস ছিল যে, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, ফ্রান্সের সহিত জর্ম্মণীর আবার যুদ্ধ বাধিবে। সুতরাং তাহাদের মতে ফ্রান্স শক্তিসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে পুনরায় আক্রমণ করা কর্ত্তব্য। এবার এমন ভাবে আক্রমণ করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে সে যেন আর মাথা তুলিতে না পারে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের ইচ্ছা কতদূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিল, তাহা জানা না গেলেও এমন লক্ষণ প্রকটিত হইল যে, তাহাতে রুস ও ইংরাজ গবর্‌মেণ্ট অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। লর্ড ডার্ব্বির ন্যায় ধীরচিত্ত বিচক্ষণ রাজনীতিকের মনে সন্দেহ জন্মিল যে, হয় ত আশঙ্কা সত্য। রুস সম্রাট স্বয়ং বার্লিনে গিয়া বিষয়টির তদন্ত করিলেন। ইংলণ্ডের মহারাণী স্বয়ং জর্ম্মণ সম্রাটকে পত্র লিখিয়া বলিলেন যে, ফ্রান্সকে আক্রমণ

করিবার জন্য জর্ম্মণী চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং সম্রাট যাহাতে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, মহারাণী তজ্জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। জর্ম্মণ-সম্রাট যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না, এমন কি, যুদ্ধের কল্পনা-জল্পনা জর্ম্মণীতে চলিতেছে, তাহাও তিনি জানিতেন না।

যুদ্ধের জন্য বিস্‌মার্কও আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ক্রীড়াচ্ছলে যুদ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তিনি তাহা করিতেনও না। কিন্তু বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ এ বিষয়ে জর্ম্মণীকে উপদেশ দিতেছেন বলিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। বিস্‌মার্ক তখন সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যুদ্ধের আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। কতকগুলি দুষ্ট লোক এরূপ অলীক কথার রটনা করিয়াছে। বিস্‌মার্ক জানিতেন, এবার ফ্রান্সের সহিত অন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিধর নরপতিগণ কখনই জর্ম্মণীর কার্য্যের পোষকতা করিবেন না, সুতরাং এত দিনের চেষ্টায় যে ফ্রান্সকে তিনি একঘরে করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, এখন যুদ্ধ বাধাইয়া অন্যান্য শক্তিকে ফ্রান্সের পক্ষাবলম্বন করিতে দিয়া বহুদিনের কর্ম্মযজ্ঞকে তিনি পণ্ড করিবেন না। কিন্তু বিস্‌মার্ক যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বাস্তবিক প্রুসিয়ার সামরিক বিভাগ ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; জর্ম্মণীর ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রুন্ কর্ম্মত্যাগের বাসনা জানাইলেন। সম্রাট তাঁহাকে ভালবাসিতেন, কাজেই তিনি তাঁহাকে সহজে ছাড়িতে চাহিলেন না। তখন বিস্মার্ক তাঁহার বহু কার্য্যভারের কিয়দংশ ত্যাগ করিলেন, প্রুসিয়ার প্রবীণ সচিবের কার্য্যভার রুন্‌ক অর্পণ করিলেন। শুধু সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্য ও সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলারের কার্য্যভার নিজের স্কন্ধে রাখিয়া বাকী সব রুনের উপর অর্পণ করিলেন।

এক বৎসর কার্য্য করার পর রুন্ আবার অবসরগ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। এবার আর কোনও মতে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। রুনের কার্য্যপরিত্যাগে রাজাও দুঃখিত হইলেন; কিন্তু বিস্মার্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রুনের মত বন্ধু তাঁহার আর কেহ ছিল না। রুনই তাঁহাকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান যন্ত্র।

রুনের কর্ম্মত্যাগের পর গোঁড়া রক্ষণশীল দলের সহিত বিস্মার্কের বিরোধ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল দলের একাংশ গবর্মেণ্টের কার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রক্ষণশীল দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও গোঁড়া ছিলেন না। বিস্মার্ক দেখিলেন যে, রক্ষণশীল দলের মতানুসারে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য শাসন করা অসম্ভব। তিনি তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিতেন না। কাজেই এই দল

বিস্মার্ককে নানারূপে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রে বিস্মার্কের নামে নানারূপ অলীক কুৎসা রটিতে লাগিল। দুই তিনবার আইনের সাহায্যে বিস্মার্ক রক্ষণশীল দলের নামে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন।

প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই উভয়ের সংমিশ্রণে বিস্মার্ক একটা নূতন সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্মার্ক দুইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রোটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী রাজনীতিকের দ্বারা ইহা কখনও সংঘটিত হইতে পারে না। যাহা হউক, বিস্মার্কের এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টার ফলে গবর্ন্মেণ্টের সহিত জর্ম্মণীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত মনো-মালিন্য জন্মে। গবর্ন্মেণ্ট বেতন দিয়া যে সকল ধর্ম্মযাজক নিয়োগ করিতেন, বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে একঘরে করিয়া রাখিতেন। ছাত্রগণ তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পাইত না। জনসাধারণ সে সকল ধর্ম্মমন্দিরে পূজা-অর্চ্চনা করিতে পাইতেন না। এমন কি, সামরিক বিভাগেও এই মনোমালিন্যের প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ ক্রমশই দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রিচষ্টাগে নূতন আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব হইল। এই বিধানবলে জর্ম্মণী হইতে জেস্থইট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিতাড়িত করা হইবে। নূতন বিধানমতে

রাজা বা গবর্‌মেণ্ট পুরোহিতদিগের শিক্ষা ও নিয়োগসম্বন্ধে বহু ক্ষমতা লাভ করিলেন। যিনি জাতিতে জর্ম্মণ নহেন, এমন কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মযাজকপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। আর যিনি ধর্ম্মযাজক হইবেন, তাঁহাকে প্রুসিয়ার গবর্‌মেণ্টের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তার পর বিবাহ-সম্বন্ধে আইন পাকাপাকি হইয়া গেল। প্রত্যেক ধর্ম্মযাজককে বিবাহ করিতে হইবে। এইরূপে রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রভাব জর্ম্মণী হইতে তিরোহিত করিবার উদ্যোগ হইল।

ধর্ম্মযাজকদিগের বিরুদ্ধে অভিযান আরব্ধ হইলে বিসমার্ক দেখিলেন, তিনি যে শত্রুকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে দমন বা শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম্মযাজকগণ, ক্যাথলিকগণ ভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত। তাঁহারা রক্ষণশীল বা উদারনীতিক দল নহেন। উদারনীতিকগণ যে কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না, ইঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা সম্পাদন করেন। আইনের শাসন ইঁহারা অম্লানবদনে উপেক্ষা করিতেছেন। গবর্‌মেণ্ট ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়কে দমন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশপ ও পুরোহিতগণকে দলে দলে কারারুদ্ধ করিয়াও কোন ফল ফলিল না। প্রুসিয়ার অর্দ্ধেক ধর্ম্মমন্দির পুরোহিতশূন্য হইল, লোকাভাবে ধর্ম্মমন্দির বন্ধ করিতে হইল। গবর্ণমেণ্ট ও বিসমার্ক বুঝিলেন, এ যাত্রা তিনি

ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে বিস্‌মার্ক অধীর হইলেন। অকস্মাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি কার্য্য পরিত্যাগপত্র সম্রাট-সমীপে পেস করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এখন নূতন তেজে, নবোৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারিলে সাফল্যলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। নূতন লোক তাঁহার স্থলে আসিয়া কার্য্য করুন—যদি তাহাতে রাজ্যের ইষ্টসিদ্ধি হয়। কিন্তু সম্রাট তাঁহার আবেদন গ্রহণ করিলেন না। দরখাস্তের পার্শ্বে লিখিলেন, "আপনাকে কখনও কার্য্যভার ত্যাগ করিতে দিব না। যত দিন ইচ্ছা অবসর গ্রহণ করুন; যখন আবার ইচ্ছা হইবে, তখন আপনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। এপ্রিল মাসে বিস্‌মার্ক ভার্জিনে চলিয়া গেলেন। সেখানে দশমাস অবস্থান করিবার পর তাঁহার শরীর ও মন সুস্থ হইল। আবার যখন রাজধানীতে ফিরিয়া তিনি কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন, তখন লোকে বুঝিতে পারিল, সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এবার নূতন অধ্যায়ের যোজনা ঘটিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিশক্তির-মিত্রতা।

[১৮৭৮ হইতে ১৮৮৭]

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কি বাহ্য কি আভ্যন্তরীণ—উভয়বিধ রাজনীতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। এত দিন পর্য্যন্ত প্রুসিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপের দুইটি সাম্রাজ্যের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন। জাতীয় উদারনীতিক দলের সাহায্যেই সাম্রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল। যাজকসম্প্রদায় গবর্‌মেণ্টের শত্রুতা করিতেছিলেন। আলোচ্য বৎসর শেষ হইতে না হইতেই প্রুসিয়ার সহিত জর্ম্মণীর যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে অষ্ট্রীয়া ও ইটালীর সহিত জর্ম্মণী মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিসমার্ক যখন কার্য্য পরিত্যাগের জন্য আবেদন করেন, সম্রাট তাহা গ্রহণ করেন নাই। সমগ্র জর্ম্মণ সাম্রাজ্য রাজার এই কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। বিসমার্কের উপর দেশের লোকের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, এ জন্য রিচষ্ট্যাগের (জর্ম্মণ পার্‌লামেণ্ট) মহাসভায় এই বিষয় উপলক্ষে একটা সভা আহূত হইয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ

সাম্রাজ্যের সকলেই বুঝিয়াছিলেন, প্রাচ্য-সমস্যা লইয়া ইউরোপে যখন বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, সে সময় বিস্‌মার্কের মত বিচক্ষণ রাজনীতিকের কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে। ভার্জিনে অবস্থানকালেও তিনি সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রবিভাগের কার্য্য-পরিচালনে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল যে, ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের গবর্‌মেণ্টের সহায়তায় তুরস্ক হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থলে বিরোধের সম্ভাবনা দূরীভূত করিতে পারিতেন। যখন স্যানষ্টিফানোর সন্ধির প্রস্তাবে ইংরাজ গবর্‌মেণ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপের রাজন্যবর্গ প্রস্তাব করিলেন যে, বার্লিনে একটা কংগ্রেসের বৈঠক বসুক, আর সেই বৈঠকে বিস্‌মার্ক সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বিস্‌মার্কের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। ইউরোপের সমগ্র রাজনীতিকের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেন। এই কংগ্রেসে তিনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও রুসিয়ার সহিত জর্ম্মণীর মতানৈক্য ঘটিল। রুসীয় সংবাদপত্রনিচয় জর্ম্মণীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া মন্তব্য প্রচার করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে বিস্‌মার্ক যে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং সমগ্র ইউরোপে যে নীতির বীজ রোপণ করিলেন,

তদনুসারেই এখনও পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপ শাসিত হইয়া আসিতেছে। সে নীতির আর পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিস্‌মার্ক অষ্ট্রীয়ার সহিত তাড়াতাড়ি সুদৃঢ় মিত্রতাপাশে জর্ম্মণীকে আবদ্ধ করিলেন। যদি রুসিয়া জর্ম্মণীকে আক্রমণ করেন, অষ্ট্রীয়া তৎক্ষণাৎ জর্ম্মণীর পক্ষে যোগদান করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। যদি ফ্রান্স অষ্ট্রীয়া অথবা জর্ম্মণীকে আক্রমণ করেন, তখন অষ্ট্রীয়া অথবা জর্ম্মণী নিরপেক্ষ থাকিবেন, কিন্তু রুসিয়া যদি ফ্রান্সের পক্ষসমর্থন করেন, তখন সন্ধির সর্ত্তানুসারে অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণী পরস্পরের সাহায্য করিবেন। পর বৎসর ইটালীও সেই সর্ত্তে জর্ম্মণীর সহিত মিত্রতা করিলেন। এইরূপে জর্ম্মণী ইয়োরোপে প্রাধান্য লাভ করিল।

পররাষ্ট্রনীতি লইয়া বিস্‌মার্ক যখন বিশেষ বিব্রত, তখন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে জর্ম্মণ সম্রাটের প্রাণনাশের একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। হোবেন্‌ নামক জনৈক চর্ম্মকার যুবক বার্লিনের রাজপথে সম্রাটের উদ্দেশে গুলীবর্ষণ করিয়াছিল। সমগ্র দেশবাসী এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, এই আততায়ী যুবক সোসিয়ালিষ্ট বা সমাজতন্ত্র-বাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তখন জনসাধারণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল যে,

সমাজতন্ত্রবাদীদিগের মধ্যে উত্তেজনামূলক কোনও বক্তৃতা শ্রবণে এই যুবক সম্রাটের প্রাণগ্রহণে চেষ্টা করিয়াছিল। বিস্‌মার্ক বহুদিন হইতে সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে সন্দেহের নেত্রে দেখিতেছিলেন। এই অবকাশে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য বিস্‌মার্ক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। একটা নূতন বিধান প্রণয়নপূর্ব্বক তিনি সমাজতন্ত্রবাদী-দিগের বক্তৃতার পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রিচষ্টাগে এ প্রস্তাব উপেক্ষিত হইল। রক্ষণশীলদলের সভ্যগণ ব্যতীত উহার পক্ষে কেহই ভোট দিল না। উক্ত ঘটনার দশ দিন পরে সম্রাটের জীবনগ্রহণের জন্য আবার একটা উপক্রম হইল। নোবেলিং নামক জনৈক উচ্চশিক্ষিত যুবক রাজপথে সম্রাটকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষেপ করিয়াছিল, সম্রাট এ যাত্রা মস্তকে ও বাহুতে আহত হন। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি রাজপ্রাসাদে নীত হন। তাঁহার জীবন-রক্ষাসম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইল। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাটকে এইরূপে হত্যা করিবার উপক্রম হওয়ায় দেশবাসী ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিস্‌মার্ক এই ঘটনা শ্রবণমাত্রেই বলিয়া উঠিলেন, "এবার রিচষ্টাগ বিলুপ্ত হউক।" হইলও তাহাই, নূতন পার্‌লামেণ্টে নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইল, সোসিয়া-লিষ্ট সম্প্রদায়কে দমন করিবার জন্য নূতন উপায়ে নূতন বিধান প্রচারিত হইল। এবার আইন পাশ হইয়া গেল।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের যে কোনও স্থানে সমাজতন্ত্রবাদীরা বক্তৃতা অথবা লিখিত প্রবন্ধ প্রচার করিবেন, পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে সে নগর হইতে বিতাড়িত করা হইবে। এ সম্প্রদায়ের প্রচারিত সংবাদপত্র, পুস্তিকা অথবা গ্রন্থাদি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায় হইতে কোনও গ্রন্থাদি প্রচারিত হইতে পারিবে না, এই মর্ম্মে বিধান বাহির হইল। কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সমাজতন্ত্রবাদিগণ সংগোপনে তাঁহাদের কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

সমাজতন্ত্রবাদিগণ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত হইল, তাহা গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক। লোকমতদমনে জর্ম্মণ-গবর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অবলম্বিত মেটারনিক দ্বারা পরিচালিত নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদীদিগের এ আইন সম্বন্ধে বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই ছিল না, প্রচলিত গবর্ণমেণ্ট ও সমাজের উচ্ছেদসাধনই তাহাদের অভিপ্রেত। বিশৃঙ্খলাই তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল। তবে তাহারা যে বিধিসঙ্গত আন্দোলন করিতেছিল, অবৈধ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যোগী হয় নাই, তাহার কারণ— তখনও উপযুক্ত অবসর তাহারা পায় নাই। বিস্‌মার্কের ইচ্ছা ছিল, আইনটি আরও কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু তত্তদূর কৃতকার্য্য হইতে তিনি পারেন নাই।

এই সময় বিস্‌মার্ক ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ। তাঁহার স্বাস্থ্য তখন ক্ষুণ্ণ, তথাপি তিনি দেশের শাসন-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিস্‌মার্কের সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক এ সকল বিষয়ে তিনি স্বদেশহিতৈষণার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার অবকাশমাত্র নাই। যে বয়সে তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, তখন লোকে অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম-সুখভোগ করিয়া থাকেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের নানাবিধ কার্য্যভার সত্ত্বেও তিনি প্রুশিয়ার বাণিজ্য-সচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি দেখিতে পান নাই, যাঁহার উপর তিনি অনায়াসে এ সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে পারেন।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করিবার জন্য বিস্‌মার্ক প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লৌহ-ব্যয়-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল। লৌহ অপরিমিতরূপে সঞ্চিত হওয়ায় ইংলণ্ডে উহার দাম হ্রাস পায়। লৌহজাত দ্রব্যে জর্ম্মণী ভরিয়া গেল। দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহারও কম মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ইহার ফলে বহু কল-কারখানার কার্য্য বন্ধ করিতে হইল। কারখানার স্বত্বাধিকারী

সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন; শ্রম-শিল্পীরাও বেকার অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল। ব্যবসায়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বহু ব্যক্তি রিচষ্টাগে আবেদন করিল যে, প্রচলিত আইন সংশোধিত হউক। শুধু লৌহ নহে, অন্যান্য শ্রমশিল্প-সম্বন্ধেও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। রুসিয়ায় রেলপথ বিস্তার হওয়ায় তত্রত্য শস্যসম্ভার জর্ম্মণীতে আনীত হইতেছিল, তাহাতে দেশজাত শস্যের বিক্রয়াধিক্য কমিয়া গেল, কৃষককুলও প্রমাদ গণিল। বিস্‌মার্ক দেখিলেন, বাণিজ্য-শুল্ক রহিত করায় দেশের লোক ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, অথচ গবর্‌মেণ্টেরও অর্থাগম হইতেছে না। অধিকন্তু জর্ম্মণীর অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু জর্ম্মণজাত দ্রব্যাদি ইউরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোনও স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না। শিল্পবাণিজ্যের এইরূপ অবস্থা দর্শনে বিস্‌মার্ক বলিলেন, "বাণিজ্যশুল্ক রহিত করায় আমরা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি।" সুতরাং বাণিজ্য-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইল।

বিস্‌মার্ক দেখিলেন, বাণিজ্যের উন্নতি ও সংস্কার করিতে গেলে রেলপথের উন্নতির অত্যাবশ্যক। জর্ম্মণীতে অনেকেই রেলপথ খুলিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক সমগ্র রেলপথ গবর্‌মেণ্টের দ্বারা পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত রেলপথ গবর্‌মেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইতে আপত্তি করিল। শুধু প্রুসিয়ায় বিস্‌মার্কের

নীতি-অনুসারে সমগ্র রেলপথ রাজকোষের অর্থে সরকারের অধীনে আসিল। বেসরকারী রেলপথ প্রুসিয়ার মধ্যে আর রহিল না। তখন রেলের মাশুল কমিয়া গেল, তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিতে ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাইল। ইহাতে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, ঐশ্বর্য্যও বাড়িতে লাগিল।

অতঃপর বিস্‌মার্ক অন্যত্র জর্ম্মণ-উপনিবেশস্থাপনে মনঃসংযোগ করিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণ-পরিব্রাজকগণ বিস্‌মার্কের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকায় জর্ম্মণ উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেখানে ইউরোপীয়গণের বাসোপযোগী স্থান আছে। তত্রত্য বুয়র অধিবাসীগণ জর্ম্মণদিগকে সাদরে স্থান দান করিবে। হয় স্যাণ্টলুসিয়া, নয় ত ডেলাগোয়া বে, এই উভয়ের এক স্থলে জর্ম্মণীর বন্দর স্থাপিত করিলেই ব্যবসায়-বাণিজ্য সুন্দররূপে চলিবে। বিস্‌মার্ক তখন এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নাই। কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আফ্রিকার নির্দ্দিষ্ট স্থানে জর্ম্মণ উপনিবেশ স্থাপিত করিতে গেলে ইংলণ্ডের সহিত গোলমাল বাধিতে পারে। কিন্তু তখনকার রাজনীতি অনুসারে এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না। ইংরেজের সহিত তিনি বিবাদ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু কিছুকাল পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। জর্ম্মণ বণিকগণ

উৎসাহভরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের বিভিন্ন স্থলে উৎসাহভরে তাঁহারা কার্য্য করিতেছিলেন। বিশেষতঃ আফ্রিকা অঞ্চলে তাঁহাদের ব্যবসায়ক্ষেত্র সুদূর-প্রসারিত হইয়াছিল, এই সকল জর্ম্মণ বণিক গবর্‌মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বিস্‌মার্ক সুতরাং তাঁহা-দের সহায়তাকল্পে অগ্রসর হইলেন।

জর্ম্মণ ঔপনিবেশিকগণ যেখানেই উপনিবেশ স্থাপনের বাসনায় গমন করিতেন, ইংরাজ উপনিবেশ তাহার পার্শ্বেই। কাজেই উভয় শক্তির গবর্‌মেণ্টের বিশেষ সদ্ভাব-সত্ত্বেও জমীর দখল লইয়া উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইতে লাগিল। বিস্‌মার্ক প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ জর্ম্মণ ঔপনিবেশিকগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন ও উপযুক্ত আশ্রয় দিবেন; তাহাতে জর্ম্মণগণের বিশেষ সুবিধা হইবে; জর্ম্মণ গবর্‌মেণ্টও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ফিজি দ্বীপ অধিকার-কালে বিস্‌মার্ক বুঝিলেন, তাঁহার এ আশা পরিপূর্ণ হইবে না। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রবিভাগ যথেষ্ট বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঔপনিবেশিক বিভাগ শুধু ইংরাজের স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিতেছেন বলিয়া, বিস্‌মার্ক অভিযোগ করিলেন। অতঃপর বিস্‌মার্ক ঔপনিবেশিকগণকে গবর্‌মেণ্ট হইতে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; মিশরদেশ অধিকারের পর ইংরাজ দেখিলেন, ফরাসী ও রুসিয়ার

ক্রোধ ও আক্রোশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গেলে জর্ম্মণীর সাহায্য আবশ্যক। তখন বিস্মার্ক বলিলেন যে, ইংরাজ যদি জর্ম্মণীর উপনিবেশ স্থাপনে সহায়তা না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ইংরাজকে এ বিষয়ে কোনও সাহায্য করিবেন না। এই সময় হইতে জর্ম্মণীর উপনিবেশ স্থাপনের অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছিল।

পার্লামেণ্টের সদস্যবর্গের সহিত যাহাতে সদ্ভাব থাকে, বিস্মার্ক তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইলে অনেকটা বন্ধুত্ব জন্মে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন; সুতরাং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ইংলণ্ডেশ্বরের মন্ত্রী যেরূপ সহজভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারিতেন, বিস্মার্কের সে সুবিধা ছিল না। এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য তিনি একটি নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। সপ্তাহে একদিন পার্লামেণ্টের যাবতীয় সদস্য তাঁহার গৃহে সমবেত হইতে লাগিলেন। সকলকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিতেন। বড় কেহ তাঁহার আমন্ত্রণে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। শুধু সমাজতন্ত্রবাদী প্রভৃতি দলের পক্ষপাতীরা কোন না কোন অছিলায় দূরে থাকিতেন। এরূপ সম্মিলনে উপকার যথেষ্ট হইয়াছিল। বহু পল্লীবাসী যুবক-সদস্য এই বিচক্ষণ প্রতিভাশালী রাজনীতিকের সহিত একাসনে বসিয়া পান,

ভোজন, আলাপ, আপ্যায়নে আপনাকে পরম সৌভাগ্য-শালী বলিয়া মনে করিতেন।

বিস্মার্কের মন্ত্রিত্বকালের একমাত্র দুর্ব্বলতা ছিল,—ফৌজদারী কার্য্যবিধির কঠোরতা। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি অতি কঠোর বিধানসমূহের প্রচলন করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের অধিকাংশই প্রায় তাঁহাকে সম্পাদকীয় হস্তে আক্রমণ করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা অন্যায়পূর্ব্বক বিস্মার্কের অবলম্বিত নীতির নিন্দাবাদ করিতেন। তিনিও তাহার প্রতিবাদে কখনও আলস্য করেন নাই। অনেক সময় তিনি অর্থদানে কোন কোন সম্পাদককে বশীভূত করিয়া নিজের কার্য্যের সমর্থন করাইতেন। মাঝে মাঝে প্রতিযোগী সম্পাদককে নানা অজুহাতে বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করাইতেন। গুপ্ত-হত্যার জন্য যাহারা চেষ্টা করিত বা উক্ত প্রকার ষড়যন্ত্রে যাহারা লিপ্ত থাকিত, তিনি তাঁহাদিগকে কখনও দয়া করিতেন না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক যুবক কিসিন্‌জেন্ নগরে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কাথলিক-সম্প্রদায়ের উত্তেজনামূলক বক্তৃতা শ্রবণে সে তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া একরার করে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্কের সপ্ততিতম জন্মোৎসব ঘটে।

সেই উৎসবে সমগ্র জর্ম্মণজাতি যোগদান করিয়াছিল। জাতীয় চাঁদার খাতায় সেবার বিশ লক্ষ মার্ক মুদ্রা সংগৃহীত হয়। সেই অর্থ বিস্‌মার্ককে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই অর্থের অর্দ্ধাংশ দ্বারা বিস্‌মার্ক স্কোয়েন-হোসেন জমীদারীর বাকী অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। বাকী অর্দ্ধ··· তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের জন্য ব্যয় করেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অবসর—দেহত্যাগ।

[১৮৭৮—১৮৯৮]

জর্ম্মণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিস্‌মার্ক জর্ম্মণীর শাসনভার পার্‌লামেণ্টের দুর্ব্বল হস্তে যাইতে দেন নাই। যুদ্ধে যেমন বিপদ আছে, শান্তির সময়েও তাহার অসদ্ভাব হয় না। জাতিসমূহের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা ঘটে, তখন যে সবল, সে টিঁকিয়া যায়, আর যে দুর্ব্বল, সে বিনষ্ট হয়। জর্ম্মণীর ভবিষ্যৎ তখনও অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-গগনে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল। রুসিয়ার সহিত বিরোধসম্ভাবনা ক্রমশই প্রবলতর হইতেছিল। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের আসন তখন টলমল করিতেছিল। ফরাসী-দিগের আস্ফালন বাড়িতেছিল। জর্ম্মণী দেখিলেন, সে আস্ফালন আর উপেক্ষার বিষয় নহে। প্রতি বৎসরেই ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা বাড়িতেছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি বোলেগাঁর একটা নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদ্দ্বারা শান্তির সময় ফ্রান্সে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিবে। শান্তির সময় রুসিয়াও সাড়ে পাঁচ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত

রাখিয়াছিলেন। তখন জর্ম্মণীর সৈন্যসংখ্যা চারি লক্ষ ত্রিশ সহস্র মাত্র। ইহা পর্য্যাপ্ত নহে; ফ্রান্স ও রুসিয়ার তুলনায় অত্যন্ত কম। ইহাতে জর্ম্মণীর অবস্থা নিরাপদ নহে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট একটা আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে, শান্তির সময় সৈন্যসংখ্যা চারি লক্ষ সত্তর হাজার থাকিবে। সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইহার হ্রাস করা হইবে না। বিসমার্ক তদুপলক্ষে বলিয়াছিলেন, আমাদের যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই, আমাদের ক্ষুধার জ্বালা নাই। কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আমরা কখনই ফ্রান্স আক্রমণ করিব না। আমরা যতই শক্তিশালী হইব, ততই যুদ্ধ-সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইবে। তবে যদি ফ্রান্স এরূপ মনে করেন যে, আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে।

আইনটি পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইল। কিন্তু সদস্যগণ উহা মঞ্জুর করিলেন না। তখন জনসাধারণ বিসমার্ক ও মলট্‌কির বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিলেন। রক্ষণশীল-দলও জাতীয় উদারনীতিক সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইলেন। পোপ ক্যাথলিক-সম্প্রদায়কে আদেশ করিলেন যে, জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিযোগিতা যেন তাঁহারা না করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণসম্রাটের নবতিতম বার্ষিক উৎসবেও যেন কেহ বিরুদ্ধাচরণ না করেন।

জর্ম্মণসাম্রাজ্যের সীমান্তে জনৈক ফরাসী গুপ্তচর ধৃত হয়। ফরাসীরা তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে উভয় রাজ্যে গোলযোগ বাধিবার উপক্রম হইল। একপক্ষ প্রতিনিবৃত্ত না হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তেমন প্রবল না হইলেও হটিতে চাহিলেন না। তখন বিস্‌মার্ক উদার ব্যবহার করিলেন। গুপ্তচর মুক্তি পাইল। শান্তি সংরক্ষিত হইল। কিন্তু রুসিয়ার সহিত বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা গেল। রুস-সংবাদপত্র তীব্রভাষায় জর্ম্মণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। হয় বিস্‌মার্ক অবসর গ্রহণ করুন, নয় ত যুদ্ধঘোষণা হউক, এই বলিয়া জাতীয় দলের সংবাদপত্রসমূহ অধীর হইয়া উঠিল। কোপেনহেগেনে গমনকালে রুস-সম্রাট জর্ম্মণী হইয়া গেলেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক জর্ম্মণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। প্রকাশ্যভাবে এই অবজ্ঞা সকলেই বুঝিতে পারিল। নবেম্বর মাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রুস-সম্রাট বার্লিনে কয়েক ঘণ্টা যাপন করিলেন। বিসমার্ক সম্রাটের সহিত দেখা করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, বুলগেরিয়ার ঘটনা লইয়া বিস্‌মার্ক প্রকৃতপক্ষে রুসিয়ার সমর্থন করিলেও তিনি নাকি রুসিয়ার প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ পত্র রুস-সম্রাট পাইয়াছেন। এ সকল পত্র জাল। রুসিয়া ও জর্ম্মণী এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ

বাধাইয়া কাহার লাভ, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বিস্‌মার্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তিনি স্পষ্ট করিয়া রুস-সম্রাটকে সব বুঝাইয়া দিলেন। রুস-সম্রাট বিস্‌মার্কের এরূপ স্পষ্টবাদিতার প্রত্যাশা করেন নাই। অনেক কষ্টে সে যাত্রা বিস্‌মার্ক রুস-সম্রাটের অসন্তোষ দূরীভূত করিয়া যুদ্ধসম্ভাবনা বিলুপ্ত করিয়া দেন। রুস-সম্রাট বিস্‌মার্ককে বলেন যে, তিনি আদৌ যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন, শান্তি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তিনি তাহাই চাহেন।

মানুষের বুদ্ধি-কৌশলে যতদূর সম্ভব, বিস্‌মার্ক শান্তি-সংরক্ষণের জন্য তাহা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ত্রিমিত্রশক্তির সম্মিলন দ্বারা রুসিয়ার আক্রমণ হইতে তিনি জর্ম্মণীকে নিরাপদ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন গোপনে তিনি রুসিয়ার সহিত আর একটা সন্ধি করিলেন, তাহাতে অষ্ট্রিয়া যদি জর্ম্মণীকে আক্রমণ করেন, রুসিয়া জর্ম্মণীর সাহায্য করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। বিসমার্ক ভাবিয়াছিলেন, রুসিয়ার সহিত এইরূপ সন্ধি সংস্থাপিত হইলে রুস ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীসম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইবেন না। বাস্তবিক বিস্‌মার্কের সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। অষ্ট্রীয়ার সহিত তিনি পূর্ব্বে সন্ধি করিয়াছেন যে, যদি জর্ম্মণীকে রুসিয়া আক্রমণ করেন, তবে অষ্ট্রীয়া জর্ম্মণীর সহায়তা করিবেন। আবার রুসিয়ার সহিত ঠিক তাহার বিপরীত মর্ম্মে সন্ধি করিলেন। এরূপ নীতি অতি বিচিত্র এবং

বিশেষ সাহসের পরিচায়ক। রুসিয়ার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অষ্ট্রীয়ার সহিত জর্ম্মণীর যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা বিস্‌মার্ক সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে এমন কিছু ছিল না যে, রুসিয়াকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য অষ্ট্রীয়ার সহিত জর্ম্মণী সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যদি ইহাতেও অভীষ্টসিদ্ধি না ঘটে, তজ্জন্য বিস্‌মার্ক পুনরায় অতিরিক্ত সৈন্য-সংগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। পাঁচ লক্ষ অতিরিক্ত সৈন্য সহসা যুদ্ধ বাধিলে সাহায্যার্থ প্রেরিত হইতে পারিবে, এইরূপ প্রস্তাব তিনি করিলেন। রিচষ্টাগে প্রস্তাব সমুত্থাপিত করা হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রস্তাব করিলেন যে, এই অতিরিক্ত সেনাদলের গুলী, বারুদ প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য দুই কোটি আশী হাজার মার্ক-মুদ্রা ঋণ গ্রহণ হউক। এই প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য বিস্‌মার্ক পার্‌লামেণ্টে দীর্ঘ যুক্তিমূলক শেষ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিল পাশের জন্য তিনি বক্তৃতা করিতে উঠেন নাই। তিনি জানিতেন, পার্‌লামেণ্ট তাঁহার এ প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে পারিবে না। তবে সংপ্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সাধারণের চিত্তে একটা সংশয় ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার দূরীভূত করিবার জন্যই বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক বুঝাইয়া দিলেন যে, এ প্রস্তাব যুদ্ধের জন্য নহে, শুধু শান্তিসংস্থাপনের জন্য। কিন্তু প্রয়োজন হইলে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য, কারণ,

যুদ্ধসম্ভাবনা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। তিনি বিগত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, প্রতি বৎসরেই যুদ্ধ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, যে যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ লিপ্ত হইতেন, শুধু বিস্মার্কের চেষ্টায় তাহা ঘটে নাই। তিনি বলিলেন, বর্ত্তমানেও সে সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় জর্ম্মণীকে এখনও সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারণ, জর্ম্মণী যত দিন শক্তিশালী থাকিবে, তত দিন যুদ্ধ বাধিবে না।

"আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমাদের সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত, চারিদিক্ হইতেই আমাদের রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ভগবান্ আমাদিগকে এমন দেশে পাঠাইয়াছেন, যেখানে নিরলস ও উদাসীনভাবে এক মুহূর্ত্তও যাপন করিলে চলিবে না। আমাদের প্রতিবাসিগণ আমাদিগকে কখনও বিশ্রাম-সুখভোগে কালযাপন করিতে দিবেন না। ইউরোপের মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণীতে চারিদিকেই বর্শা-হস্তে লোক ফিরিতেছে। আমরা আরাম করিবার জন্য জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে গেলেই সেই তীক্ষ্ণমুখ লৌহদণ্ডে বিদ্ধ হইব।"

"অবশ্য, রুসিয়ার সহিত পূর্ব্ব-সৌহৃদ্য লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু জর্ম্মণীর তাহাতে অপরাধ কি; এখনও অষ্ট্রীয়ার

সহিত মিত্রতা রহিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জর্ম্মণী নিজ বাহুবলের উপরেই নির্ভর করিবে। কারণ, সেনাবল বৃদ্ধি হইলে জর্ম্মণী ভবিষ্যতে অনেকটা নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিবে। যদি আমাদের দেশ উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হয়, তখন উভয় সীমান্তে আমরা অবিলম্বেই দশ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য-প্রেরণে সমর্থ হইব - তাহাতে দেশবাসিগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। তার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও দশ লক্ষ সৈন্য পূর্ব্ব সেনাদলের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইতে পারিবে। কিন্তু কেহ যেন না ভাবেন যে, এই ভীষণ যুদ্ধযন্ত্র ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করিতে যাইতেছে।” বক্তৃতাশেষে তিনি বলিলেন, “আশঙ্কাবশতঃ আমরা শান্তিকামী নহি। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য বুঝি, তাহার উপর নির্ভর করিতে পারি বলিয়াই আমরা শান্তির প্রয়াসী হইয়াছি। ভয় দেখাইয়া আমাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না। যাহারা আমাদিগকে ভালবাসিবে, আমাদিগের মঙ্গলকামনা করিবে, শুধু তাহারাই আমাদিগকে স্নেহডোরে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে। ভগবান্ ব্যতীত আমরা জর্ম্মণজাতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাহাকেও ভয় করি না। শুধু ভগবান্‌কে ভয় করি বলিয়াই আজ আমরা তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে শান্তিকামী হইয়াছি।”

যত দিন জর্ম্মণভাষা থাকিবে, বিস্মার্কের শেষ

উক্তিগুলি তত কাল কেহ ভুলিবে না। মহা সাফল্যের যুগে জর্ম্মণ জাতি যদি এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে, নববলদৃপ্ত নবীন জর্ম্মণদিগের প্রতি ইহা বৃদ্ধের শেষ উক্তি। কারণ, এ সময় বার্লিন নগরে মৃত্যুদূত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দক্ষিণাঞ্চলে যুবরাজ তখন সমাধিলাভ করিয়াছেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে বিস্‌মার্ক জর্ম্মণসম্রাটের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ একানব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে বৃদ্ধ জর্ম্মণ সম্রাট দেহ ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্‌মার্কের শক্তিও অন্তর্হিত হইল। বৃদ্ধ সম্রাটের শক্তিবলেই তিনি অবাধে স্বীয় ক্ষমতার পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন।

সম্রাট যে খুব মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু তিনি বিশ্বস্তহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ সাধুচেতা ব্যক্তি ছিলেন। বিস্‌মার্কের রাজনীতি সকল সময় তিনি বুঝিতেও পারিতেন না। মাঝে মাঝে প্রতিবাদও করিতেন। অনেক সময় এ জন্য বিস্‌মার্ককে বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। কিন্তু বিসমার্ক রাজাকে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

বৃদ্ধ জর্ম্মণ-সম্রাটের দেহত্যাগের পর সকলেই মনে করিল, এইবার বিস্‌মার্কের পতন হইবে। সদানন্দ, বুদ্ধিমান্, উদারনীতিক যুবরাজ সিংহাসনে বসিলে নব্যসম্প্রদায়

বল লাভ করিবে। কিন্তু তিনি যখন বার্লিনে ফিরিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাহাদের সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

মৃত সম্রাট উইলিয়মের পৌত্র, যুবরাজ ফ্রেডেরিকের পুত্র অতঃপর জর্ম্মণীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সমসাময়িক জর্ম্মণগণ বিস্মার্ককে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন। জর্ম্মণীর জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে নূতন সম্রাটের চিত্ত বিস্মার্কের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। বিস্মার্কের কাছে তিনি সাম্রাজ্যের পরিচালনের নীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এই বৃদ্ধ রাজনীতিকের উপদেশ অনুসারেই দেশ শাসন করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু দূরদর্শীরা বুঝিয়াছিলেন যে, নবীন সম্রাটের ইচ্ছাশক্তি যেরূপ প্রবলা, তাঁহার মত যেরূপ স্বাধীনতাপূর্ণ এবং স্বয়ং তিনি যেরূপ কর্ম্মপ্রিয়, তাহাতে বিস্মার্ককে স্বেচ্ছামত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে তিনি দিবেন না। আর বিস্মার্কও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না পাইলে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিবেন। অনেকে উভয়ের মতানৈক্য যাহাতে পরিপুষ্ট হয়, তাহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন।

বিস্মার্কের কতিপয় শত্রু তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে খর্ব্ব করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধ্যাপক

জেকৃফেন বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা ফ্রেডেরিকের দিনলিপি হইতে কিয়দংশ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন যে,ফ্রেডেরিকের সাহায্য না পাইলে বিস্মার্ক জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিতেন না। অধ্যাপকের এ চেষ্টা নিষ্ফল হইল। কারণ, ইহা পাঠে লোকে বুঝিতে পারিল, কিরূপ ঘোরতর বিঘ্ন-বিপদের সমুদ্র পার হইয়া বিস্মার্ক অসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য সমাধা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে বিস্মার্কের প্রতিপত্তির খর্ব্বতাসাধন হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার যশঃ-সৌরভ আরও গাঢ় ও সুদূরব্যাপী হইল।

প্রথমাবধিই বৃদ্ধ রাজনীতিকের সহিত নবীন সম্রাটের মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। উভয়ের চিন্তা ও মতি-গতি বিভিন্ন পথে পরিচালিত। সম্রাট পুনঃ পুনঃ দেশপর্য্যটনে যাতায়াত করিতেছিলেন। বিস্মার্ক সেটা আদৌ পছন্দ করিলেন না। ইহাতে সম্রাটের পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। মল্‌টকি প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বিস্মার্ক একা নবীন সহযোগী-দিগের সাহত তখনও কর্ম্মক্ষেত্রে সমাসীন। বৃদ্ধ পরলোক-গত সম্রাটের নিকট প্রতিজ্ঞাপালনে আবদ্ধ ছিলেন এবং কর্ম্মপ্রিয়তা ও ক্ষমতালালসাবশতঃ তখনও তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। যদি তখন তাহা করিতেন, তাহা হইলে সসম্মানে তিনি অব্যাহতি

পাইতেন। বর্ত্তমান নবীন সম্রাটের নিকট বিস্মার্কের উপস্থিতি ক্রমশঃ বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ রাজনীতিকের প্রভাবপ্রতিপত্তির উজ্জ্বল আলোকে সম্রাটের রাজমুকুট নিষ্প্রভপ্রায়। রাজমন্ত্রী সম্রাটের অপেক্ষাও মহনীয় ব্যক্তি। বিস্মার্ক পার্লামেণ্টকে গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি নিজেকে রিচষ্টাগ অপেক্ষাও বড় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সহযোগিগণের কেহই বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহারই মনোনীত ব্যক্তিগণ সচিব ও অন্যান্য রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং চ্যান্সেলার, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব এবং বাণিজ্যসচিবের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পুত্র পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্ত্তা। রাজ্যের গুরুতর বিষয় রাজনীতিক কার্য্যে তিনিই সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতেন। সাম্রাজ্যের গুরুতর বিষয়গুলি নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিস্মার্ক নিজ পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার আত্মীয়স্বজন নিযুক্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার মুঠার মধ্যে। সম্রাটের অপেক্ষা লোকে বিস্মার্ককেই ভয় করিত। বিস্মার্ক যাহা করিতেন, তাহাই হইত। নবীন সম্রাট—যাঁহার হৃদয়ে তেজ, অদম্য কর্ম্মস্পৃহা ও আত্মনির্ভরতা বিরাজিত, তিনি কি এরূপভাবে কালযাপন করিতে পারেন? রাজশক্তির কাছে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইবে, বিস্মার্ক এই শিক্ষাই তাঁহাকে দিয়াছেন।

এখন বিসমার্ক কি সেই অপ্রতিহত রাজশক্তির সম্মুখে অবনত হইবেন না ?

বিসমার্ক ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শীত ঋতু ফ্রায়েড-রিকস্র নামক জমিদারীতে যাপন করিতেছিলেন। জানুয়ারী মাসে বার্লিনে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। শুধু সম্রাট নহেন, সচিবগণের অনেকেই তাঁহার মতের প্রতিবাদে সাহসী হইয়াছেন। বিসমার্ক ইহা কখনও কল্পনাও করেন নাই। সমাজতন্ত্রবাদীদিগের বিরুদ্ধে যে বিধান প্রচলিত ছিল, তাহা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রহিত হইবার কথা। বিসমার্ক উহাকে আরও দীর্ঘকালস্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। এই সূত্রেই মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। বিসমার্ক আইনটিকে আরও কিছু কালের জন্য অব্যাহত রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। উহা যাহাতে আরও কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রস্তাব করিলেন। সম্রাট বলিলেন যে, এরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন তিনি এখন দেখিতেছেন না। এই উপলক্ষে প্রুসিয়ারাজের সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটে। বিসমার্ক দেখিলেন, দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে রাজার সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিবে, সকলেই এখন রাজার পক্ষে মত দিতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিসমার্কের কার্য্যে সমর্থন করিতেন, এখন তাঁহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে মত দিতেছেন। সুতরাং তিনি প্রধান সচিবের পদ ত্যাগ

করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শুধু পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃত্ব ও পরিচালনভার নিজের উপর রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু সম্রাট তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয়েও উভয়ের মতভেদের পর্য্যাপ্ত হেতু বিদ্যমান। সম্রাট দিন দিন ইংলণ্ডের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেছিলেন, রুশিয়ার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিতেছিল।

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। বিস্‌মার্ক বুঝিতে পারিলেন, সম্রাট শাসন-সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই তাঁহার সহযোগীদিগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি প্রয়োজনীয় আইন তাঁহাকে না জানাইয়াই সম্রাট বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি প্রুসীয় ও জর্ম্মণ বিধানের উল্লেখ করিয়া সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। জর্ম্মণীর বিধান অনুসারে চ্যান্সেলারই যাবতীয় সচিব ও কর্ম্মচারীর কার্য্যাকার্য্যের জন্য দায়ী। সুতরাং কোনও বিধানের পরিবর্ত্তনের বা সংশোধনের প্রয়োজন হইলে বা নূতন কোনও বিশিষ্ট বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে তাঁহার মতগ্রহণ অথবা তাঁহাকে এ বিষয়ে বিজ্ঞাপিত করিয়া তবে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। প্রুসিয়ার সম্বন্ধেও তাহাই। যদি গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত সমুদয় নীতি সম্বন্ধে দায়িত্বভার তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত থাকে, তবে

সমগ্র বিষয়েই তাঁহার সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। সম্রাট উত্তরে বলিলেন যে, তিনি নূতন আদেশ প্রচার করিয়া পূর্ব্ব-বিধান রহিত করিবেন। বিস্‌মার্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। সম্রাট পুনঃপুনঃ তাঁহার নিজের আদেশমত বিস্‌মার্ককে কার্য্য করিতে বলিলেন। কিন্তু বিস্‌মার্ক সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তখন সম্রাট্ চ্যান্‌সেলারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিস্‌মার্ক ক্ষমতা হারাইয়া সম্রাটের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। ক্ষমতা-গর্ব্ব হারাইয়া এ বয়সে রাজসেবা তাঁহার দ্বারা সম্ভবে না। কাজেই তিনি তখন কার্য্য-পরিত্যাগ কল্পনা করিলেন।

উভয়েই স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভরশীল। সুতরাং উভয়ের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। একদা রাজপ্রাসাদে কোন বিষয়ে সম্রাটের সহিত বিস্‌মার্কের আলোচনা চলিতেছিল। সম্রাট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, বিস্‌মার্ক তাহাতে আপত্তি করিলেন। সম্রাট তখন বলিলেন যে, "তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। যদি বিসমার্ক না পারেন, অন্যে তাহা প্রতিপালিত করিবে।" বিস্‌মার্ক ইংরাজীতে বলিলেন, "মহারাজ, তবে কি এই বুঝিতে হইবে, আমি আপনার উদ্দেশ্যের পথে অন্তরায়স্বরূপ?" সম্রাট বলিলেন, "হাঁ।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরই যথেষ্ট। বিস্‌মার্ক বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তার পর যথারীতি কার্য্যে ইস্তফা দিবার

পত্র লিখিয়া সম্রাটসকাশে প্রেরণ করিলেন। তাড়াতাড়ি কার্য্য ত্যাগ করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না; কিন্তু সম্রাটই অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বিস্‌মার্ক হয় ত পার্‌লামেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া নিজের মন্ত্রিত্বকে আরও সুদৃঢ় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। পার্‌লামেণ্টের অন্যতম সদস্য উইণ্ড থরষ্টের সহিত বিস্‌মার্ক গোপনে কি আলোচনা করিয়াছেন, সে সংবাদও তিনি পাইলেন। তিনি এ জন্য ব্যস্ত হইয়া বিস্‌মার্ককে মুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অবিলম্বে যেন কার্য্যত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সম্রাট স্বয়ং বিস্‌মার্কের সহিত দেখা করিতে গেলেন। বিস্‌মার্ক তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। ক্রুদ্ধ সম্রাট বিস্‌মার্ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইণ্ড থরষ্টের সহিত তাঁহার কি প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছিল? পার্‌লামেণ্টের কোনও নেতার সহিত সম্রাটের রাজ-নীতিক ব্যাপারের আলোচনা করিবার কোনও সচিবের অধিকার নাই।" বিস্‌মার্ক বলিলেন যে, "উইণ্ড থরষ্টের সহিত তাঁহার কোনও রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা হয় নাই।" তার পর বলিলেন যে, "তাঁহার নিজের বাটীতে তিনি যে কোনও ব্যক্তির সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে পারেন, তাহাতে বাধা দিবার কাহারও কোনও অধিকার নাই।"

সম্রাট বলিলেন, "আমি সম্রাট, আমি নিষেধ করিলেও নহে ?"

বিস্‌মার্ক বলিলেন, "না মহারাজ ! আমার স্ত্রীর বৈঠকখানায় সম্রাটের কোনও অধিকার নাই।" সম্রাট বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, "মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বেও বিস্‌মার্ক ভদ্রবংশের—ওমরাহবংশের সন্তান। প্রুসীয় ওমরাহের প্রতি সম্রাট্ এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না।

উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়া আসিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। সম্রাট বাহিরে দেখাইলেন যে, বিস্‌মার্ক স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্যভার ত্যাগ করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বিন্দুমাত্র নাই। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সচিবকে তিনি নানাবিধ সম্মান-ভূষণে ভূষিত করিলেন এবং মার্শালের পদে তাঁহাকে উন্নীত করিয়া 'লয়েনবার্গে ডিউক' এই উপাধি তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রকাশ্য ভাবে সম্রাট এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার নিজের একখানি আলেখ্য বিস্‌মার্ককে উপহার দিবেন। বিস্‌মার্ক সামরিক সম্মান প্রত্যাখ্যান করিলেন না। কিন্তু নূতন উপাধি তিনি ব্যবহার করিবেন না বলিয়া সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। উহা তিনি চাহেন কি না, সম্রাট কোনও দিন তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

বাহিরে যতই সম্মান-ভূষণে তাঁহাকে ভূষিত করা হউক

না কেন, সম্রাটের নিকট তিনি যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কোনও রূপে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তবে তাঁহার লাভ এই হইল যে, সমগ্র জর্ম্মণীর রাজপুত্র ও জনসাধারণ তাঁহাকে পূজার অর্ঘ্য দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র রাজধানীর আপামর-সাধারণ তাঁহার জয়গানে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সমগ্র জর্ম্মণী বিস্মার্কের স্তুতিবন্দনা গাহিতে লাগিল। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বিস্মার্ক একনিষ্ঠভাবে প্রুসিয়ার সচিবের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। আর আজ কি না সম্রাট বলিলেন যে, তিনি সম্রাটের অন্তরায়—বিঘ্নস্বরূপ! এ দুঃখ কি ভুলিবার! তাঁহার স্থলে যিনি কার্য্য করিবেন, বিস্মার্ক কর্ম্মত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি আপিসে উপস্থিত। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিল না। যে গৃহ তাঁহার নিজের বাড়ীর মত হইয়া গিয়াছিল, তথা হইতে প্রকারান্তরে তিনি বিতাড়িত হইলেন। বিস্মার্ক রাজবংশের অন্যান্য রাজপুত্রদিগের সহিত শেষ দেখা করিয়া আসিলেন, সম্রাটের সহিতও দেখা করিলেন। তাড়াতাড়ি বন্ধুবর্গ ও সহকারীদিগের সহিত শেষ আলাপ করিয়া শারলোটেনবর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধ রাজার সমাধিমূলে উপনীত হইয়া একটি গোলাপফুল তথায় রাখিয়া বিস্মার্ক গন্তব্য স্থলে চলিয়া গেলেন।

বিশ্রাম করিবার যে কামনা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল,

এত দিনে সে অবকাশ সমাগত; কিন্তু বড় বিলম্বে আসিয়াছে। চল্লিশ বৎসর রাজকার্য্যে অতিবাহিত করিবার পর, এখন আর প্রথম যৌবনে আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করা সম্ভবপর নহে। কৃষিকার্য্যে তিনি এখন আর কোনও আকর্ষণ আছে বলিয়া মনে করিলেন না। মৃগয়ায় আনন্দ লাভ করিবার বয়সও উত্তীর্ণ হইয়াছে। পিতার ন্যায় এ বয়সে পল্লীজীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অন্যান্য রাজনীতিকের ন্যায় এই বৃদ্ধাবস্থায় সাহিত্যচর্চ্চাও তাঁহার দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া তিনি মনে করিলেন না। সে প্রকৃতিতে বিস্মার্কের চিত্ত গঠিত নহে। পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি যুবার ন্যায় প্রবলা; উৎসাহ ও উদ্যমেরও অভাব নাই। সুচিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকিয়া বিস্মার্কের দেহ সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। তখনও রাজকার্য্য সম্পাদন করিবার মত শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। শক্তি বিদ্যমানেও তাঁহাকে নীরবে পল্লীজীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা বিস্মার্কের দুঃখের বিষয় আর কিছুই ছিল না। তিনি যখন যেখানে যান না কেন, বার্লিনে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তিনি রাখিতেন। তিনি দেখিলেন, যে রাজ্যকে তিনি স্বয়ং গড়িয়া তুলিয়াছেন, পিতার ন্যায় স্নেহের চক্ষে যাহাকে তিনি দেখিয়া থাকেন, সেই রাজ্য এখন অনভিজ্ঞ ও অপরিণতবয়স্ক যুবকগণের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিস্বরূপ হইয়াছে।

জর্ম্মণীর সৌভাগ্য,উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের উপর ইউরোপের শান্তি নির্ভর করিবে, এইরূপ ভাবে যে কার্য্যপ্রণালী তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে নীতি এখন উপেক্ষিত হইতেছে দেখিয়া বিস্‌মার্কের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার অবলম্বিত নীতি পরিত্যক্ত, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার চিরশত্রুগণ এখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র। ইহাতে কি বিস্‌মার্কের ধৈর্য্য-ধারণ সম্ভবপর? গৃহস্বামী বিদ্যমানেও তাহার সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যদি সেই গৃহস্বামীর প্রিয়তম উদ্যানের বৃক্ষরাজী কাটিয়া ফেলে, পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গকে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্বামীর মনে যেরূপ তীব্র ক্রোধ জ্বলিয়া উঠে, বিস্‌মার্কের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল।

জর্ম্মণীর সর্ব্বস্থান হইতে সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ও বিভিন্ন নগরের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাব-সিদ্ধ সৌজন্য সহকারে সকলের সহিতই মিষ্ট ব্যবহার করিতেন, স্পষ্টভাবে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিতেন। মন্ত্রিত্বত্যাগে যে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও যে তিনি ক্ষুব্ধ, এ কথা তিনি গোপন করিলেন না। তিনি সম্রাটের নিকট যথোচিত সমাদর ও সদ্ব্যবহার পান নাই, সে কথা প্রকাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে বিস্‌মার্ক

কখনও জানিতেন না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহা কখনও গোপন করিতে পারিতেন না। তাঁহার পদে যাঁহারা কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কোনও কার্য্য জর্ম্মণীর মঙ্গলজনক হইয়াছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেন না। একটাও ভাল কাজ তাঁহারা করেন নাই, বিসমার্ক সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নূতন মন্ত্রিগণ আফ্রিকার সমস্যা মীমাংসার জন্য ইংলণ্ডের সহিত একটা সন্ধি করিয়াছিলেন। তাহা শুভ কি অশুভজনক, এরূপ একটা মত স্থির করিবার পূর্ব্বে দেশের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে বিস্মার্কের অভিমত জানিতে চাহিলেন। বিসমার্ক বলিলেন, "আমি হইলে এরূপ ভাবে কখনই সন্ধি করিতাম না।" অল্পদিন পরেই বিসমার্ক গবর্মেণ্টের অবলম্বিত নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। হ্যাম্বার্গের কোনও সংবাদপত্রের সহিত তিনি বন্দোবস্ত করিলেন যে, সেই সংবাদপত্রে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত হইবে। তখন তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মতের বিরুদ্ধ মত যাহাতে প্রচারিত না হয়, সে বিষয়ে তিনি নিজেই এতকাল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি নিজে যে সুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, অন্য কোনও সচিবকে সে সুবিধাভোগের আদৌ অবকাশ দিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। তিনি গবর্মেণ্টকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন।

তাহারা কখনই আমার মুখবন্ধ করিতে পারিবে না, এই কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বুঝা গেল যে, এতদিন ধরিয়া সমগ্র জীবন পণ করিয়া তিনি সাম্রাজ্যকে গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহা পণ্ড করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। রাজমন্ত্রীদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, তিনি দেশবাসীর রাজভক্তির বিলোপসাধন করিতেছিলেন। কারণ, তাঁহার প্রচারিত মন্তব্য পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল যে, উহা সম্রাটের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে।

কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করায় ও সর্ব্বদা নির্জ্জন-বাসে বিস্মার্কের হৃদয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অদম্য স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এতকাল সম্রাটের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার মত রাজভক্তি কাহার ছিল? কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়া তিনি রাজভক্ত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তো সম্রাটের ক্রীতদাস নহেন যে, রাজবংশের উত্তরাধিকারীমাত্রকেই সেই ভক্তি অর্পণ করিবেন। যে সম্রাট তাঁহাকে সম্মান করিতেন, স্নেহ করিতেন, বিস্মার্ক অম্লানবদনে, নিষ্ঠাভরে সে রাজভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সেই রাজার চরণে অর্পণ করিয়াছেন। তাই বলিয়া সকলকে সে শ্রদ্ধার অঞ্জলি তিনি দিতে পারেন না। তিনি বলিতেন, "এই হোহেন-জোলারেনবংশের

পার্থক্য কি? আমরাও তাঁহাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত। বরং উক্ত বংশ অপেক্ষা আমাদের বংশ প্রাচীনতম।” বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় উপযুক্ত না হইলেও তিনি জর্ম্মণীকে যেরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ব্বল মন্ত্রী সত্ত্বেও জর্ম্মণীর রাষ্ট্রনীতি ও সাম্রাজ্যের সম্মান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না।

জনসাধারণ এত দিন গবর্‌মেণ্টকে বিশ্বাস করিত; বিস্মার্ক প্রজাসাধারণের সেই বিশ্বাসনির্ভরতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারা জানিত যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের জন্মভূমি অকারণে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বিস্মার্ক প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তিনি জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের কর্ণধার না থাকিলে ফ্রান্সের সহিত সে যুদ্ধ কখনই ঘটিত না। এম্‌স্‌ হইতে ভূতপূর্ব্ব নৃপতি যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি কিরূপে সাধারণে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কথার উল্লেখ করিতেও তিনি বিস্মৃত হইলেন না। গবর্‌মেণ্ট যাহাতে আসল তারের সংবাদটি সাধারণে প্রচার করেন, বিসমার্ক তাহার চেষ্টা করিলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া গবর্‌মেণ্টকে তাহা সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিতে হইল। এই গুপ্তকথা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ গোপনীয় সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হওয়ায় গবর্‌মেণ্টের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। তাহারা এতদিন

ভাবিয়াছিল যে, ভগবানের অভিপ্রায়ানুসারেই সে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা বুঝিতে পারিল, তদানীন্তন মন্ত্রীর সুকৌশলেই প্রকৃতপক্ষে উহা সংঘটিত হয়। এতদিন দেশাত্মবোধ যে দেশের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, তাহার আবরণ সরিয়া গেল, জনসাধারণের ধাঁধা ঘুচিয়া গেল।

বিস্‌মার্কের সমালোচনায় গবর্‌মেণ্ট অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীদিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি যতই খর্ব্ব হইতে লাগিল, জাতীয় শক্তির প্রভাব ততই বাড়িতে লাগিল। বিসমার্কের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া ফেলা সুকঠিন। কিন্তু আত্মরক্ষা করাও সচিবগণের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মণীর যে সন্ধি হইয়াছিল, উহার সমর্থন করিতে গিয়া জেনারেল ক্যাপ্রিভি পররাষ্ট্র-সচিবের প্রতি নির্দ্দিষ্ট বিস্‌মার্কের লিখিত একখানি পত্র পাঠ করেন। বিস্‌মার্ক তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে,ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব ও লর্ড সালিসবারির সাহায্য, জাঞ্জিবার ত তুচ্ছ, সমগ্র আফ্রিকার বিনিময়েও গ্রহণীয়। জেনারেল ক্যাপ্রিভি সমগ্র প্রুসীয় রাজদূতের নিকট সার্‌কুলার পাঠাইয়া বলেন যে, প্রিন্স বিস্‌মার্ক এখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণের পর মন্ত্র-গুপ্তি যে বিচক্ষণ রাজনীতিকের একটা প্রধান অস্ত্র, তাহা নবীন সচিবগণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায়

বিসমার্কের ক্ষোভ আরও বাড়িয়া গেল। গবর্‌মেণ্টের প্রতি তাঁহার ও তদীয় বন্ধুবর্গের আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল।

দুই বৎসর কাল এইরূপ বিবাদ চলিল। বিসমার্ক রাজসভা ও সচিবগণের প্রধান শত্রুরূপে পরিণত লইয়াছিলেন। মল্‌টকি তখন পরলোকে। বিসমার্ক বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি যান নাই বলিয়া সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করিয়াছিল। বিসমার্কের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুত্রের বিবাহোপলক্ষে জর্ম্মণী হইতে তিনি ভিয়েনায় গমন করেন। পথে সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়াছিল। স্যাক্সনী ও ব্যাভেরিয়ায় তিনি যেরূপ সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, এরূপ সম্মান পূর্ব্বে কেহ কখনও পান নাই। জর্ম্মণ গবর্‌মেণ্ট স্থানীয় রাজদূতদিগকে প্রিন্স বিসমার্কের সহিত দেখা করিতে অথবা তাঁহার পুত্রের বিবাহে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ তাঁহার সহিত একবার দেখাও করেন নাই। বিসমার্কের সহিত তখন প্রকাশ্যভাবেই গবর্‌মেণ্টের শত্রুতা চলিতেছিল।

বিসমার্কের সহিত গবর্‌মেণ্টের এই বিবাদের কথা প্রচারিত হওয়ায়, জর্ম্মণ-গবর্‌মেণ্টের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। বিসমার্ক একবার সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হন। সকলেই ভাবিল, গবর্‌মেণ্টের সহিত বিসমার্কের মনোমালিন্য বুঝি আর ঘুচিল না। সম্রাট এই অবকাশে বিসমার্কের সহিত

দেখা করিয়া উভয়পক্ষের মনোমালিন্য দূরীভূত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। তার পর মন্ত্রিপরিবর্ত্তন ঘটিল। জেনারেল ক্যাপ্রিভি পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার অদূর-দর্শিনী নীতির প্রভাবে গবর্মেণ্ট বহু বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন। নূতন চ্যান্সেলার প্রিন্স হোহেন্‌যোহি বিস্‌-মার্কের বন্ধু ও সহকারী ছিলেন। তাঁহার নিয়োগে বিস্‌-মার্ক অসন্তুষ্ট হইলেন না।

অশীতি বৎসরে বিস্‌মার্ক পদার্পণ করিলে তদুপলক্ষে একটা উৎসব ঘটিল। এই উৎসবে সম্রাট্‌ স্বয়ং যোগদান করিয়াছিলেন। তার পর বিস্‌মার্ক সম্রাটকে দেখিবার জন্য বার্লিনে গমন করেন। উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটিল বটে, কিন্তু তাদৃশ গাঢ় নহে। পূর্ব্বতন সম্রাট, বিস্‌মার্কের সহিত যখন মিলিত হইতেন, তখন তিনি যে সম্রাট, তিনি যে প্রভু, তাহা ভুলিয়া যাইতেন; অন্তরঙ্গ বন্ধুভাবে বিস্‌মার্কের সহিত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এ সম্রাট তাহা চেষ্টা সত্ত্বেও পারিতেন না।

যতই দিন যাইতে লাগিল, বিস্‌মার্ক নির্জ্জনতার প্রভাব ততই অনুভব করিতে লাগিলেন। স্ত্রী তখন ইহধাম হইতে অন্তর্হিত। পুরাতন বন্ধুবর্গের সকলেই তখন সমাধিশয়নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সহোদরও ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। মহত্ত্বের অভিসম্পাত-স্বরূপ যে নির্জ্জনতা, আজ বিস্‌মার্ককে সেই ঘোর নির্জ্জনতা সহ্য করিতে হইল।

বন্ধুবিহীন জীবন দুর্ব্বহ। যাহারা তখন তাঁহার বন্ধুত্বলাভের জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত, তাহাদের অধিকাংশই অপদার্থ। বিশ্বাস করিয়া বিস্মার্ক যদি কাহারও নিকট কোনও কথা বলিতেন, সে তখনই স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। বিস্মার্ক একখানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে নানা বাধা, বহু বিঘ্ন। অতি কষ্টে কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। বার্দ্ধক্যের চিহ্ন তখন বিস্মার্কের দেহে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। শ্মশ্রু শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রাসাদের সন্নিহিত অরণ্যে এখন তিনি আর পূর্ব্বের মত অশ্বারোহণ বা পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু তথাপি দেশের কথায়, বিশেষতঃ রাজনীতিক জগতের সকল বিষয়েই তাঁহার অনুসন্ধান-স্পৃহা হ্রাস পায় নাই। কোথায় কি ঘটিতেছে, সে সংবাদ তিনি সর্ব্বদাই রাখিতেন। মন সুস্থ ও সবল, হৃদয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজিত, এমনই অবস্থায় এক দিন অকস্মাৎ পূর্ব্বপীড়ায় বিস্মার্ক আক্রান্ত হইলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে এই মনীষী রাজনীতিক দেহ ত্যাগ করেন।

স্কোয়েনহোসেনে পৈতৃক গৃহের সন্নিহিত সমাধিক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন ও পূর্ব্বপুরুষগণের পার্শ্বে তাঁহার দেহ সমাহিত হয় নাই, অথবা যে বার্লিন নগর এখন ঐশ্বর্য্য-বিভবে, মানে ও যশে জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, আর সেই সম্মান ও

যশঃ যাঁহার প্রতিভাবলে ঘটিয়াছিল,সেই বিস্মার্কের—মনস্বী রাজনীতিকের সমাধিক্ষেত্র সে বার্লিন নগরে—জর্ম্মণীর রাজধানীতে নির্ম্মিত হয় নই। ফ্রেডরিকস্রু নামক পল্লীতে একটি জনহীন স্থানে এই মহানুভবের মৃতদেহ সমাহিত হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষেও বহু আড়ম্বর ঘটে নাই। অতি সামান্যভাবেই তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছিল।

সমাপ্ত।